RICE IAS - এর সাথে শুরু হোক
আপনার **UPSC CSE** প্রস্তুতির যাত্রা।

RICE IAS

IAS MAINS 2026 পরীক্ষার জন্য

প্রত্যাশিত

CURRENT AFFAIRS

জুলাই-২০২৬

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442

RICE IAS

Daily Deep Analysis for IAS Mains

- ***In-depth*** coverage of ***micro-topics*** from the ***UPSC GS Mains syllabus***
- One ***GS Mains topic*** covered ***comprehensively*** every day
- ***Systematic*** GS Mains syllabus ***mapping***
- Focused coverage of ***GS Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions*** with model answers

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis on our website

SCAN this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447

Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849

At Adamas University 8100971442

RICE IAS

Daily Editorial Explained

for IAS Mains

- *UPSC **Mains-oriented editorial** decoding*
- ***Theme-based** conceptual clarity*
- *Clear linkage with **UPSC GS papers***
- *Focused coverage of **UPSC Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions** with model answers*

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis
on our website
SCAN
this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447
Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849
At Adamas University 8100971442

INDEX

1. সাধারণ অধ্যয়ন ১ — 1

1.1. ভারতীয় সমাজ — 1

1.1.1. ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যৎকে টিকিয়ে রাখা — 1

1.2. ভূগোল — 5

1.2.1. ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু: আশঙ্কার একটি মরশুম — 5

1.2.2. ভারতের নগর জলসংকট — 9

2. সাধারণ অধ্যয়ন ২ — 12

2.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা — 12

2.1.1. বিচার বিভাগীয় ছুটি নিয়ে বিতর্ক এবং বিচারব্যবস্থার অদৃশ্য চাপ — 12

2.1.2. ভাষাগত শালীনতা এবং ত্রি-ভাষা নীতি — 16

2.1.3. এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ – সুশীল সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ — 19

2.1.4. সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন — 23

2.1.5. উচ্চশিক্ষায় ফেডারেলিজম বা রাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমঝোতা — 26

2.1.6. ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি শূন্যপদ: উচ্চশিক্ষার ওপর এর প্রভাব — 30

2.1.7. ভারতে নিবর্তনমূলক আটক: রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য — 35

2.1.8. ভারতে পথচারীদের অধিকার ও নগর চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের শক্তিশালীকরণ — 38

2.1.9. লপসাইডেড সলিউশন: ভারতে শক্তিশালী ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা — 42

2.1.10. ভারতের ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব — 45

2.1.11. পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ পরীক্ষা: সত্য, গোপনীয়তা এবং ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা — 47

2.1.12. আইনের ওপর কারও একাধিপত্য থাকা উচিত নয় — 51

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — 55

2.2.1. ভারত-কানাডা কৌশলগত অক্ষ — 55

2.2.2. সংযোগ ও ভূরাজনীতির সন্ধিক্ষণে আইএমইসি (IMEC) — 57

2.2.3. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক: আস্থার সংকট নিরসন — 60

2.2.4. ভারত-ওমান CEPA: ভারতের রপ্তানি এবং কৌশলগত স্বার্থের এক নতুন প্রবেশদ্বার — 64

2.2.5. কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের স্থাপত্য: ভারত-রাশিয়া RELOS চুক্তির রহস্যভেদ — 68

2.2.6. সামুদ্রিক ভূ-রাজনীতি, হরমুজ প্রণালী সংকট এবং ভারতের ওপর এর প্রভাব — 71

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার — 73

2.3.1. NFHS-6: ভারতের জনস্বাস্থ্য বিবর্তনের আনন্দ ও বেদনা — 73

2.3.2. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য সমআচরণ — 76

2.4. স্বাস্থ্য — 82

2.4.1. ভারতে যক্ষ্মা নির্মূলে উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজনীয়তা — 82

2.4.2. ভারতের জনস্বাস্থ্য নীতির পুনর্বিবেচনা: জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য থেকে ব্যক্তিগত সুস্থতার দিকে পরিবর্তন 86

3. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ 89

3.1. অর্থনীতি 89

3.1.1. সরকার এবং আরবিআই-এর মেলবন্ধন: বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার 89

3.1.2. ভারতের চিপ শিল্পের ভবিষ্যৎ: একটি স্থিতিস্থাপক সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা 92

3.1.3. ভূমি একত্রীকরণ: ভারতের ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যার একটি বাস্তবসম্মত সমাধান 94

3.1.4. ভারতের গ্রস-নেট FDI বৈপরীত্য 96

3.1.5. ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th CPC): বেতন কমিশন সংস্কারের একটি সুযোগ 99

3.1.6. বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ, কিন্তু শ্রমিকেরা এখনও অসুরক্ষিত 102

3.1.7. ভারতে সবচেয়ে কম খরচের বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে 105

3.1.8. ভারতের পরিসংখ্যানগত কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা 109

3.1.9. আরবিআই এবং এর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ভূমিকা 111

3.1.10. ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচারিত আখ্যানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাসমূহ 115

3.2. পরিবেশ 119

3.2.1. ভারতের জলবায়ু রূপান্তরের অর্থায়ন: ঘাটতি ও আগামী দিনের পথ 119

3.2.2. কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়: দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েই ভারত তার বনভূমি রক্ষা করতে পারে 123

3.2.3. ভারতের খণ্ডবিখণ্ড শিল্প জলবায়ু কৌশল: শিল্পকারখানার কার্বনমুক্তকরণের অনুপস্থিত যোগসূত্র 126

3.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 128

3.3.1. মাওবাদ-উত্তর পর্ব: আদিবাসীদের আস্থা অর্জনই এখন প্রকৃত চ্যালেঞ্জ 128

3.4. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 131

3.4.1. ড্রোনের বিপ্লব এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশল 131

3.5. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 135

3.5.1. ভারতের নগর অগ্নিকাণ্ড বিপর্যয়: শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতা 135

3.5.2. ভূমিকম্প 138

3.5.3. অগ্নিনিরাপত্তা এবং নগর শাসন 143

***

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. ভারতীয় সমাজ

1.1.1. ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যৎকে টিকিয়ে রাখা

কেন এটি খবরে রয়েছে?

সর্বশেষ নমুনা নিবন্ধন পদ্ধতি বা **স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম** (SRS)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের **মোট প্রজনন হার** (TFR) কমে নারী প্রতি ১.৯ সন্তানে দাঁড়িয়েছে, যা জাতীয় স্তরে এই প্রথমবার জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় স্তর ২.১-এর নিচে নেমে গেছে।

এটি ভারতের জন্য একটি বড় পরিবর্তন নির্দেশ করে; দেশ এখন জনসংখ্যা বিস্ফোরণের উদ্বেগ কাটিয়ে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমিকের অভাব, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা টিকিয়ে রাখার মতো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

প্রধান জনসংখ্যাগত প্রবণতা

সূচক	বর্তমান স্থিতি
১. ভারতের মোট প্রজনন হার (TFR)	**১.৯**
২. প্রতিস্থাপন প্রজনন হার (Replacement Fertility Rate)	**২.১**
৩. বৈশ্বিক গড় প্রজনন হার (TFR)	**২.২**
৪. শহুরে প্রজনন হার (Urban TFR)	**১.৫**
৫. গ্রামীণ প্রজনন হার (Rural TFR)	**প্রায় ২.১**

প্রজনন হারে রাজ্যভিত্তিক বৈচিত্র্য

ক. অত্যন্ত কম প্রজনন হারের রাজ্যসমূহ

- **দিল্লি (TFR ১.২):** উচ্চ নগরায়ণ, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, দেরিতে বিয়ে এবং কর্মমুখী জীবনযাত্রার কারণে পরিবারের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- **কেরালা (TFR ১.৩):** উচ্চ নারী সাক্ষরতা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে প্রজনন হার কম রয়েছে।
- **তামিলনাড়ু (TFR ১.৩):** জনসংখ্যা স্থিতিশীলকরণে প্রাথমিক সাফল্য, শহুরে বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত কম জন্মহারে অবদান রেখেছে।
- **পশ্চিমবঙ্গ (TFR ১.৩):** উচ্চ শিক্ষার স্তর, নগরায়ণ এবং ছোট পরিবারের প্রতি সামাজিক পছন্দের পরিবর্তন প্রজনন হার কমিয়ে দিয়েছে।

খ. উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যসমূহ

- **বিহার (TFR ২.৯):** নারী শিক্ষার নিম্ন হার, বাল্যবিয়ে, দারিদ্র্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগের কারণে এখানে প্রজনন হার এখনও উঁচুতে রয়েছে।
- **উত্তর প্রদেশ (TFR ২.৬):** বিশাল গ্রামীণ জনসংখ্যা, বড় পরিবারের প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পছন্দ এবং অসম উন্নয়ন উচ্চ প্রজনন হারে ভূমিকা রাখছে।

- **মধ্যপ্রদেশ (TFR ২.৪):** পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হলেও শিক্ষার নিম্ন হার এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা প্রজনন হারকে তুলনামূলকভাবে উঁচুতে ধরে রেখেছে।
- **রাজস্থান (TFR ২.৩):** ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক রীতিনীতি, বাল্যবিয়ে এবং সামাজিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য প্রজনন হারকে প্রতিস্থাপনের স্তরের ওপরে রেখেছে।

ভারতের জনসংখ্যাগত রূপান্তর বোঝা

- **হ্রাসমান জন্মহার:** ভারতের মোট প্রজনন হার প্রতিস্থাপন স্তরের নিচে নেমে গেছে, যার ফলে পরিবার প্রতি কম শিশুর জন্ম হচ্ছে।
- **স্বল্প মৃত্যুহার বজায় থাকা:** স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, পুষ্টি এবং চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ধীর হওয়া:** জন্মহার হ্রাস এবং মৃত্যুহার কম থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ধীরে ধীরে ধীর হয়ে আসছে।
- **প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি:** জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বয়োজ্যেষ্ঠদের দলে প্রবেশ করছে, যা সমাজে প্রবীণ নাগরিকদের অনুপাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যা:** ভারতে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণদের সংখ্যা আজকের প্রায় ১৫ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৩৪ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- **নির্ভরশীলতার কাঠামোয় বদল:** ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ প্রবীণ হবেন, যা পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থার চাহিদা অনেক বাড়িয়ে দেবে।

ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **ধনী হওয়ার আগেই বয়স্ক হয়ে যাওয়া**

ভারত উচ্চ স্তরের শিল্পায়ন, আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান এবং সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনের আগেই প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধির ধাপে প্রবেশ করছে। এর ফলে নির্ভরশীলতার অনুপাত বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের ওপর পেনশনের দায় এবং আর্থিক চাপ বাড়াবে।

২. **দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো**

আয়করের সীমিত আওতা এবং প্রধানত অনানুষ্ঠানিক খাতের বিশাল কর্মীবাহিনীর কারণে অবদান-ভিত্তিক (Contribution-based) পেনশন ব্যবস্থাগুলি খুব বেশি কার্যকর হচ্ছে না। **অটল পেনশন যোজনা (APY)** এবং **জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)**-র মতো বর্তমান প্রকল্পগুলি একটি মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্যের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তা দিতে পারছে না।

৩. **ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক সহায়তা ব্যবস্থার ক্ষয়**

নগরায়ণ, পরিযান, একক পরিবার ব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ফলে বয়স্কদের দেখাশোনার ঐতিহ্যগত পারিবারিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর ফলে অনেক প্রবীণ মানুষ একাকীত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং পারিবারিক সহায়তার অভাবের সম্মুখীন হচ্ছেন।

৪. **স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান বোঝা**

জনসংখ্যা প্রবীণ হওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মাতৃস্বাস্থ্য ও সংক্রামক রোগ থেকে ক্রনিক (দীর্ঘমেয়াদী) এবং বার্ধক্যজনিত (Geriatric) রোগের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভারতের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত প্রবীণ রোগ বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘমেয়াদী যত্ন কেন্দ্র এবং বয়স্ক-বান্ধব চিকিৎসা পরিষেবার অভাব রয়েছে।

৫. সরকারের ওপর ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ

জনসংখ্যার বার্ধক্যের কারণে পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে আরও বেশি ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু নিম্ন মাথাপিছু আয়, সীমিত কর রাজস্ব এবং আর্থিক সংকটে থাকা রাজ্যগুলির কারণে এই চাহিদা পূরণ করা সরকারের জন্য কঠিন হবে।

৬. আন্তঃরাজ্য জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা

কেরালা এবং তামিলনাড়ুর মতো নিম্ন-প্রজনন হারের রাজ্যগুলি দ্রুত প্রবীণ জনসংখ্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারা দিন দিন তরুণ রাজ্যগুলির পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। শিক্ষা এবং দক্ষতায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না হলে, এই পরিযান উৎপাদনশীল বৃদ্ধির পরিবর্তে কম বেতনের অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানকেই চিরস্থায়ী করতে পারে।

জনসংখ্যাগত রূপান্তর থেকে উদীয়মান সুযোগসমূহ

১. পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যাগত সুবিধা

- **বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যা:** বিহার এবং উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে তরুণদের অনুপাত বেশি, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় অবদান রাখতে পারে।
- **ভবিষ্যতের শ্রমশক্তির ভাণ্ডার:** অন্যান্য অনেক রাজ্যে প্রবীণদের সংখ্যা বাড়লেও এই রাজ্যগুলি ভারতের অর্থনীতিতে শ্রমিক সরবরাহ বজায় রাখবে।
- **জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা:** একটি দক্ষ ও উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনী শিল্প উৎপাদন, সেবা খাত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
- **অন্যান্য রাজ্যের ঘাটতি পূরণ:** উচ্চ প্রজনন হারের রাজ্যগুলির তরুণ কর্মীরা প্রবীণ রাজ্যগুলির শ্রমিকের ঘাটতি মেটাতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে সাহায্য করতে পারে।

২. প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে অভ্যন্তরীণ পরিযান

- **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস:** পরিযান কম উন্নত অঞ্চলের শ্রমিকদের উন্নত কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ পাওয়ার পথ তৈরি করে দেয়।
- **শ্রমের ঘাটতি পূরণ:** পরিযায়ী শ্রমিকরা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং প্রবীণ জনসংখ্যার রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান শ্রমের চাহিদা মেটাতে পারে।
- **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** চাহিদা অনুযায়ী শ্রমশক্তির সঠিক স্থানান্তর সম্পদের সঠিক বণ্টন এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা উন্নত করে।
- **কল্যাণমূলক সুবিধার স্থানান্তরযোগ্যতা:** নিরাপদ এবং উৎপাদনশীল শ্রম গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক সুবিধাগুলি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরযোগ্য (Portable) হওয়া আবশ্যক।

৩. রূপালী অর্থনীতি

- **স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা:** প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হাসপাতাল, বার্ধক্যকালীন যত্ন এবং হোম-কেয়ার (বাড়িতে সেবা) পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।
- **সহায়ক আবাসন:** পারিবারিক যত্ন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে প্রবীণদের জন্য বিশেষ আবাসন ও সহায়ক জীবনযাপন কেন্দ্রের প্রয়োজন বাড়বে।
- **বিমা খাত:** গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য, জীবন এবং দীর্ঘমেয়াদী যত্নের জন্য বিমা পণ্যগুলির চাহিদা তৈরি হবে।
- **চিকিৎসা সরঞ্জাম:** চলাচলের সহায়ক সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয়ের যন্ত্র এবং প্রবীণদের যত্নে ব্যবহৃত প্রযুক্তির বাজার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে।

- **সুস্থতা শিল্প:** প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ফিটনেস, পুষ্টি, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসিক সুস্থতা পরিষেবাগুলি একটি বড় বাজার হিসেবে আবির্ভূত হবে।
- **নতুন প্রবৃদ্ধি খাত:** ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনসংখ্যা একটি গতিশীল 'সিলভার ইকোনমি' বা রূপালী অর্থনীতি তৈরি করতে পারে, যা কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ভারতের নিম্ন-প্রজনন হারের ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখার উপায়

১. সর্বজনীন ন্যূনতম পেনশন স্তর প্রতিষ্ঠা করা

- **মুদ্রাস্ফীতি-সংযুক্ত সামাজিক পেনশন:** সব প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক আয় নিশ্চিত করতে মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ন্যূনতম সামাজিক পেনশন প্রদান করা।
- **বার্ধক্যের ঝুঁকি হ্রাস:** একটি সর্বজনীন ন্যূনতম পেনশন স্তর প্রবীণ নাগরিকদের দারিদ্র্য, পরনির্ভরশীলতা এবং আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করতে পারে।

২. পেনশন ইকোসিস্টেম বা পরিকাঠামো শক্তিশালী করা

- **পেনশনের আওতা বাড়ানো:** অটল পেনশন যোজনার মতো প্রকল্পগুলির পরিধি বিস্তার করা এবং আরও বেশি কর্মীকে এর আওতায় আনতে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা।
- **নমনীয় পেনশন পণ্য তৈরি:** অনিয়মিত এবং মরশুমী আয়ের অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত নমনীয় পেনশন মডেল তৈরি করা।

৩. একটি বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা

- **প্রবীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো জোরদার করা:** জেলা স্তরে ও হাসপাতালে প্রবীণদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড, হোম-কেয়ার পরিষেবা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রবীণ যত্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **স্বাস্থ্য নীতিতে বার্ধক্যকে অন্তর্ভুক্ত করা: আয়ুষ্মান ভারত** এবং হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের মতো কর্মসূচিগুলিতে প্রবীণদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাসেবা অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. তরুণ রাজ্যগুলির মানবসম্পদে বিনিয়োগ করা

- **শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন:** একটি উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনী তৈরি করতে মানসম্মত শিক্ষা, পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করা।
- **নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা:** মানবসম্পদ গঠন শক্তিশালী করতে নারী শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৫. স্থানান্তরযোগ্য কল্যাণমূলক কাঠামো তৈরি করা

- **কল্যাণমূলক সুবিধার স্থানান্তরযোগ্যতা:** পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলেও খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন এবং বিমার সুবিধা পান তা নিশ্চিত করা।
- **জাতীয় প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করা:** একটি নির্বিঘ্ন জাতীয় শ্রম বাজার গড়ে তুলতে **এক দেশ এক রেশন কার্ড** (ONORC) এবং **ই-শ্রম** (e-Shram)-এর মতো উদ্যোগগুলির পরিধি আরও বাড়ানো।

৬. সক্রিয় এবং সুস্থ বার্ধক্যকে উৎসাহিত করা

- **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে উৎসাহ:** প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নমনীয় অবসরের বিকল্প এবং তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
- **সামাজিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি:** সুস্থ ও সক্রিয় বার্ধক্য নিশ্চিত করতে জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

উপসংহার

ভারতের প্রতিস্থাপন স্তরের নিচের প্রজনন হার একটি জনসংখ্যাগত সাফল্য নির্দেশ করে, তবে মনোযোগ এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে **জনসংখ্যার যত্নের** দিকে নিতে হবে। পেনশন ব্যবস্থা, বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্যসেবা, কল্যাণমূলক সুবিধার স্থানান্তরযোগ্যতা এবং শ্রমশক্তির গতিশীলতা শক্তিশালী করার ওপরই নির্ভর করবে যে—বার্ধক্য ভারতের জন্য জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ (Demographic Dividend) হবে নাকি জনসংখ্যাগত বোঝা (Demographic Burden)।

Q. India has entered a low-fertility era. Examine the socio-economic and governance challenges associated with population ageing and suggest policy measures for ensuring a sustainable demographic transition. 15 Marks

1.2. ভূগোল

1.2.1. ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু: আশঙ্কার একটি মরশুম

প্রেক্ষাপট

- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ২০২৬ সালের ৪ঠা জুন কেরালায় পৌঁছায়, যা তার স্বাভাবিক আগমনের তারিখের চেয়ে তিন দিন এবং ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) নিজস্ব পূর্বাভাসের চেয়ে চার দিন পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম মৌসুমি বায়ুর আগমন সংক্রান্ত পূর্বাভাসে এই ধরনের ভুলত্রুটি দেখা গেল।
- উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ভারত, দক্ষিণ উপদ্বীপ এবং মৌসুমি বায়ুর মূল অঞ্চল (যা ভারতের সিংহভাগ বৃষ্টি-নির্ভর কৃষিজমিকে বাঁচিয়ে রাখে) — এই সবকটি অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের ঘাটতি হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে; কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রসঙ্গে

- জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সক্রিয় থাকা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হলো ভারতের প্রাথমিক স্বাদু জলের (freshwater) উৎস, যা দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পূরণ করে।
- ভারতে যেখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১,১৮৭ মিলিমিটার, সেখানে এই মরশুমটি ফসলের উৎপাদন, পানীয় জলের সরবরাহ, জলাধারের জলের স্তর, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্সঞ্চয় (groundwater recharge) এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ধারণ করে। এটি কেবল কোনো আবহাওয়াগত ঘটনা নয়, বরং একশো কোটিরও বেশি মানুষের জীবনধারণের একটি সভ্যতাগত লাইফলাইন।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কার্যপ্রণালী

- **তারতম্যমূলক উত্তাপ:** গ্রীষ্মকালে ভারত ভূখণ্ড ভারত মহাসাগরের তুলনায় দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে উপমহাদেশের ওপর একটি তীব্র নিম্নচাপ বলয় তৈরি হয়। এই নিম্নচাপ সমুদ্র থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাসকে নিজের দিকে টেনে আনে।
- **ITCZ-এর স্থানান্তর:** জুন মাসের কাছাকাছি সময়ে ইন্টারট্রপিক্যাল কনভারজেন্স জোন (ITCZ)-এর উত্তরমুখী স্থানান্তর কেরালায় মৌসুমি বায়ুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে। এর আগমন আনুষ্ঠানিকভাবে খরিফ শস্যের উৎপাদন মরশুমের সূচনা চিহ্নিত করে।

- **দুটি শাখা:** মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয় — আরব সাগরীয় শাখা, যা কেরালা এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে; এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা, যা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।
- **এল নিনো এবং এনসো:** মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে এল নিনো বলা হয়। এটি স্থলভাগ ও মহাসাগরের মধ্যকার চাপের পার্থক্যকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে মৌসুমি বায়ুকে সচল রাখা আর্দ্রতা বহনকারী বাতাস বাধাগ্রস্ত হয়।
- **ইন্ডিয়ান ওশেন ডাইপোল:** একটি **ইতিবাচক (positive) IOD** — যার বৈশিষ্ট্য হলো পশ্চিম ভারত মহাসাগরের জল তুলনামূলকভাবে উষ্ণ হওয়া — তা এল নিনোর এই ক্ষতিকারক প্রভাবকে আংশিকভাবে প্রশমিত করতে পারে। তবে একটি নিরপেক্ষ (neutral) বা **নেতিবাচক (negative) IOD** এই সুরক্ষাকবচটিকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দেয়।
- **লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ বা দীর্ঘমেয়াদী গড় (LPA):** জুন-সেপ্টেম্বর মরশুমের জন্য বর্তমানে LPA হলো ৮৭ সেমি, যা একটি ৫০ বছরের রেফারেন্স সময়কালের ওপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। LPA-এর ৯০ শতাংশের কম বৃষ্টিপাতকে 'ঘাটতিপূর্ণ' (deficient) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, যা খাদ্য উৎপাদন এবং জলের প্রাপ্যতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

প্রত্যাশিত ঘাটতিপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর পেছনের কারণসমূহ

- **মূল মরশুমে এল নিনোর নিশ্চিত উপস্থিতি:** ১৯৫১ সালের পর থেকে **এল নিনো (El Niño)** বছরের প্রায় ৬০ শতাংশ সময়েই ভারতে ঘাটতিপূর্ণ বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। ২০০২ এবং ২০০৯ সালের খরা ছিল এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ; এছাড়া ২০১৪ এবং ২০১৫ সালেও বড় ধরনের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। ২০২৬ সালে এল নিনোর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায়, সরকারের উচিত হবে না আইওডি-এর (IOD) শেষ মুহূর্তের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের ওপর ভরসা করে বসে থাকা।
- **দুর্বল ওয়াকার সার্কুলেশন:** এল নিনো ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর অবস্থিত বিশাল পরিচলন ব্যবস্থা, অর্থাৎ **ওয়াকার সার্কুলেশন (Walker Circulation)**-কে ব্যাহত করে। এটি দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতীয় উপমহাদেশে বাতাস দ্বারা চালিত জলীয় বাষ্পের প্রবাহ হ্রাস পায়, যা সরাসরি ভারতের **পরিচলন বৃষ্টিপাতকে (convective rainfall)** কমিয়ে দেয়।
- **ঋতু-মধ্যবর্তী শুষ্ক সময়কাল:** সম্পূর্ণ মরশুমের মোট বৃষ্টিপাত অনেক সময় মূল সমস্যাটিকে আড়াল করে দেয়, যা হলো বৃষ্টিপাতের সঠিক বণ্টন। মরশুমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী **শুষ্ক সময়কাল (dry spells)** সময়মতো বোনা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে, কারণ ফসলের বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলোতে সেগুলো জল পায় না। এর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের মতোই এর **বণ্টনের ধরণও (pattern of rainfall)** সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তীব্র তারতম্য:** ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (IITM)-এর গবেষণা নিশ্চিত করে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে **মৌসুমি বিরতি বা মনসুন ব্রেক (monsoon breaks)**-এর ফ্রিকোয়েন্সি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি পর্যাপ্ত মোট বৃষ্টিপাত হওয়া বছরেও আরও মারাত্মক শুষ্ক সময়কাল নথিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি বলয় জুড়ে ফসল এবং জলের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘাটতিপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

১. **কৃষি বিপর্যয় এবং ফসলহানি**

- **খরিফ উৎপাদন হ্রাস (Lower Kharif Production):** মৌসুমি বায়ুর মূল অঞ্চলে (Monsoon Core Zone) বৃষ্টিপাতের ঘাটতি হলে **ধান, তুলা, সয়াবিন, ডাল এবং তৈলবীজের** উৎপাদন কমে যেতে পারে, যা সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **জীবিকার ঝুঁকি:** ফসলের ফলন কমে গেলে কৃষি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের ওপর নির্ভরশীল প্রায় **৬০ কোটি মানুষের জীবিকা** হুমকির মুখে পড়তে পারে।

২. **খাদ্য নিরাপত্তা এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ**

- **খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি:** কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর জোগান কমে যায়। এর ফলে **শস্য, ডাল, শাকসবজি এবং ভোজ্য তেলের** দাম বেড়ে যেতে পারে।
- **পারিবারিক বাজেটের ওপর চাপ:** খাদ্যপণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি, উচ্চ জ্বালানি এবং আমদানি ব্যয়ের সাথে যুক্ত হয়ে দরিদ্র ও **অসহায় পরিবারগুলোকে** (vulnerable households) মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

৩. **জলসম্পদের ওপর চাপ**

- **ভূগর্ভস্থ জলের অবক্ষয়:** দুর্বল মৌসুমি বায়ুর কারণে **ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্সঞ্চয়** কমে যায়, অথচ জল তোলার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এটি বিদ্যমান জলসংকটকে আরও তীব্র করে তোলে।
- **জলাধারের ওপর চাপ:** জলাধারগুলোতে জলের প্রবাহ কমে গেলে তা **সেচ ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে** ব্যাহত করতে পারে, যার প্রভাব মৌসুমি মরশুম পার হওয়ার পরও দীর্ঘকাল বজায় থাকে।

৪. **তীব্র দাবদাহের প্রকোপ**

- **উচ্চ তাপীয় চাপ:** মাটির শুষ্ক অবস্থা এবং বাতাসে আর্দ্রতার অভাব **দাবদাহ বা হিটওয়েভ** (heatwaves)-এর তীব্রতা এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।
- **আর্থ-সামাজিক প্রভাব:** তীব্র গরমের কারণে **শ্রম উৎপাদনশীলতা** (labour productivity) হ্রাস পেতে পারে, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।

৫. **কৃষকদের অসহায়তা এবং গ্রামীণ বিপর্যয়**

- **আর্থিক অনটন:** ফসলের ক্ষতি এবং চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে **ঋণগ্রস্ততা** (indebtedness) বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **বাধ্যতামূলক পরিযান:** কৃষি আয় কমে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলো বিকল্প জীবিকার সন্ধানে **বাধ্যতামূলক পরিযান বা স্থানান্তরণে** (distress migration) বাধ্য হতে পারে।

৬. **রাষ্ট্রের ওপর বৃহত্তর আর্থিক বোঝা**

- **ত্রাণ বাবদ উচ্চ ব্যয়:** সরকারকে খরা ত্রাণ, ফসলের ক্ষতিপূরণ, পানীয় জলের সহায়তা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি** করতে হতে পারে।
- **কল্যাণমূলক ব্যবস্থার ওপর চাপ:** ঋণ সহায়তা, ত্রাণ সামগ্রী এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক চাহিদার কারণে প্রশাসনিক ও **আর্থিক সম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ** সৃষ্টি হতে পারে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (PMFBY):** এই যোজনাটি খরিফ শস্যের জন্য ১.৫ থেকে ২ শতাংশ প্রিমিয়ামে ফসল বিমার সুবিধা প্রদান করে, যেখানে বিমার প্রকৃত খরচের বাকি অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়। খরার বছরে সময়মতো বিমার টাকা মেটানোর জন্য স্যাটেলাইট-সহায়ক ফলন মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে।
- **PMKSY-এর অধীনে 'পার ড্রপ মোর ক্রপ' (প্রতি বুঁদ জল, অধিক ফসল):** এটি ড্রিপ (বিন্দু সেচ) এবং স্প্রিঙ্কলার (ফোয়ারা সেচ) ব্যবস্থার প্রসার ঘটায়, যা প্রতি ইউনিট উৎপাদনে জলের ব্যবহার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। এর ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাত কম হলেও কৃষিজাত উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার একটি কাঠামোগত পথ তৈরি হয়।
- **জল শক্তি অভিযান এবং অটল ভূজল যোজনা:** এই প্রকল্পগুলো জলসংকটে থাকা জেলাগুলোতে বিকেন্দ্রীকৃত জল সংরক্ষণ এবং সম্প্রদায় স্তরে (community-level) ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। এটি খরার সময়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের পুনর্সঞ্চয় (aquifer recharge) এবং চাহিদার দিকটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

- **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিল:** ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI)-এর বাফার স্টকের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) ৮০ কোটিরও বেশি উপভোক্তাকে খাদ্য সুরক্ষা প্রদান করে। মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিলটি ডাল ও পেঁয়াজ সংগ্রহ ও বাজারে ছাড়ার সুবিধা দেয়, যাতে মৌসুমি বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট জোগান ঘাটতির সময়ে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- **NDMA খরা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা:** এটি জেলা স্তরের বৃষ্টিপাতের তারতম্যের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আগাম সতর্কবার্তা এবং খরা-পূর্ব ঘোষণার নির্দেশ দেয়। এর ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে, মরশুমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যগুলো সক্রিয় হতে পারে।
- **বাজরা ও মিলেট জাতীয় শস্যের (Millets) প্রসার:** ২০২৩ সালের 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ'-এ 'শ্রী অন্ন' বা মিলেট জাতীয় শস্যের চাষের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল, যেগুলোর জন্য অনেক কম জলের প্রয়োজন হয় এবং যা জলবায়ু সহনশীল। এটি জলের অত্যধিক প্রয়োজন হয় এমন ফসলের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সহনশীলতা তৈরি করে।

করণীয় পদক্ষেপ

- **সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ:** কৃষি মন্ত্রক, জল শক্তি মন্ত্রক, উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDMA)-কে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। ফসল বোনার মূল মরশুম শুরু হওয়ার আগেই আপৎকালীন ফসল পরিকল্পনা সক্রিয় করা, সারের প্রাপ্যতা পর্যবেক্ষণ করা এবং ত্রাণ ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার মতো পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।
- **কম জল-নিবিড় ফসলের প্রসার:** কৃষকদের অতিরিক্ত জল প্রয়োজন এমন ধানের পরিবর্তে কম সময়ে উৎপাদিত ডাল, তৈলবীজ এবং মিলেট চাষে উৎসাহিত করা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে নিশ্চিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) দিয়ে ফসল কেনা এবং সময়মতো উন্নত মানের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- **জলসম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা:** জলাধারগুলোতে জলের কম আগমনকে মাথায় রেখে সেগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। একই সাথে, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার হওয়া অঞ্চলগুলোতে জল তোলার বিষয়টিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে পানীয় জল এবং অপরিহার্য সেচের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়।
- **সময়মতো ত্রাণ ও বিমা সহায়তা নিশ্চিত করা (Ensure Timely Relief and Insurance Support):** ফসল বিমার আওতা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং খরা ত্রাণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সহজলভ্য করতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা কোনো রকম বিলম্ব ছাড়াই সরাসরি সহায়তা পান।
- **ক্ষুদ্র সেচ এবং পূর্বাভাসের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Expand Micro Irrigation and Forecasting Capacity):** ড্রিপ ও স্প্রিঙ্কলার সেচ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের পাশাপাশি ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) পূর্বাভাস পরিকাঠামো এবং জলবায়ু মডেলিংয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটি জলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াবে এবং ভবিষ্যতে মৌসুমি বায়ুর তারতম্যের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিকে আরও উন্নত করবে।

উপসংহার

২০২৬ সালের একটি ঘাটতিপূর্ণ মৌসুমি বায়ু এমন একটি কৃষি অর্থনীতির ওপর আঘাত হানবে, যেখানে **পুষ্টি উপাদান (সার) এবং জ্বালানি**—উভয়ই ইতিমধ্যে অপ্রতুল এবং ব্যয়বহুল। তাই সরকারকে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতির আশা রাখার পাশাপাশি দৃঢ়ভাবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সঠিক সময়ে পরিকল্পনা, বিচক্ষণ জল ব্যবস্থাপনা এবং শক্তিশালী ত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত একটি দুর্বল মরশুমের প্রভাবকে স্তিমিত করতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকাকে রক্ষা করতে পারে।

Q. The vulnerability of India's economy to monsoon variability reflects the continued dependence of agriculture and water resources on seasonal rainfall. Examine the challenges posed by a deficient monsoon and suggest a suitable policy response. 15 Marks

1.2.2. ভারতের নগর জলসংকট

প্রেক্ষাপট

ভারতের শহরের গ্রীষ্মকালীন জলসংকট এখন আর কেবল একটি নির্দিষ্ট ঋতুর সমস্যা বা ভবিষ্যতের কোনো আশঙ্কা নয়; এটি একটি **স্থায়ী ও পরিকাঠামোগত জরুরি অবস্থায়** পরিণত হয়েছে। নতুন দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের মতো প্রধান মহানগরীগুলি প্রতি বছর তীব্র ঋতুভিত্তিক জলের ঘাটতির মুখোমুখি হচ্ছে। এর প্রধান লক্ষণগুলি হলো—শুকিয়ে যাওয়া জলের কল, ভূগর্ভস্থ জলের চরম অবক্ষয় এবং **বেসরকারি জলের ট্যাঙ্কারের** ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা।

নগর জলসংকটের মূল বহিঃপ্রকাশ

- **তীব্র সরবরাহ ঘাটতি:** শহরের বিভিন্ন এলাকার বড় বড় পরিবারগুলি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত জলের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে (যেমন—পুরো দিনের জন্য মাত্র একটি ২০ লিটারের জলের জার)।
- **অনিয়মিত সরবরাহের কারণে চরম ভোগান্তি:** বস্তি এলাকা এবং স্বল্প আয়ের মানুষজন চরম **পরিকাঠামোগত বৈষম্যের** শিকার হচ্ছেন। এর ফলে একটি মাত্র পাবলিক কলের সামনে দীর্ঘ লাইন এবং মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অশান্তি তৈরি হচ্ছে।
- **"জলের গুণমান"-এর চ্যালেঞ্জ:** অনিয়মিত জল সরবরাহ, ভাঙা বা ফুটো পাইপলাইন এবং নিম্নমানের জল সংরক্ষণের কারণে ভালো জলের সাথে নোংরা জল মিশে যাচ্ছে। এটি একটি জনস্বাস্থ্য সংকটের রূপ নিচ্ছে, যার ফলে জলবাহিত রোগ বাড়ছে, মানুষের কর্মদিবস নষ্ট হচ্ছে এবং চিকিৎসার খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **প্রশাসনিক দূরদর্শিতার অভাব:** সরকারি ব্যবস্থা ও প্রশাসন এই পদ্ধতিগত সংকটকে একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে না দেখে, বর্ষা আসার আগে পর্যন্ত সহ্য করার মতো একটি সাময়িক বা ঋতুভিত্তিক অসুবিধা হিসেবে বিবেচনা করে।

নগর জলসংকটের কাঠামোগত কারণ

এই সংকট কেবল বৃষ্টির অভাব বা খরার কারণে নয়, বরং গত কয়েক দশক ধরে চলে আসা **ত্রুটিপূর্ণ নগর পরিকল্পনা এবং দুর্বল প্রশাসনের** ফল:

- **অসামঞ্জস্যপূর্ণ নগর উন্নয়ন:** শহরের জনসংখ্যা ও পরিধি যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, শহরের অভ্যন্তরীণ জল সরবরাহ পরিকাঠামোর ধারণক্ষমতা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।
- **প্রাকৃতিক পরিকাঠামো ধ্বংস:** শহরের হ্রদ, জলাভূমি, পুকুর এবং বৃষ্টির জল বয়ে যাওয়ার প্রাকৃতিক নালাগুলির মতো **পরিবেশগত বাফারগুলি** ক্রমান্বয়ে দখল করা হয়েছে অথবা সেগুলির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- **"বন্যা ও খরা"-র এক অদ্ভুত বৈপরীত্য:** প্রাকৃতিক জলনিকাশি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতেই শহরে তীব্র **জলজট ও বন্যা** দেখা দেয়। আবার ঠিক তার কয়েক সপ্তাহ পরেই, স্থানীয়ভাবে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা না থাকায়, সেই একই শহরকে জলের ট্যাঙ্কারের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়।
- **উৎস ব্যবস্থাপনার ভুল ও সরবরাহ-কেন্দ্রিক পক্ষপাত:** শহরগুলি স্থানীয় জল সংরক্ষণের দিকে নজর না দিয়ে, বহুদূরের নদী বা জলাধার থেকে দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং প্রচুর বিদ্যুৎ-নির্ভর পাইপলাইনের মাধ্যমে জল আনার দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।
- **অনিয়ন্ত্রিত ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন:** একের পর এক গভীর বোরওয়েল বা নলকূপ খনন করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক উপায়ে যে হারে ভূগর্ভস্থ জল পুনরায় রিচার্জ বা পূরণ হয়, তার চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে জল তুলে নেওয়া হচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগ

- **জল জীবন মিশন (শহুরে) [JJM-U]:** দেশের সমস্ত বিধিবদ্ধ শহরে (Statutory Towns) প্রতিটি বাড়িতে সচল কলের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া এবং স্থানীয় জলাশয়গুলির পুনরুজ্জীবন করা এই মিশনের মূল লক্ষ্য।

- **অমৃত ২.০ (AMRUT 2.0 - অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন):** বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পাইপলাইনের লিক বা অপচয় কমিয়ে শহরগুলিকে **'জল-সুরক্ষিত'** করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।
- **জল শক্তি অভিযান (ক্যাচ দ্য রেইন ক্যাম্পেইন):** *"যেখানে বৃষ্টি পড়ে, যখনই বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টির জলকে ধরে রাখুন"*—এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধির একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ।
- **জাতীয় জল মিশন:** জল সংরক্ষণ, অপচয় রোধ এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা ও দক্ষতা **২০% বৃদ্ধি** করার লক্ষ্য নিয়ে এটি কাজ করছে।
- **মডেল গ্রাউন্ডওয়াটার বিল এবং অটল ভূজল যোজনা:** ভূগর্ভস্থ জলের অনিয়ন্ত্রিত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্যগুলিকে একটি আইনি কাঠামো দেওয়া এবং জলসংকটে থাকা এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে জলের বাজেট তৈরি করা।

সমাধানের পথ

এই দীর্ঘস্থায়ী সংকট মোকাবিলা করার জন্য সাময়িক জোড়াতালির ব্যবস্থা ছেড়ে একটি সুনির্দিষ্ট, স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন:

ক. তথ্যের সমতা এবং পাবলিক জবাবদিহিতা

- **জরুরি জল পরিকল্পনা:** পৌরনিগম বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলিকে অবশ্যই অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী জরুরি জল বণ্টন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে হবে।
- **বণ্টনে সমতা:** এই পরিকল্পনাগুলিতে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া বা জলসংকটে থাকা এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সরবরাহ লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকা এলাকাগুলিতে জল পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে (জলের স্থায়িত্বকাল এবং সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট করে)। এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা যাবে এবং ক্ষোভ কমানো সম্ভব হবে।

খ. অপচয় বা লিক বন্ধ করা

- **সময়াবদ্ধ 'লিক সন্ধান':** দূরবর্তী কোনো নতুন উৎস থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাইপলাইন টানার পরিবর্তে, বর্তমানে যে জল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে তার বাস্তব ও ভৌত পরীক্ষা (Physical Audit) করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।
- **উচ্চ-সাশ্রয়ী অপচয় রোধ:** যেসব শহরে সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে প্রায় **৩০% জল নষ্ট বা লিক** হয়ে যায়, সেখানে বেশি অপচয় হওয়া এলাকাগুলি মেরামত করলে কোনো অতিরিক্ত পরিবেশগত ক্ষতি ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে একটি বিশাল নতুন জলের উৎস "তৈরি" করা সম্ভব।

গ. চাহিদাগত ব্যবস্থাপনা এবং বিকেন্দ্রীভূত অডিট

- **প্রাতিষ্ঠানিক জল অডিট:** বড় বড় উপভোক্তা যেমন—সরকারি ভবন, বাণিজ্যিক কেন্দ্র (Commercial Hubs) এবং বড় আবাসন কমপ্লেক্সগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে অবিলম্বে অভ্যন্তরীণ জল অডিট করতে হবে এবং ভেতরের সমস্ত লিক মেরামত করতে হবে।
- **কমিউনিটি-চালিত শাসনব্যবস্থা:** রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (RWAs) এবং স্থানীয় প্রতিবেশীদের নেতৃত্বদানকারী গোষ্ঠীগুলিকে গ্রীষ্মের চরম দিনগুলিতে জল সংরক্ষণের কঠোর নিয়ম তৈরি করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জলের ব্যবহার সীমিত করতে হবে এবং ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে আসা জলের উৎসগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ঘ. সমন্বিত জল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- **দ্বিমুখী নেটওয়ার্ক মেরামত:** জল সরবরাহ পাইপলাইন মেরামতের কাজের সাথে সাথে নর্দমা বা স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক মেরামতের কাজও একসাথে করতে হবে। এর ফলে নর্দমার নোংরা জল বাইরে চুইয়ে পড়া বন্ধ হবে এবং ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

- **ব্যবহৃত জলের শোধন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ:** বিদ্যমান স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STPs) বা বর্জ্য জল শোধনাগারগুলিকে কম খরচে এবং দ্রুত কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করতে হবে—যেমন অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো (Optimized Aeration), আগাছা পরিষ্কার করা (De-weeding) এবং জমে থাকা কাদা পরিষ্কার করা (Desludging)। এই শোধিত বর্জ্য জল নিরাপদে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বাড়াতে এবং পানীয় ব্যতীত অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

কোনো একটি মাত্র জাদুকরী নীতি বা একক সমাধান ভারতের এই নগর জলসংকট দূর করতে পারবে না। আসল সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তনে—**"নতুন জলের সন্ধান করা"**-র পরিবর্তে **"বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলিকে সমতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা"**। সরবরাহের অনিশ্চয়তা, পরিকাঠামোগত অপচয়, বণ্টন বৈষম্য এবং জলের দূষণকে সরাসরি নিশানা করে ভারতের শহরগুলি এই ঋতুভিত্তিক জরুরি সংকটকে একটি স্থিতিস্থাপক ও জল-সুরক্ষিত নগর বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তর করতে পারে।

Q. India's recurring urban water crises are symptoms of deeper governance and planning failures rather than mere seasonal shortages. Examine the causes of urban water scarcity in India and suggest measures to achieve sustainable urban water security. 15 Marks

***

Scan to attempt more questions...

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. বিচার বিভাগীয় ছুটি নিয়ে বিতর্ক এবং বিচারব্যবস্থার অদৃশ্য চাপ

প্রেক্ষাপট

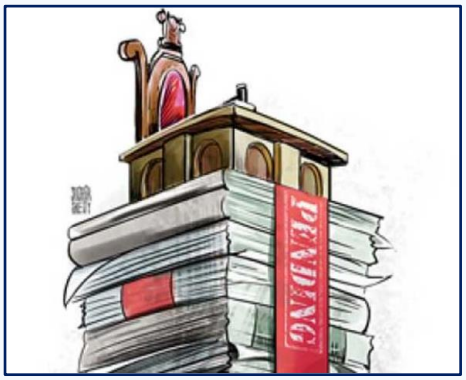

- বিচারবিভাগে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং ক্রমবর্ধমান ঝুলে থাকা মামলার (pendency) উদ্বেগের মধ্যে **বিচার বিভাগীয় ছুটি** নিয়ে বিতর্কটি বারবার সামনে আসে।
- সমালোচকরা মনে করেন আদালতের এই দীর্ঘ ছুটি মামলা জট বৃদ্ধির অন্যতম কারণ; অন্যদিকে সমর্থকদের যুক্তি হলো, বিচারবিভাগের এই বিরতিগুলো আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়, যা বিচারকদের এজলাসের কার্যক্রমের বাইরেও তাদের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম করে তোলে।

বিচার বিভাগীয় ছুটির তাৎপর্য

১. **রায়ের গুণমান এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা**

- বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তগুলো মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, শাসনব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রভাবিত করে, তাই **গভীর চিন্তাভাবনা ও সুচিন্তিত আলোচনা (deliberation)** অপরিহার্য।
- এজলাসে না বসার এই নির্দিষ্ট সময়গুলো বিচারকদের আইনি সূক্ষ্মতা, পূর্ববর্তী রায়ের (precedent) সাথে সামঞ্জস্য এবং **সাংবিধানিক সঙ্গতি** নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

২. **মামলার ক্রমবর্ধমান জটিলতা মোকাবিলা করা**

- সমসাময়িক বিরোধগুলোতে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সাইবার অপরাধ, পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ, সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মতো বিষয়গুলো ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- এই ধরনের মামলাগুলোর জন্য ব্যাপক **গবেষণা (research)** এবং বহুমুখী বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, যা নিয়মিত আদালত চলাকালীন সব সময় সম্ভব হয় না।

৩. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা**

- বিচারকদের অনবরত জনসমীক্ষা, রাজনৈতিক চাপ এবং মিডিয়ার আকর্ষণের মধ্যে থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়।
- বিচার বিভাগীয় বিরতিগুলো স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা এবং **যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের (reasoned decision-making)** জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অবকাশ প্রদান করে।

৪. **বিচারিক দক্ষতা বজায় রাখা এবং মানসিক ক্লান্তি (Burnout) রোধ করা**

- বিচার বিভাগীয় কাজের জন্য নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতা, আইনি ব্যাখ্যা এবং পরস্পরবিরোধী অধিকার ও স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।
- পর্যায়ক্রমিক বিরতি বিচারকদের **মানসিক তীক্ষ্ণতা (mental acuity)** বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা বিচার বিভাগীয় ফলাফলের মান এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা শক্তিশালী করা**

- বিচার বিভাগীয় ছুটিগুলো মূলত ঝুলে থাকা রায় প্রদান, জটিল বিষয়গুলো অধ্যয়ন এবং ভবিষ্যৎ শুনানির প্রস্তুতির সময় হিসেবে কাজ করে।

- এটি **মামলা ব্যবস্থাপনা (case management)** এবং বিচার বিভাগের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

এখানে আপনার দেওয়া অনুচ্ছেদটির উচ্চমানসম্পন্ন, প্রাঞ্জল এবং নির্ভুল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী **'বিশ্লেষণ'** (Analysis) ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোকে **বোল্ড (গাঢ়)** করা হয়েছে:

বিচার বিভাগীয় ছুটির পক্ষে যুক্তি

১. **বিচারিক কাজ এজলাসের কার্যক্রমের বাইরেও বিস্তৃত**

- আদালতের শুনানি হলো বিচার বিভাগীয় কার্যকারিতার কেবল একটি দৃশ্যমান অংশ মাত্র, যেখানে কাজের সিংহভাগই সম্পন্ন হয় **আদালতের কর্মঘণ্টার বাইরে**।
- বিচারকেরা নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা, পূর্ববর্তী রায়ের নজির অনুসন্ধান এবং বিস্তারিত আইনি যুক্তিসমৃদ্ধ **রায়ের খসড়া তৈরিতে (drafting judgments)** প্রচুর সময় ব্যয় করেন।

২. **বিচার বিভাগীয় ছুটিগুলো কাজের সময়, অবকাশ নয়**

- আদালতের এই অবকাশকালীন সময়গুলো মূলত স্থগিত থাকা রায় সম্পন্ন করতে এবং সাংবিধানিক বা আইনিভাবে জটিল বিষয়গুলোর প্রস্তুতির জন্য একটি **নিরবচ্ছিন্ন সময় (uninterrupted time)** প্রদান করে।
- নিয়মিত কার্যদিবসগুলোতে দৈনিক মামলার দীর্ঘ তালিকা (cause lists) থাকার কারণে মনোযোগ দিয়ে রায় লেখা এবং **আইনি গবেষণার (legal research)** সুযোগ খুবই সীমিত থাকে।

৩. **উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানীয় চাহিদা**

- বিচারিক দায়িত্ব পালনের জন্য সংবিধি (statutes), পূর্ববর্তী রায়ের নজির এবং সাংবিধানিক নীতিগুলোর সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকতে হয়।
- এই কাজের সাথে জড়িত তীব্র বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের জন্য আদালতের নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরেও চিন্তাভাবনা ও **গভীর বিশ্লেষণের (analysis)** জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

৪. **বিচার বিভাগীয় সেবার আর্থিক সুযোগ ব্যয় (Financial Opportunity Cost)**

- অনেক বিচারকই বেঞ্চে (বিচারক হিসেবে) যোগ দেওয়ার জন্য তাদের অত্যন্ত লাভজনক আইনি পেশা বা প্র্যাকটিস পরিত্যাগ করেন।
- তাই বিচারকের পদটি কোনো আর্থিক লাভের বিষয় নয়, বরং এটি একটি **জনসেবা এবং সাংবিধানিক কর্তব্য**।

৫. **পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ত্যাগ**

- বিচারিক দায়িত্ব প্রায়শই সন্ধ্যা, সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারি ছুটির দিনগুলোতেও চলমান থাকে।
- বিচারকেরা যখন মামলার ফাইল, গবেষণা এবং রায় লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাদের পরিবারের সদস্যরাও পরোক্ষভাবে এই **কাজের চাপ ভাগ করে নেন**।

বিচার বিভাগীয় ছুটির বিপক্ষে যুক্তি

১. **বিপুল পরিমাণ ঝুলে থাকা মামলা (Massive Judicial Pendency)**

- ভারতের বিভিন্ন আদালতে **৫ কোটিরও বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে**, যার ফলে আদালতের এই দীর্ঘ ছুটি কতটুকু যৌক্তিক তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন।
- মামলার এই দীর্ঘসূত্রতা নাগরিকদের সময়মতো ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এবং **বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা** দুর্বল করে।

২. **আদালতের কার্যদিবস হ্রাস পাওয়া**

- অন্যান্য অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় উচ্চ আদালতগুলো বছরে তুলনামূলকভাবে **কম কার্যদিবস** (sitting days) সচল থাকে।
- সমালোচকদের মতে, আদালতের কার্যদিবস বৃদ্ধি করলে মামলা নিষ্পত্তির হার (disposal rates) উন্নত হবে এবং ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে।

৩. **ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে উদ্বেগ**

- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ এবং বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের মতো জরুরি বিষয়েও বিচারপ্রার্থীদের **দীর্ঘ বিলম্বের** মুখোমুখি হতে হয়।
- আদালতের দীর্ঘমেয়াদী বন্ধ জরুরি শুনানি এবং ন্যায়বিচার প্রদানকে আরও পিছিয়ে দেয়।

৪. **বিলম্বিত বিচারের অর্থনৈতিক ক্ষতি**

- বিচার বিভাগের এই ধীরগতি মামলার খরচ বাড়িয়ে দেয়, বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করে।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং **সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ** (ease of doing business) উন্নত করার জন্য দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি অত্যন্ত জরুরি।

৫. **জনমানসে ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা**

- দীর্ঘ ছুটি সাধারণ মানুষের মনে এমন একটি ধারণা তৈরি করতে পারে যে, আদালত নাগরিকদের সমস্যার জরুরি অবস্থার সাথে বিচ্ছিন্ন।
- একটি গণতন্ত্রে, প্রাতিষ্ঠানিক **বৈধতা** (legitimacy) বজায় রাখার জন্য বিচার ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টান্তমূলক সমীক্ষা (Case Studies)

১. **বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়: বিচারিক কাজের পরিধি**

- সুপ্রিম কোর্টে তাঁর কার্যকালে ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় ৬০০-রও বেশি রায় লিখেছেন এবং ১,২০০-রও বেশি বেঞ্চে বসেছেন।
- এটি প্রমাণ করে যে, এজলাসে উপস্থিত থাকার বাইরেও বিচারকদের **অসাধারণ কাজের চাপ** সামলাতে হয়।

২. **বিচারপতি এইচ. আর. খান্না: বিচার বিভাগের নৈতিক সাহস**

- জরুরি অবস্থার সময় এডিএম জবলপুর (ADM Jabalpur) মামলায় বিচারপতি এইচ. আর. খান্না একমাত্র ভিন্নমত পোষণকারী (dissent) রায়টি দিয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে এর জন্য তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ হারাতে হবে।
- এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে জড়িত **নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং ব্যক্তিগত ত্যাগের** একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

৩. **বিচারপতি রুথ বাডার গিন্সবার্গ: বিচারিক অঙ্গীকারের বৈশ্বিক উদাহরণ**

- রুথ বাডার গিন্সবার্গ গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করা এবং বেঞ্চে সবচেয়ে দ্রুত রায় লেখার রেকর্ড বজায় রাখার জন্য বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত ছিলেন।
- এটি দেখায় যে, বিচারিক শ্রমের এই পরিধি বিশ্বব্যাপীই কেবল আদালতের এজলাসের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

৪. **লর্ড ডেনিং এবং বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার**

- লর্ড ডেনিং এবং ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার অবসর নেওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে বই, বক্তৃতা এবং আইনি বৃত্তির মাধ্যমে **আইনশাস্ত্রে** (jurisprudence) অবদান রেখে গেছেন।

- এটি বিচার বিভাগীয় সেবার সাথে জড়িত আজীবন বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

১. **পর্যায়ক্রমিক ছুটি ব্যবস্থা (যুক্তরাজ্য)**

- আদালতগুলো সারা বছরই সচল থাকে, তবে স্বতন্ত্র বিচারকেরা **পর্যায়ক্রমে বা রোটেশন অনুযায়ী** (leave in rotation) ছুটি নেন।
- এটি বিচারকদের বিশ্রাম ও গবেষণার সময়কে ক্ষুণ্ণ না করেই বিচার বিভাগীয় পরিষেবার **নিরবচ্ছিন্নতা** (continuity) নিশ্চিত করে।

২. **শক্তিশালী জুডিশিয়াল ক্লার্কশিপ সহায়তা (যুক্তরাষ্ট্র)**

- বিচারকদের সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট 'ল ক্লার্ক' এবং আইনি গবেষক থাকেন, যাঁরা প্রাথমিক গবেষণা এবং মামলার **খসড়া বিশ্লেষণ** (case analysis) সম্পন্ন করেন।
- এটি বিচারকদের প্রশাসনিক কাজের চাপ কমায় এবং বিচারিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৩. **উন্নত ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা (সিঙ্গাপুর)**

- ই-ফাইলিং, ডিজিটাল কেস ট্র্যাকিং এবং **স্বয়ংক্রিয় শিডিউলিং ব্যবস্থার** (automated scheduling) ব্যাপক ব্যবহার।
- এটি আদালতের কার্যদক্ষতা বাড়ায় এবং পদ্ধতিগত কাজে অপচয় হওয়া সময় সাশ্রয় করে।

৪. **ভিন্নধর্মী মামলা ব্যবস্থাপনা (অস্ট্রেলিয়া)**

- মামলাগুলোকে তাদের জটিলতা এবং জরুরিতার ভিত্তিতে **শ্রেণীবদ্ধ** (categorized) করা হয়।
- রুটিনমাফিক বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়, অন্যদিকে জটিল মামলাগুলো বিশেষ বিচারিক মনোযোগ পায়।

৫. **ভ্যাকেশন বেঞ্চের মাধ্যমে আদালতের ধারাবাহিকতা রক্ষা**

- বেশ কিছু বিচারব্যবস্থায় ছুটিরালীন সময়েও জরুরি বিষয়গুলো শোনার জন্য **বিশেষ ভ্যাকেশন বেঞ্চ** (Vacation Benches) চালু রাখা হয়।
- এটি বিচারকদের কাজের বিরতি বজায় রাখার পাশাপাশি ন্যায়বিচারের অবিচ্ছিন্ন সুযোগ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. **অধিক সংখ্যক আইনি গবেষক নিয়োগ** (Deployment of More Legal Researchers)

- ল ক্লার্ক, বিচার বিভাগীয় সহকারী এবং গবেষণা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে।
- এটি বিচারকদের প্রশাসনিক এবং প্রাথমিক গবেষণামূলক কাজের পরিবর্তে সরাসরি **বিচারদান বা রায় প্রদানের** (adjudication) দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে।

২. **যৌক্তিক এবং পর্যায়ক্রমিক ছুটি** (Rationalized and Staggered Vacations)

- পুরো আদালতের জন্য একযোগে দীর্ঘ ছুটির পরিবর্তে **পর্যায়ক্রমিক বা রোটেশন ভিত্তিক** (staggered) ছুটি ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।
- এটি বিচারকদের লেখালেখি এবং গবেষণার সময়কে সুরক্ষিত রেখে আদালতের কার্যক্রমের **নিরবচ্ছিন্নতা** (continuous functioning) বজায় রাখবে।

৩. **বিচার বিভাগীয় শূন্যপদ পূরণ** (Filling Judicial Vacancies)

- মামলা জটের একটি অন্যতম প্রধান কারণ কেবল বিচার বিভাগীয় ছুটি নয়, বরং বিচারকদের ঘাটতি।
- সময়মতো বিচারক নিয়োগ মামলা নিষ্পত্তির হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

৪. **প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার** (AI) **ব্যবহার**

- মামলা ব্যবস্থাপনা, নথি পর্যালোচনা এবং সময়সূচী নির্ধারণে **এআই-সহায়ক** (AI-assisted) ব্যবস্থার প্রয়োগ করতে হবে।
- এটি পদ্ধতিগত বিলম্ব হ্রাস করবে এবং বিচার বিভাগের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

৫. **আদালতের অবকাঠামো উন্নয়ন**

- এজলাস বা আদালত কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি, ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা এবং সহায়ক কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- বিচার বিভাগের সকল স্তরে **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা** (institutional capacity) শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

উপসংহার

বিচার বিভাগীয় ছুটি সংক্রান্ত বিতর্কটিকে কেবল "অবকাশ বনাম উৎপাদনশীলতা"—এই সরল দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে দেখা উচিত। বিচারকদের গবেষণা, সুচিন্তিত আলোচনা এবং রায় লেখার জন্য প্রয়োজনীয় নিরবচ্ছিন্ন সময় প্রদানের মাধ্যমে এই ছুটিগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ **প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব** পালন করে। একই সাথে, মামলা জট এবং ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলোও অত্যন্ত যৌক্তিক, যার জন্য দ্রুত **কাঠামোগত সংস্কার** (systemic reforms) প্রয়োজন।

এখানে আপনার দেওয়া অংশটির সঠিক এবং উচ্চমানসম্পন্ন বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। আপনার পছন্দ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো **বোল্ড** করে দেওয়া হয়েছে।

Q. The discourse on judicial holidays often overlooks the invisible intellectual labour involved in adjudication. Critically analyse the necessity of judicial holidays in India while examining the reforms required to improve judicial efficiency and access to justice." 15 Marks

2.1.2. ভাষাগত শালীনতা এবং ত্রি-ভাষা নীতি

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে CBSE স্কুলে Class 9-এর জন্য ত্রি-ভাষা নীতি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন চেয়ে ভারতের **সুপ্রিম কোর্ট** কেন্দ্রীয় সরকার, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-কে নোটিশ জারি করেছে। আবেদনকারীরা সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত উদ্বেগ উল্লেখ করে এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

ভারতে ত্রি-ভাষা নীতির বিবর্তন (Evolution of the Three-Language Policy in India)

- **সাংবিধানিক ভিত্তি** (Article 351): ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি **হিন্দি ভাষার বিকাশ** এবং এর ব্যাপক ব্যবহারকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রের ওপর অর্পণ করে।
- **কোঠারি কমিশন** (1964–66): জাতীয় সংহতি এবং বহুভাষিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য **ত্রি-ভাষা পদ্ধতির** সুপারিশ করেছিল, যা পরবর্তীতে শিক্ষা নীতিকে প্রভাবিত করে।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি, 1968:** স্কুল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে **আঞ্চলিক ভাষার** ওপর জোর দিয়েছিল এবং উচ্চশিক্ষায় সেগুলির ব্যাপক ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছিল।

- **অ্যাকশন প্রোগ্রাম, 1992 (Programme of Action, 1992):** প্রারম্ভিক শৈশব এবং প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায় **মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা** ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিল।
- **শিক্ষা অধিকার আইন, 2009 (Right to Education Act, 2009):** শিক্ষার ফলাফল উন্নত করার জন্য, যেখানেই সম্ভব, স্কুলে **মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষার** সুপারিশ করেছিল।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি, 2020 (NEP 2020):** ভিত্তিমূলক শিক্ষা এবং বহুভাষিকতাকে শক্তিশালী করতে পছন্দানুযায়ী Grade 8 পর্যন্ত ঘরের ভাষা, স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে সওয়াল করে।

সাংবিধানিক ও আইনি উদ্বেগ (Constitutional & Legal Concerns)

- **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা:** ভাষার পছন্দ ব্যক্তিগত পরিচয় এবং **সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির** সাথে জড়িত।
- **স্বায়ত্তশাসন এবং বহুত্ববাদের উদ্বেগ:** বাধ্যতামূলক ভাষা শিক্ষা ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ভারতের **ভাষাগত বৈচিত্র্যকে** দুর্বল করতে পারে।
- **NEP-এর নমনীয়তার প্রতিশ্রুতি:** এই নীতিটি NEP 2020-এর সেই আশ্বাসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় যেখানে বলা হয়েছিল যে **কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে না**।
- **CBSE-র আইনি কর্তৃত্ব:** সংসদীয় সমর্থন ছাড়া CBSE এই ধরনের একটি বড় সংস্কার কার্যকর করতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
- **Article 21A (শিক্ষার অধিকার):** শিক্ষানীতিগুলির উচিত সুলভ এবং **শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা** নিশ্চিত করা।
- **Article 29 (সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকার):** নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা ও **সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের** অধিকার রক্ষা করে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো:** শিক্ষা যেহেতু **যুগ্ম তালিকার (Concurrent List)** অন্তর্ভুক্ত; তাই ভাষা নীতিতে রাজ্যগুলির অংশীদারিত্ব রয়েছে।

নীতির পক্ষে যুক্তি (Arguments in Favour of the Policy)

- **বহুভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে:** শিক্ষার্থীদের একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও সংস্কৃতির মধ্যে **যোগাযোগের উন্নতি** ঘটায়। এটি একটি বৈচিত্র্যময় সমাজে ভাষাগত অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
- **জ্ঞানীয় দক্ষতা (Cognitive Skills) বাড়ায়:** একাধিক ভাষা শেখা স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা এবং **সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে** শক্তিশালী করে। এটি মানসিক নমনীয়তা এবং শেখার ক্ষমতাও উন্নত করে।
- **ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করে:** শিক্ষার্থীদের ভারতের বহুভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করে। এটি **আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে রক্ষা করতে** সাহায্য করে এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করে।
- **জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করে:** বিভিন্ন ভাষাগত পটভূমি এবং অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে। এটি **বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য** এবং সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করে।
- **বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা বাড়ায়:** বহুভাষিক দক্ষতা একটি আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে **কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগের** উন্নতি ঘটায়। এগুলি শিক্ষা, ব্যবসা এবং কূটনীতিতে অভিযোজনযোগ্যতাও বৃদ্ধি করে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ, সমালোচনা এবং বৃহত্তর সমস্যাসমূহ (Key Challenges, Criticisms & Broader Issues)

- **প্রশাসনিক এবং পরিকাঠামোমূলক ঘাটতি:** শিক্ষকের অভাব, পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি এবং স্কুলের **অসম প্রস্তুতি** কার্যকর বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

- **অতিরিক্ত একাডেমিক বোঝা:** অতিরিক্ত ভাষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থীদের ওপর **মানসিক চাপ বাড়িয়ে** দিতে পারে এবং শেখার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ভাষাগত সংবেদনশীলতা:** ভাষার রাজনীতি এবং জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার অনুভূতি **কেন্দ্র-রাজ্য উত্তেজনা** এবং আঞ্চলিক প্রতিরোধের জন্ম দিতে পারে।
- **চাপিয়ে দেওয়া এবং অতি-কেন্দ্রীয়করণের উদ্বেগ:** বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন পছন্দকে সীমিত করতে পারে এবং শিক্ষায় **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনকে** ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
- **নীতির অসঙ্গতি এবং রাজনীতিকরণ:** আকস্মিক নীতি পরিবর্তন বিশ্বাস হ্রাস করার ঝুঁকি তৈরি করে এবং শিক্ষাকে একটি **সাংস্কৃতিক যুদ্ধক্ষেত্রে** পরিণত করতে পারে।

ভাষা শিক্ষায় বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন (Global Best Practices in Language Education)

- **নমনীয় বহুভাষিক মডেল (কানাডা/সুইজারল্যান্ড):** ভাষা শিক্ষা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সাথে জাতীয় সংহতির ভারসাম্য বজায় রাখে, যা প্রদেশ/ক্যান্টনগুলিকে ভাষার পছন্দে **নমনীয়তার সুযোগ** দেয় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করে।
- **মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (ফিনল্যান্ড/সিঙ্গাপুর):** প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শেখানো হয় যাতে **শিক্ষার ফলাফল, সাংস্কৃতিক পরিচয়** এবং জ্ঞানীয় বিকাশ উন্নত হয়।
- **পর্যায়ক্রমিক এবং পরামর্শমূলক বাস্তবায়ন (ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি):** একাডেমিক বোঝা এবং প্রতিরোধ এড়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, পাঠ্যক্রমের প্রস্তুতি এবং **অংশীজনদের (stakeholder) সাথে আলোচনার** মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাষা সংস্কার চালু করা হয়।

করণীয় পদক্ষেপ (Way Forward)

- **নমনীয় বাস্তবায়ন এবং পছন্দ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি:** রাজ্য এবং স্কুলগুলির ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে **প্রাসঙ্গিক নমনীয়তা** থাকা উচিত, যেখানে কোনো কঠোর ফর্মুলার পরিবর্তে ভারতীয়, ধ্রুপদী এবং বিদেশী ভাষার একটি বৃহত্তর বিকল্প তালিকা (basket) দেওয়া উচিত। এটি ভাষাগত বৈচিত্র্য, স্থানীয় বাস্তবতা এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দকে সম্মান জানাবে।
- **কোনো জোরপূর্বক প্রয়োগ নয় এবং স্বেচ্ছায় বহুভাষিকতা:** নীতিটি বাধ্যবাধকতার চেয়ে বরং পছন্দের মাধ্যমে ভাষা শেখার সুযোগকে উৎসাহিত করে **NEP 2020-এর মূল ভাবনার** সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বহুভাষিকতাকে একটি শিক্ষাগত সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত, কোনো চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতা হিসেবে নয়।
- **বাস্তবায়নের জন্য 3C ফ্রেমওয়ার্ক (Consensus–Choice–Capacity):** সংস্কারগুলি গড়ে তুলতে হবে: ইন্টার-স্টেট কাউন্সিল (Article 263) বা CABE-র মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে **ঐকমত্য (Consensus)**, নমনীয় ভাষা বিকল্পের মাধ্যমে **পছন্দ (Choice)**, এবং নীতি কার্যকর করার আগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির মাধ্যমে **ক্ষমতা (Capacity)** বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে।
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি সহ পর্যায়ক্রমিক সূচনা: পর্যাপ্ত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক এবং ডিজিটাল শিক্ষার সংস্থান নিশ্চিত করার পর বাস্তবায়ন **ধীরে ধীরে** করা উচিত। একটি সুপরিকল্পিত পরিবর্তন বিশৃঙ্খলা কমাতে পারে এবং নীতির কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।
- **অংশীজনদের সাথে পরামর্শ এবং সহযোগিতামূলক শাসন (Cooperative Federalism):** বিশ্বাস গড়ে তুলতে এবং কেন্দ্র-রাজ্য উত্তেজনা কমাতে অভিভাবক, শিক্ষক, রাজ্য এবং ভাষাগত বিশেষজ্ঞদের **নীতি প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত** করা উচিত। ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন এর বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

- **নমনীয় শিক্ষণপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝা কমানো:** নমনীয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা, সহজ পাঠ্যক্রমিক একীকরণ এবং কার্যক্রম-ভিত্তিক ভাষা শিক্ষা অতিরিক্ত শিক্ষাগত চাপ প্রতিরোধ করবে। ভাষা শিক্ষাকে **শিক্ষার ফলাফলকে সমর্থন** করতে হবে, শিক্ষার্থীদের ওপর বোঝা চাপাতে নয়।
- **ডিজিটাল এবং AI-চালিত বহুভাষিকতা: ভাষিণী (Bhashini)** এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মতো সরঞ্জামগুলি রিয়েল-টাইম অনুবাদ, ভাষা শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণকে সহজ করতে পারে। প্রযুক্তি-চালিত বহুভাষিকতা ভাষা শিক্ষাকে একটি প্রশাসনিক বোঝার পরিবর্তে একটি সহজলভ্য এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত দক্ষতায় রূপান্তরিত করতে পারে।

উপসংহার

ভারতের ভাষা নীতিকে অবশ্যই সাংবিধানিক স্বাধীনতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবেদনশীলতা এবং শিক্ষাগত ব্যবহারিকতার সাথে বহুভাষিক আকাঙ্ক্ষার **ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে**। একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাগত চাপ সৃষ্টির পরিবর্তে নমনীয়, পরামর্শমূলক এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যদি অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে নকশা করা হয়, তবে বহুভাষিক শিক্ষা **জাতীয় সংহতি, জ্ঞানীয় বৃদ্ধি** এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি বৈচিত্র্যময় এবং জ্ঞান-চালিত ভারতের জন্য ভাষাগতভাবে ক্ষমতায়নপ্রাপ্ত নাগরিক গড়ে তোলা।

Q. "Language policy in education should promote inclusion rather than imposition." Discuss in the context of the three-language formula under the National Education Policy. 15 Marks

2.1.3. এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ – সুশীল সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ

প্রেক্ষাপট

- বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করতে ২০২৬ সালের ২৫শে মার্চ লোকসভায় **এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬** [FCRA (Amendment) Bill, 2026] উত্থাপন করা হয়।
- বিলটি ২০২০ সালের এফসিআরএ সংশোধনী আইন দ্বারা সৃষ্ট কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোকে আরও সম্প্রসারিত করে। সমালোচকদের মতে, প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনগুলো সাধারণ নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর **কার্যনির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ** (executive control) বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলবে।

ভূমিকা

- **বৈদেশিক অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন বা এফসিআরএ (FCRA)** মূলত এনজিও (NGOs), দাতব্য ট্রাস্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোর দ্বারা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ ও তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে।
- এর ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলো হলো—বৈদেশিক অর্থায়নে **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা** নিশ্চিত করা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা।
- ২০২৬ সালের এই সংশোধনীটি সরকারি নজরদারি সম্প্রসারণের লক্ষ্য রাখলেও, তা সুশীল সমাজের স্বায়ত্তশাসন (autonomy), **সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার** এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

বিলের প্রধান প্রধান বিধানসমূহ

১. **অধ্যায় III-A (Chapter IIIA) এর প্রবর্তন**

- বিলটিতে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে, যা এমন সব সংস্থার **সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের** (management and vesting of assets) বিষয়ে নির্দেশ দেয় যাদের এফসিআরএ (FCRA) নিবন্ধন বাতিল হয়ে গেছে।

- এটি একটি আইনি কাঠামো তৈরি করে যার মাধ্যমে সরকার একজন **অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বা ডেজিগনেটেড অথরিটির (Designated Authority)** মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থায়নে গড়ে ওঠা সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারবে।

২. **নিবন্ধনের স্বয়ংক্রিয় অবসান (Section 14B)**

- যদি কোনো সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন প্রত্যাখ্যাত বা বিলম্বিত হয়, অথবা সংস্থাটি নিজে থেকে তা সমর্পণ (surrender) করে, কিংবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে ব্যর্থ হয়—তবে তার এফসিআরএ নিবন্ধন **স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান (Automatic Cessation)** ঘটবে।
- এর ফলে কোনো গুরুতর অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই কেবল **প্রক্রিয়াগত বা প্রশাসনিক ত্রুটির (procedural issues)** কারণেও সংস্থাগুলো তাদের আইনি মর্যাদা হারাতে পারে।

৩. **সম্পদের সাময়িক হস্তান্তর বা অধিগ্রহণ (Section 16A)**

- নিবন্ধন বাতিল, সমর্পণ বা অবসান হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক অনুদান এবং তার দ্বারা অর্জিত সমস্ত সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের (Designated Authority) অধীনে চলে যাবে বা **সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত (provisional vesting)** হবে।
- এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি কোনো পূর্ববর্তী **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (judicial review)** ছাড়াই ঘটবে, যা সংস্থার সম্পদের ওপর কার্যনির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণকে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করে।

৪. **অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের ব্যাপক ক্ষমতা**

- অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পদ নিজের দখলে নিতে পারে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে, আর্থিক বিষয়াদি তদারকি করতে পারে এবং সামগ্রিক কার্যকলাপে নজরদারি চালাতে পারে।
- জনস্বার্থের অজুহাতে এটি সম্পদ স্থানান্তর, পরিচালনা বা বিক্রি করারও অধিকার রাখে, যা একে ব্যাপক **বিচক্ষণামূলক ক্ষমতা (discretionary powers)** প্রদান করে।

৫. **সম্পদের স্থায়ী হস্তান্তর**

- যদি কোনো সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার নিবন্ধন পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, তবে সাময়িক এই অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর প্রক্রিয়াই **স্থায়ী রূপ (permanent vesting)** নেবে।
- এরপর সরকার সেই সম্পদ স্থানান্তর বা বিক্রি করে দিতে পারে এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ **ভারতের সঞ্চিত তহবিলে (Consolidated Fund of India)** জমা হবে।

৬. **সাময়িক স্থগিতাদেশের সময় বিধিনিষেধ**

- যেসব সংস্থার এফসিআরএ নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত (suspended) থাকবে, তারা সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া তাদের নিজস্ব সম্পদ পরিচালনা বা ব্যবহার করতে পারবে না।
- এটি সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সাধারণ মানুষের জন্য পরিচালিত **কল্যাণমূলক ও দাতব্য পরিষেবাগুলোকে** মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে।

৭. **প্রয়োগ ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ**

- সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কোনো তদন্ত শুরু করার আগে রাজ্য স্তরের এজেন্সিগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে **কেন্দ্র সরকারের আগাম অনুমোদন** নিতে হবে।
- এটি এফসিআরএ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে এবং রাজ্য স্তরের কর্তৃপক্ষগুলোর স্বায়ত্তশাসন হ্রাস করে।

৮. **কর্মকর্তাদের বর্ধিত দায়বদ্ধতা**

- বিলটি কোনো সংস্থার পদাধিকারী এবং প্রধান কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার পরিধি আরও প্রসারিত করেছে।
- আইনি অনুপালন বা নিয়ম মানার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কিংবা নিয়ম লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আরও বেশি **ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও আইনি পরিণতির (personal responsibility and legal consequences)** মুখোমুখি হতে পারেন।

৯. **বিদ্যমান সম্পদ নিষ্পত্তির ধারা বিলোপ**

- বিলটি পূর্ববর্তী আইনের ২২ নম্বর ধারাটি (Section 22) বাতিল করে, যা আগে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর সংস্থাগুলোর সম্পদ নিষ্পত্তির বিষয়টি পরিচালনা করত।
- এর পরিবর্তে এখন থেকে সম্পদ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় III-A এর অধীনে নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা এই ধরনের সম্পদের ওপর **কার্যনির্বাহী বিভাগকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ** দেবে।

বিলের প্রভাব

১. **সুশীল সমাজ বা নাগরিক সংগঠনগুলোর ওপর**

- এনজিওগুলোকে আরও কঠোর আইনি অনুপালনের শর্ত পূরণ করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের **নিয়মিত ও গভীর নজরদারির (greater scrutiny)** মুখোমুখি হতে হবে।
- সাময়িক স্থগিতাদেশ, বাতিলকরণ এবং সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার বর্ধিত ঝুঁকি তাদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে সংকুচিত করতে পারে।

২. **কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে**

- বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো **পরিচালনগত অচলাবস্থার (operational disruptions)** সম্মুখীন হতে পারে।
- এর ফলে উপভোক্তারা, বিশেষ করে **অসহায় ও প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো (vulnerable communities)**, অপরিহার্য সামাজিক পরিষেবাগুলো থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

৩. **সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর**

- সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং দাতব্য ট্রাস্টগুলো নিবন্ধন-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতি আরও **সংবেদনশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable)** হয়ে উঠতে পারে।
- নিবন্ধন নবায়নে বিলম্ব বা বাতিলের সিদ্ধান্তটি এমন সব প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে পারে যারা কয়েক দশক ধরে সমাজের সেবা করে আসছে।

৪. **দাতা সংস্থার আস্থার ওপর**

- বিদেশি দাতা সংস্থা বা ব্যক্তিরা অনুদান দিতে দ্বিধাবোধ করতে পারেন যদি তারা দেখেন যে তাঁদের দেওয়া তহবিল এবং সম্পদ সরকারি নিয়ন্ত্রণের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
- দাতা সংস্থার আস্থা কমে গেলে তা উন্নয়নমূলক এবং **মানবিক কার্যকলাপে (humanitarian activities)** বৈদেশিক অর্থায়নের প্রবাহকে হ্রাস করতে পারে।

৫. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ওপর**

- বর্ধিত নিয়ন্ত্রণমূলক কড়াকড়ি সংগঠনগুলোকে অধিকার রক্ষা বা সমর্থনমূলক প্রচার (advocacy) এবং জনস্বার্থমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

- এর ফলে তৈরি হওয়া ভীতি বা **স্থবিরতার পরিবেশ** (chilling effect) নাগরিক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

৬. **কর্মসংস্থান এবং অর্থনীতির ওপর**

- এনজিও খাতটি, যা দেশে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ তৈরি করে, তা বড় ধরনের **আর্থিক অস্থিতিশীলতার** (financial instability) মুখে পড়তে পারে।
- এই খাতের কার্যক্রম ও অর্থায়ন সংকুচিত হলে তা গ্রামীণ মানুষের জীবিকা এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

করণীয় পদক্ষেপ

১. **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা**

- নিবন্ধন বাতিল এবং সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য একটি **আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা** (quasi-judicial body) গঠন করা উচিত।
- একটি স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা কার্যনির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত বিচক্ষণামূলক ক্ষমতা হ্রাস করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা জোরদার করবে।

২. **সঠিক আইনি প্রক্রিয়ার সুরক্ষাকবচ শক্তিশালী করা**

- যেকোনো শাস্তিমূলক বা প্রতিকূল পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সংস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে **শুনানি** (mandatory hearings) এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।
- কার্যপ্রণালীগত ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে কেবল বিচারবিভাগীয় বা স্বাধীন পর্যালোচনার পরেই সম্পদ অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত।

৩. **"জনস্বার্থ" শব্দটিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা**

- "জনস্বার্থ"-এর মতো অস্পষ্ট শব্দবন্ধগুলোকে আইনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।
- সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যার সুযোগ কমাবে এবং **আইনি নিশ্চয়তা** (legal certainty) প্রদান করবে।

৪. **নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা**

- নিবন্ধন, নবায়ন, স্থগিতাদেশ এবং অনুমোদনের সিদ্ধান্তের জন্য সংবিধিবদ্ধ বা **নির্দিষ্ট সময়সীমা** (statutory deadlines) নির্ধারণ করা উচিত।
- সময়াবদ্ধ কার্যপ্রণালী অনিশ্চয়তা কমাবে এবং প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে সংগঠনগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোধ করবে।

৫. **আনুপাতিক শাস্তি বা জরিমানা নীতি গ্রহণ করা**

- সামান্য কার্যপ্রণালীগত বা প্রযুক্তিগত ভুলের জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশোধনীমূলক পদক্ষেপের সুযোগ দেওয়া উচিত।
- শাস্তির মাত্রা সবসময় নিয়ম লঙ্ঘনের প্রকৃতি এবং **গুরুত্বের অনুপাতে** (proportionate) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. **অপরিহার্য সেবাসমূহ রক্ষা করা**

- আইনি বা নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া চলাকালীন স্কুল, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।
- এটি নিশ্চিত করবে যে, কোনো সংস্থার আইনি অনুপালন সংক্রান্ত বিবাদের কারণে যেন **অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী** (vulnerable communities) কষ্ট না পায়।

৭. **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা**

- দেশের বৈধ নিরাপত্তা স্বার্থের কথা মাথায় রেখে, সরকার কর্তৃক নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণগুলো প্রকাশ্যে আনা উচিত।
- বৃহত্তর স্বচ্ছতা পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহিতা এবং সংগঠনগুলোর **আইনি প্রতিকার (legal remedies)** পাওয়ার ক্ষমতাকে উন্নত করবে।

উপসংহার

ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামোকে একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা এবং অন্যদিকে **সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও সুশীল সমাজের স্বায়ত্তশাসনের** মধ্যে একটি সতর্ক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে; যা নিশ্চিত করবে যে জবাবদিহিতা যেন গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে শ্বাসরোধ করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

Q. *Civil society organisations play a critical role in governance and service delivery. Evaluate how the FCRA (Amendment) Bill, 2026 may affect their functioning. 15 Marks*

2.1.4. সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার একটি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ জনে উন্নীত করেছে।
- এই অধ্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে পাঁচজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে তিনজন এমন পদে আসীন হয়েছেন যা শুধুমাত্র এই অধ্যাদেশের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।
- এই ঘটনাটি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, পদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তা (security of tenure) এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের সাথে বিচারবিভাগের সম্পর্ক নিয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

ভূমিকা

- বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের 'বেসিক স্ট্রাকচার' বা মূল কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Powers) বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।
- যদিও সংবিধান অধ্যাদেশকে আইনের সমকক্ষ মর্যাদা ও কার্যকারিতা প্রদানের অনুমতি দেয়, তবুও অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদের বিপরীতে বিচারপতি নিয়োগের এই প্রক্রিয়াটি বিচারবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে এর দৃশ্যমান দূরত্বের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

বিষয়টি কেন বিতর্কিত হয়ে উঠেছে?

এই বিতর্কটি নিযুক্ত বিচারপতিদের যোগ্যতা বা মেধা নিয়ে নয়, বরং যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অতিরিক্ত পদগুলো তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে।

১. **অধ্যাদেশ-সৃষ্ট বিচারবিভাগীয় পদ**

- রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (Article 123) অধীনে একটি অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ করেছেন।
- নবনিযুক্ত বিচারপতিদের মধ্যে তিনজন এমন পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, যা কেবল এই অধ্যাদেশের কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে।

- সংসদের বিধিবদ্ধ আইনের (Parliamentary statute) বিপরীতে একটি অধ্যাদেশ প্রকৃতিগতভাবে সাময়িক এবং সংসদ দ্বারা অনুমোদিত না হলে এটি বাতিল বা নিষ্ক্রিয় (lapse) হয়ে যেতে পারে।

২. **সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক অনুচ্ছেদসমূহ**

- **১২৪(১) অনুচ্ছেদ (Article 124(1)):** এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা সংসদ কর্তৃক আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- **১২৩ অনুচ্ছেদ (Article 123):** সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করে।

৩. **মূল কাঠামো তত্ত্ব**

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ হিসেবে স্বীকৃত। ফলস্বরূপ, যে কোনো পদক্ষেপ যা প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করার সম্ভাবনা রাখে, তা স্বভাবতই সাংবিধানিক পর্যালোচনার (Constitutional Scrutiny) আওতায় আসে।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত উদ্বেগসমূহ

১. **পদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ**

- অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদগুলোর স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা **সংসদের অনুমোদনের (parliamentary approval)** ওপর নির্ভর করে।
- যদি অধ্যাদেশটি বাতিল বা নিষ্ক্রিয় (lapses) হয়ে যায়, তবে ওই পদগুলোর আইনি বৈধতা বা **সাংবিধানিক মর্যাদা (legal status)** নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাগত উদ্বেগ**

- যে কার্যনির্বাহী বিভাগ (Executive) এই পদগুলো সৃষ্টি করেছে, তারা ভবিষ্যতেও বিভিন্ন মামলায় এই একই বিচারপতিদের আদালতে **প্রধান পক্ষ (litigant)** হিসেবে উপস্থিত হতে পারে।
- এটি জনসাধারণের মনে এমন একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে, বিচারপতিরা এমন পদে আসীন রয়েছেন যা কার্যনির্বাহী বিভাগের **সদিচ্ছা বা অনুগ্রহের (executive goodwill)** ওপর নির্ভরশীল।

৩. **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সংক্রান্ত উদ্বেগ**

- এর ফলে বিচারবিভাগকে স্থায়ী আইনসভার অনুমোদনের (permanent legislative sanction) পরিবর্তে কার্যনির্বাহী বিভাগের **সাময়িক পদক্ষেপের (temporary executive action)** ওপর নির্ভরশীল বলে মনে হতে পারে।

বিষয়টি কেন পূর্ববর্তী বিচারবিভাগীয় রায়ের পরিপন্থী বলে মনে হচ্ছে?

১. **এনজেএসি (NJAC) রায় (২০১৫)**

সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০১৫) মামলায়:

- সুপ্রিম কোর্ট **জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (NJAC)** আইনটি বাতিল করে দেয়।
- আদালত রায়ে জানিয়েছিল যে, বিচারবিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে **বিচারবিভাগের প্রাধান্য (judicial primacy)** অপরিহার্য।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কার্যনির্বাহী বিভাগের **সীমিত প্রভাবকেও (limited executive influence)** বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পরিপন্থী ও সমস্যামূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

২. **ডি. সি. ওয়াধওয়া মামলা (১৯৮৬) (D.C. Wadhwa Case)**

- সুপ্রিম কোর্ট বারবার অধ্যাদেশ জারির প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছিল।
- আদালত অধ্যাদেশের এই পুনঃপ্রবর্তনকে (re-promulgation) **"সংবিধানের সাথে প্রতারণা" (fraud on the Constitution)** বলে আখ্যায়িত করেছিল।

৩. **কৃষ্ণ কুমার সিং মামলা (২০১৭) (Krishna Kumar Singh Case)**

- আদালত রায় দিয়েছিল যে, অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা কোনোভাবেই আইন প্রণয়নের **বিকল্প আইনি পথ (alternative legislative route)** হতে পারে না।

অধ্যাদেশের পক্ষে যুক্তি

১. **মামলার জট নিরসন:** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকা **মামলার জট (case backlogs)** কমাতে এবং বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

২. **সাংবিধানিক বৈধতা:** সংবিধানের **১২৩ অনুচ্ছেদ (Article 123)** রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করে, যা কার্যকর থাকাকালীন সংসদের আইনের মতোই **সমমর্যাদা ও সমকার্যকারিতা (same force and effect)** ভোগ করে।

৩. **প্রশাসনিক বিলম্ব রোধ:** জরুরি ভিত্তিতে এই নিয়োগগুলো নিশ্চিত করে যে, দীর্ঘমেয়াদী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে বিচারবিভাগের **গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদগুলো (critical judicial vacancies)** যেন অপূর্ণ থেকে না যায়।

৪. **বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা:** এই অতিরিক্ত পদগুলো সুপ্রিম কোর্টের ক্রমবর্ধমান কার্যভার (workload) এবং সাংবিধানিক ও **জনস্বার্থ মামলার (public interest litigation)** ক্রমবর্ধমান জটিলতা মোকাবিলায় সাড়া দেয়।

৫. **বাস্তবসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব-নিকাশ:** সুপ্রিম কোর্ট কোলেজিয়াম (Collegium) সম্ভবত এটি ধরে নিয়েছিল যে, সংসদ শীঘ্রই আইনের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশটিকে **নিয়মিত বা স্থায়ী (regularise)** রূপ দেবে এবং আসন্ন অবসরগ্রহণের (retirements) ফলে শূন্য হওয়া পদগুলো এই অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদের বিপরীতে নিযুক্ত বিচারপতিদের দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে; যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী কোনো **আইনি অনিশ্চয়তা (legal uncertainty)** তৈরি হবে না।

করণীয় পদক্ষেপ

১. **একটি স্থায়ী আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা:** বর্ধিত বিচারবিভাগীয় পদের সংখ্যাকে একটি স্থিতিশীল আইনি ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সংসদের উচিত অবিলম্বে অধ্যাদেশটিকে একটি নিয়মিত আইনে রূপান্তরিত করা। এটি অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদের বিপরীতে নিযুক্ত বিচারপতিদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত আইনি অনিশ্চয়তা দূর করবে।

২. **নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা:** প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরশীলতার যেকোনো রূপ আভাস বা ধারণা এড়াতে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কার্যনির্বাহী বিভাগের সাময়িক পদক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। এটি বিচারবিভাগের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি জনমানসে আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে।

৩. **স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা:** বিচারক নিয়োগ এবং আদালত প্রশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোতে বৃহত্তর স্বচ্ছতা বজায় রাখলে তা প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। সুস্পষ্ট এবং পূর্বানুমানযোগ্য (predictable) কার্যপ্রণালী বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সাহায্য করে।

৪. **দীর্ঘমেয়াদী বিচারবিভাগীয় মানবসম্পদ নীতি গড়ে তোলা:** ভারতের বিচার ব্যবস্থার সকল স্তরে কাজের চাপ, শূন্যপদ এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার একটি ব্যাপক ও সুসংহত মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কোনো রকম সাময়িক বা তদ্বিরমূলক (ad hoc) পদক্ষেপ ছাড়াই সময়মতো বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।

৫. **সাংবিধানিক নীতির সাথে বিচারবিভাগীয় দক্ষতার ভারসাম্য রক্ষা করা:** মামলার জট কমানো এবং বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির যেকোনো প্রচেষ্টা যেন অবশ্যই বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং পদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তার (security of tenure) সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। প্রশাসনিক দক্ষতা সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচগুলোকে ক্ষুণ্ণ না করে, বরং তার পরিপূরক হওয়া উচিত।

উপসংহার

এই বিতর্কটি নিযুক্ত বিচারপতিদের যোগ্যতা বা দক্ষতা নিয়ে নয়, বরং তাঁদের নিয়োগের নেপথ্যে থাকা সাংবিধানিক নীতিগুলো নিয়ে। বিচারবিভাগের স্বাধীনতার জন্য কেবল কার্যনির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং বাহ্যিক বা দৃশ্যমানভাবেও সেই স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক। আগামী দিনে, প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা—উভয়কেই অক্ষুণ্ণ রেখে সাংবিধানিকভাবে স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।

Q. Judicial independence is not merely about freedom from executive interference but also about maintaining the appearance of institutional autonomy. Examine in the context of the recent debate over Supreme Court judges appointed against Ordinance-created posts. 15 Marks

2.1.5. উচ্চশিক্ষায় ফেডারেলিজম বা রাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমঝোতা

প্রেক্ষাপট

- **উচ্চশিক্ষা** একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যেখানে ভারতীয় ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল রূপটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। নিয়মকানুনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, ভাষা নীতি, পাঠ্যক্রমের নকশা, অর্থায়ন এবং ডিজিটাল শিক্ষার মতো বিষয়গুলি উচ্চশিক্ষাকে কেবল একটি শিক্ষাগত বিষয় হিসেবেই রাখেনি, বরং এটিকে একটি **সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে** পরিণত করেছে।
- এর ফলে, উচ্চশিক্ষা যেভাবে শাসিত হচ্ছে তা এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কীভাবে ক্ষমতা ভাগ করা উচিত তা নিয়ে বৃহত্তর বিতর্ককে প্রতিফলিত করে।

শিক্ষার সাংবিধানিক ম্যাট্রিক্স বা কাঠামো (The Constitutional Matrix of Education)

ভারতে শিক্ষার শাসন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সাংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ:

- **৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৭৬:** এর মাধ্যমে 'শিক্ষা'-কে রাজ্য তালিকা (তালিকা II) থেকে **যুগ্ম তালিকায় (তালিকা III)** স্থানান্তরিত করা হয়। এটি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় আইনসভাকেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, যেখানে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পায় (**অনুচ্ছেদ ২৫৪**)।
- **কেন্দ্রীয় তালিকার এন্ট্রি বা ভুক্তি:** কেন্দ্র উচ্চশিক্ষার ওপর তার বাস্তব নিয়ন্ত্রণ লাভ করে কেন্দ্রীয় তালিকার (তালিকা I) **এন্ট্রি ৬৬** থেকে, যা কেন্দ্রকে "উচ্চশিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণ এবং সমন্বয়ের" ম্যান্ডেট বা কর্তৃত্ব প্রদান করে।

ভারতে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Higher Education in India)

- **মানব পুঁজি উন্নয়ন (Human Capital Development):** উচ্চশিক্ষা ভারতের যুবসমাজকে উন্নত দক্ষতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে, যা উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

- **সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি:** AISHE-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১-২২ সালে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা **৪.৩৩ কোটিতে** পৌঁছেছে, যা শিক্ষাগত এবং পেশাগত সুযোগের ক্রমবর্ধমান বিস্তারকে প্রতিফলিত করে।
- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি প্রবর্ধন (Promoting Social Inclusion):** তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (OBC) এবং মহিলা শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উচ্চশিক্ষাকে সামাজিক গতিশীলতার (Social mobility) একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করে তুলেছে।
- **গবেষণা এবং উদ্ভাবন শক্তিশালীকরণ:** AISHE-এর তথ্য অনুসারে, ২০১৪-১৫ সালের পর থেকে পিএইচডি (Ph.D.) ভর্তির হার **৮১%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে**, যা ভারতের গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে সহায়তা করছে।
- **বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ভারতে উচ্চশিক্ষায় **গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER)** বা মোট ভর্তির অনুপাত **২৮.৪%**-এ পৌঁছেছে, যেখানে NEP 2020-এর লক্ষ্য হলো ২০৩৫ সালের মধ্যে এটিকে **৫০%**-এ নিয়ে যাওয়া, যাতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরদার করা যায়।

ভারতে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জসমূহ (Key Challenges to Quality Higher Education in India)

1. **নিয়ন্ত্রক ওভারহল বা আমূল পরিবর্তন এবং আইনগত পুনর্গঠন**
   - **ঐতিহ্য প্রতিস্থাপন:** প্রস্তাবিত **বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল**-এর মতো আইনি কাঠামোগুলির লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর মতো বিদ্যমান সংস্থাগুলিকে প্রতিস্থাপন করে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক কাঠামো পুনর্গঠন করা।
   - **রাজ্যগুলির আশঙ্কা:** রাজ্যগুলি এই কেন্দ্রীয় সংবিধিবদ্ধ কাঠামোগুলিকে তাদের আইন প্রণয়নের স্বায়ত্তশাসনের এক ধরণের ক্রমক্ষয় এবং একটি সমজাতীয় বা এককেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে।
   - **উপাচার্য (VC) নিয়োগের বিরোধ:** উপাচার্য (Vice-Chancellor) নিয়োগ এবং চ্যান্সেলর বা আচার্য হিসেবে রাজ্যপালদের ক্ষমতা নিয়ে প্রায়শই বিরোধ দেখা দেয়, যা তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে তীব্র দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে।
2. **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020**
   - **ভাষা চাপিয়ে দেওয়া:** জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020-এর মধ্যে থাকা কিছু সুপারিশ—যেমন **ত্রিল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা বা ত্রি-ভাষা সূত্র**—প্রায়শই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় ভাষার নির্দেশিকাকে আঞ্চলিক পরিচয় এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে।
3. **আর্থিক কেন্দ্রীয়করণ (Financial Centralisation)**
   - **সংস্কার-সংযুক্ত অর্থায়ন:** রাজ্যগুলি উচ্চশিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল কেবল তখনই পায়, যদি তারা কেন্দ্র সরকারের সুপারিশ করা সংস্কারগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে।
   - **কেন্দ্রীয় উদ্যোগসমূহ: ইনস্টিটিউশনস অফ এমিনেন্স (IoE)** এবং **অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ANRF)**-এর মতো উদ্যোগগুলির মাধ্যমে অর্থায়ন এবং গবেষণা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর কেন্দ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
4. **ডিজিটাল শাসন এবং কাঠামোগত সমজাতীয়করণ**
   - **প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার: একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিটস (ABC)** এবং ইউনিফাইড বা একীভূত ডিজিটাল ট্র্যাকিং কাঠামোর মতো বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থীদের ডেটা এবং একাডেমিক গতিশীলতার প্রোটোকলকে কেন্দ্রীয়করণ করে।
   - যদিও এই প্ল্যাটফর্মগুলি দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা উন্নত করে, তবুও এগুলি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় নজরদারি বা তদারকি বাড়িয়ে তোলে।

5. **অ্যাক্সেস বা সুযোগের অসমতা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য**

- **বিশ্ববিদ্যালয় ঘনত্ব (প্রতি ১ লক্ষ যোগ্য শিক্ষার্থীর ভিত্তিতে):** এটি সিকিমে সবচেয়ে বেশি (১০.৩), অরুণাচল প্রদেশে (৫.৬), লাদাখে (৫.২) ইত্যাদি।
- বিহারে (০.২), উত্তরপ্রদেশে (০.৩), পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে (০.৬) এই ঘনত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক নিচে।
- **অসম সুযোগ:** মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিভিন্ন অঞ্চল এবং আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অত্যন্ত অসমান রয়ে গেছে, যা অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সুযোগকে সীমিত করে দেয়।
- **স্থায়ী আঞ্চলিক ব্যবধান:** ২০২১-২২ সালে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৪% হওয়া সত্ত্বেও, ভর্তি মূলত উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে, অন্যদিকে বিহার এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

6. **সাবঅপ্টিমাল বা নিম্নমানের গবেষণা**

- **কম ব্যয়:** সরকার কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) ব্যয় অত্যন্ত কম (**জিডিপির প্রায় ০.৭%**), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির ২-৩% বেঞ্চমার্ক বা মানের চেয়ে অনেক নিচে।

মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার জন্য মূল উদ্যোগসমূহ (Key Initiatives for Quality Higher Education)

ফোকাস এরিয়া (Focus Area)	উদ্যোগ / স্কিম (Initiative / Scheme)	মূল উদ্দেশ্য ও প্রভাব (Core Objective & Impact)
1. বাজেট 2025–26 উদ্যোগসমূহ	PM Research Fellows (PMRF)	উচ্চমানের ডক্টরাল গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে **১০,০০০ ফেলো**-র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
	IIT Expansion	দ্বিতীয় প্রজন্মের IIT-গুলিতে **৬,৫০০টি নতুন আসন** যুক্ত করা হয়েছে যাতে শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়।
	Bharatiya Bhasha Textbook Scheme	**আঞ্চলিক ভাষায়** উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও সরবরাহের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি প্রচার করা।
2. মূল্যায়ন ও র‍্যাঙ্কিং	NAAC (National Assessment & Accreditation Council)	কঠোর মানের মানদণ্ডের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির (HEIs) মূল্যায়ন এবং **অনুমোদন** (Accredit) করে।
	NIRF (National Institutional Ranking Framework)	সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরির জন্য একটি **মানসম্মত কাঠামোর** মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে র‍্যাঙ্ক বা স্থান নির্ধারণ করে।
3. পরিকাঠামো উন্নয়ন	HEFA (Higher Education Financing Agency)	আধুনিক পরিকাঠামো এবং উন্নত গবেষণা সুবিধার অর্থায়নের জন্য **আর্থিক সুবিধা** (Financial leverage) প্রদান করে।
	NDEAR (National Digital Education Architecture)	দেশের **ডিজিটাল শিক্ষা পরিকাঠামো** এবং ইকোসিস্টেম স্থাপন ও শক্তিশালী করে।
	PM-USHA (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan)	রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে কৌশলগত অর্থায়ন এবং **মানোন্নয়ন** নিশ্চিত করে।
4. গবেষণা ও উদ্ভাবন	ANRF (Anusandhan National Research Foundation)	প্রতিষ্ঠানগুলি জুড়ে দেশব্যাপী আরএন্ডডি (R&D)-র বীজ বপন, বৃদ্ধি এবং **প্রচারের জন্য একটি শীর্ষ সংস্থা** হিসেবে কাজ করে।

	SPARC	শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে **যৌথ গবেষণা সহযোগিতাকে** উৎসাহিত করে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব সহজতর করে।
5. **কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন**	NCrF (National Credit Framework)	একটি সমন্বিত ক্রেডিট সিস্টেমে একাডেমিক, বৃত্তিমূলক এবং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাকে **নির্বিঘ্নে সংহত** করে।
	PM Internship Scheme	পাঁচ বছরের মেয়াদে **১ কোটি ইন্টার্নশিপের** লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যুবকদের কর্মসংস্থান যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়সমূহ (Measures to Address Challenges)

1. **পরিকাঠামো, একাডেমিক এবং ফ্যাকাল্টি বা শিক্ষক সংস্কার**
   - পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, পাঠ্যক্রমের উন্নতি এবং অনুষদ বা শিক্ষকদের উন্নয়ন জোরদার করার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব।
   - **রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান** (RUSA)-এর মতো উদ্যোগগুলি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকীকরণকে সমর্থন করে।
2. **উচ্চশিক্ষা শাসনে রাজ্যগুলির বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব**
   - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে **রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা** সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমকে উন্নীত করতে এবং আঞ্চলিক উদ্বেগগুলি দূর করতে সহায়তা করতে পারে।
3. **স্থানীয় ভাষায় মানসম্পন্ন শিক্ষার সংস্থান**
   - আঞ্চলিক ভাষায় মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক এবং অধ্যয়ন সামগ্রী সরবরাহ করা শিক্ষার সহজলভ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবকে উন্নত করতে পারে।
   - **ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং** (NCERT)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি একাধিক ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাগত সংস্থান প্রসারিত করেছে।
4. **বর্ধিত আর্থিক সহায়তা**
   - বৃহত্তর সরকারি বিনিয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা উচ্চশিক্ষাকে আরও সাশ্রয়ী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে পারে।
   - **প্রধানমন্ত্রী বিদ্যা লক্ষ্মী কার্যক্রম**-এর মতো স্কিমগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঋণ পেতে সহায়তা করে।
5. **কৌশলগত অভিযোজন এবং সমঝোতামূলক ফেডারেলিজম** (Strategic Adaptation and Negotiated Federalism)
   - উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক কেবল দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের দ্বারা চিহ্নিত নয়।
   - এর পরিবর্তে, অনেক রাজ্য একটি বাস্তবসম্মত বা প্রাগমেটিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। তারা এমন জাতীয় সংস্কারগুলিকে **নির্বাচনীভাবে বাস্তবায়ন** (Selectively implementing) করছে যা তাদের উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খায়, এবং একই সাথে সেই পদক্ষেপগুলির বিরোধিতা করছে যা রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে বলে মনে করা হয়।
   - এটি **সমঝোতামূলক ফেডারেলিজমের** (Negotiated federalism) উত্থানকে প্রদর্শন করে, যেখানে মতবিরোধের পাশাপাশি সহযোগিতা এবং সমঝোতা সহাবস্থান করে।
6. **একটি সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে আন্তর্জাতিকীকরণ** (Internationalisation as a Common Goal)
   - উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিল বা **ঐকমত্যের একটি ক্ষেত্র** হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

- বেশ কয়েকটি রাজ্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে নিজেদের আঞ্চলিক শিক্ষা হাব বা কেন্দ্র হিসেবে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করছে।
- উচ্চশিক্ষাকে ক্রমবর্ধমানভাবে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্ঞান সৃষ্টির চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

7. **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) উৎসাহিত করা**
   - সরকার এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা পরিকাঠামো, উদ্ভাবন এবং শিক্ষাগত ফলাফলের উন্নতি ঘটাতে পারে।
   - **দিল্লি পাবলিক স্কুল সোসাইটি**-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সফল পিপিপি (PPP) মডেল গ্রহণ করেছে।

উপসংহার (Conclusion)

উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত এই বিতর্ক ভারতীয় ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিকাশমান রূপকে প্রতিফলিত করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং একই সাথে ফেডারেল সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সহযোগিতা, আলোচনা এবং সাংবিধানিক ভারসাম্যের মাধ্যমে **জাতীয় মানের সাথে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের সমন্বয়কারী একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গি** অপরিহার্য।

Q. Higher education has emerged as a key arena for negotiating federalism in India. Examine the factors contributing to increasing central influence in higher education governance and discuss how cooperative federalism can be strengthened while maintaining national standards and State autonomy. (15 Marks, 250 Words)

2.1.6. ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি শূন্যপদ: উচ্চশিক্ষার ওপর এর প্রভাব

প্রেক্ষাপট (Context)

79টি **কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান (CFTIs)** থেকে প্রাপ্ত **RTI তথ্য** প্রকাশ করে যে, অনুমোদিত ফ্যাকাল্টি পদের **35.2% শূন্য** রয়েছে, যা ভারতের প্রসারমান প্রযুক্তিগত শিক্ষা ইকোসিস্টেম সত্ত্বেও **উচ্চশিক্ষার মান** নিয়ে গভীর উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে।

ভূমিকা (Introduction)

ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন IITs, NITs, IIMs, IIITs এবং IISERs **দক্ষ মানবসম্পদ** তৈরি, **উদ্ভাবন চালনা** এবং **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, ক্রমাগত **ফ্যাকাল্টির ঘাটতি** শিক্ষাদানের মান, **গবেষণার ফলাফল** (research output) এবং ভারতকে একটি **বৈশ্বিক জ্ঞান কেন্দ্রে** (global knowledge hub) পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

RTI তথ্য থেকে প্রাপ্ত মূল ফলাফলসমূহ (Key Findings from RTI Data)

1. **সামগ্রিক শূন্য পদের পরিস্থিতি (Overall Vacancy Situation)**
   - 20,279টি অনুমোদিত ফ্যাকাল্টি পদের মধ্যে 7,132টি পদ (**35.2%**) শূন্য রয়েছে।
   - প্রায় প্রতি তিনটি শিক্ষাদানের পদের মধ্যে একটি পদ অপূরণীয় রয়ে গেছে।
   - 16টি প্রতিষ্ঠান **50%-এর বেশি শূন্য পদের মাত্রা** রিপোর্ট করেছে।

2. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IITs)**
   - 11,019টি অনুমোদিত পদের মধ্যে **35%** শূন্য রয়েছে।
   - 20টি IIT-র মধ্যে 9টি IIT-তে শূন্য পদের হার **35% অতিক্রম** করেছে।
   - **IIT Kharagpur** সবচেয়ে বেশি শূন্য পদের সংখ্যা রেকর্ড করেছে:
   - 1,600টি অনুমোদিত পদের মধ্যে 824টি শূন্য পদ (**50%-এর বেশি**)।
3. **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (NITs)**
   - 5,432টি অনুমোদিত পদের মধ্যে **27.9%** শূন্য রয়েছে।
   - **NIT Andhra Pradesh** সর্বোচ্চ শূন্য পদের হার (**68%**) রিপোর্ট করেছে।
   - উচ্চ মাত্রার শূন্য পদ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও দেখা গেছে:
   - NIT Srinagar
   - NIT Sikkim
   - NIT Tiruchirappalli
4. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIMs)**
   - 1,741টি অনুমোদিত পদের মধ্যে **32.3%** শূন্য রয়েছে।
   - চারটি IIM **50%-এর বেশি শূন্য পদ** রিপোর্ট করেছে।
   - **IIM Mumbai** প্রায় **59%** শূন্য পদ রিপোর্ট করেছে।
5. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIITs)**
   - সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **সর্বোচ্চ শূন্য পদের অনুপাত** এখানে দেখা গেছে।
   - অনুমোদিত ফ্যাকাল্টি পদের **53.5%** শূন্য রয়েছে।
   - আটটি IIIT **50%-এর বেশি শূন্য পদের মাত্রা** রিপোর্ট করেছে।
6. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (IISERs)**
   - অনুমোদিত পদের প্রায় **32%** শূন্য রয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় ফ্যাকাল্টির প্রাপ্যতার তাৎপর্য (Significance of Faculty Availability in Higher Education)

1. **শিক্ষাদান এবং শেখার মান (Quality of Teaching and Learning)**
   - পর্যাপ্ত ফ্যাকাল্টির প্রাপ্যতা কার্যকর ক্লাসরুম নির্দেশনা, **একাডেমিক মেন্টরিং** এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত নির্দেশিকা নিশ্চিত করে।
   - ক্রমাগত শূন্য পদ **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (teacher-student ratio)** বৃদ্ধি করে, যা শেখার ফলাফল এবং সামগ্রিক শিক্ষার মান হ্রাস করে।
2. **গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Research and Innovation)**
   - ফ্যাকাল্টি সদস্যরা হলেন **গবেষণা, উদ্ভাবন, পেটেন্ট, প্রকাশনা** এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রাথমিক চালিকাশক্তি।
   - যোগ্য ফ্যাকাল্টির ঘাটতি **গবেষণার উৎপাদনশীলতাকে (research productivity)** দুর্বল করে এবং ভারতের জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতাকে সীমিত করে।

3. **NEP 2020-এর উদ্দেশ্য অর্জন** (Achieving NEP 2020 Objectives)
   - **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020**-এর লক্ষ্য হল বিশ্বমানের বহুবিষয়ক (multidisciplinary) প্রতিষ্ঠান এবং একটি প্রাণবন্ত গবেষণা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।
   - ফ্যাকাল্টির ঘাটতি শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এই লক্ষ্যগুলিকে দুর্বল করে।
4. **বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা** (Global Competitiveness)
   - বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং উন্নত করতে, **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা** আকর্ষণ করতে এবং একাডেমিক সুনাম বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী ফ্যাকাল্টি শক্তি অপরিহার্য।
   - বিপুল সংখ্যক শূন্য পদ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস করে এবং ভারতের একটি **বৈশ্বিক শিক্ষা হাব** (global education hub) হিসেবে আত্মপ্রকাশকে সীমিত করে।
5. **মানবসম্পদ উন্নয়ন** (Human Capital Development)
   - শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি দক্ষ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, পরিচালক এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
   - অপর্যাপ্ত ফ্যাকাল্টি শক্তি স্নাতকদের মানকে ব্যাহত করতে পারে, যা **কর্মসংস্থানযোগ্যতা** (employability) এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে।

ক্রমাগত ফ্যাকাল্টি শূন্য পদের কারণসমূহ (Causes of Persistent Faculty Vacancies)

1. **দীর্ঘ নিয়োগ প্রক্রিয়া** (Lengthy Recruitment Processes)
   - বিজ্ঞাপন, স্ক্রীনিং, ইন্টারভিউ এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের সাথে জড়িত দীর্ঘ পদ্ধতির কারণে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ প্রায়শই বিলম্বের সম্মুখীন হয়।
   - **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা** (Bureaucratic bottlenecks) দীর্ঘস্থায়ী শূন্য পদের সৃষ্টি করে এবং অবসরপ্রাপ্ত বা চলে যাওয়া ফ্যাকাল্টি সদস্যদের ধীর প্রতিস্থাপনের কারণ হয়।
2. **যোগ্য প্রার্থীদের ঘাটতি** (Shortage of Qualified Candidates)
   - বিশেষ করে উদীয়মান এবং **বহুবিষয়ক ক্ষেত্রে** (interdisciplinary fields) উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন PhD ডিগ্রিধারীদের সরবরাহ অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে।
   - দক্ষ শিক্ষাবিদদের জন্য ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেধার প্রতিযোগিতাকে তীব্র করেছে।
3. **আকর্ষণীয় বেসরকারি এবং বিদেশী সুযোগ** (Attractive Private and Overseas Opportunities)
   - বেসরকারি খাত এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উন্নত বেতন, **উচ্চতর গবেষণা সুবিধা** এবং বৃহত্তর কর্মজীবনের সম্ভাবনা মেধাবী শিক্ষাবিদদের আকর্ষণ করে।
   - এই **মেধা পাচার** (brain drain) ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের জন্য উপলব্ধ যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়।
4. **প্রতিষ্ঠানগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ** (Rapid Expansion of Institutions)
   - নতুন IITs, NITs, IIITs এবং IISERs প্রতিষ্ঠার ফলে যোগ্য ফ্যাকাল্টির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
   - নিয়োগের প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের সাথে তাল মেলাতে পারেনি, যার ফলে ক্রমাগত কর্মী সংকট তৈরি হয়েছে।
5. **গবেষণা পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা** (Research Infrastructure Constraints)
   - সীমিত গবেষণা তহবিল, অপর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি সুবিধা এবং অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা শীর্ষ একাডেমিক মেধাকে নিরুৎসাহিত করে।

- অতিরিক্ত **প্রশাসনিক দায়িত্ব** প্রায়শই একাডেমিক ক্যারিয়ারের আকর্ষণ কমিয়ে দেয় এবং ফ্যাকাল্টি ধরে রাখাকে প্রভাবিত করে।

6. **ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ** (Geographical Challenges)
   - প্রত্যন্ত বা কম উন্নত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি মানসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি আকর্ষণ এবং ধরে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
   - আবাসন, সন্তানদের স্কুলিং, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং সামগ্রিক **জীবনযাত্রার মান** (quality of life) সম্পর্কিত উদ্বেগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিরুৎসাহিত করে।

উচ্চশিক্ষায় ফ্যাকাল্টি শূন্যতার প্রভাব (Implications of Faculty Vacancies in Higher Education)

1. **একাডেমিক প্রভাব** (Academic Implications)
   - ফ্যাকাল্টির ঘাটতি বিদ্যমান কর্মীদের ওপর শিক্ষাদানের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়, যা পাঠদান এবং মেন্টরিংয়ের মানকে প্রভাবিত করে।
   - ফ্যাকাল্টির হ্রাসপ্রাপ্ত প্রাপ্যতা শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ সীমিত করে এবং **পাঠ্যক্রম সংশোধন** (curriculum revision), শিক্ষণীয় সংস্কার (pedagogical reforms) এবং একাডেমিক উদ্ভাবনকে ধীর করে দেয়।
2. **গবেষণামূলক প্রভাব** (Research Implications)
   - ফ্যাকাল্টির ঘাটতি গবেষণার উৎপাদনশীলতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে কম প্রকাশনা, পেটেন্ট এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঘটে।
   - এটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বহুবিষয়ক গবেষণা এবং বৈশ্বিক একাডেমিক নেটওয়ার্কগুলিতে অংশগ্রহণও কমিয়ে দেয়।
3. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব** (Institutional Implications)
   - ক্রমাগত শূন্য পদ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য **অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড** (accreditation standards) এবং নির্ধারিত ফ্যাকাল্টি-শিক্ষার্থী অনুপাত বজায় রাখা কঠিন করে তোলে।
   - এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম উন্নত করার, মেধা আকর্ষণ করার এবং উচ্চতর বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিং অর্জনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে।
4. **অর্থনৈতিক প্রভাব** (Economic Implications)
   - দুর্বল গবেষণা এবং একাডেমিক ইকোসিস্টেম ভারতের উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদী **জ্ঞান অর্থনীতির** (knowledge economy) লক্ষ্যগুলিকে ক্ষুন্ন করতে পারে।
   - নিম্নমানের মানবসম্পদ গঠন প্রযুক্তি-চালিত এবং জ্ঞান-নিবিড় খাতগুলিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

সরকারি পদক্ষেপসমূহ (Government Initiatives)

1. **মিশন মোড নিয়োগ ড্রাইভ** (Mission Mode Recruitment Drive)
   - শিক্ষা মন্ত্রক কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (CHEIs) শূন্য ফ্যাকাল্টি পদগুলি পূরণ ত্বরান্বিত করতে September 2022 এবং October 2025-এ বিশেষ **মিশন মোড নিয়োগ ড্রাইভ** চালু করেছে।
   - এই ড্রাইভগুলির লক্ষ্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা এবং শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে অমীমাংসিত শূন্য পদগুলি হ্রাস করা।

2. **নিরবচ্ছিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া** (Continuous Recruitment Process)
   - মন্ত্রক জোর দিয়েছে যে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং চলমান প্রক্রিয়া, যা শূন্যপদ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয়।
   - শিক্ষাদান এবং গবেষণা কার্যকলাপে ন্যূনতম ব্যাঘাত নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়োপযোগী নিয়োগ শুরু করতে উৎসাহিত করা হয়।
3. **ফ্যাকাল্টি-শিক্ষার্থী অনুপাতের নিয়ম** (Faculty–Student Ratio Norms)
   - একাডেমিক মান বজায় রাখতে সরকার IIT-র জন্য 1:10 এবং NIT-র জন্য 1:12 **ফ্যাকাল্টি-শিক্ষার্থী অনুপাত** নির্ধারণ করেছে।
   - প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থী ভর্তির সাথে ফ্যাকাল্টি শক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এই নিয়মগুলি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হয়।
4. **নিয়োগের অগ্রগতি** (Recruitment Progress)
   - January 2026 পর্যন্ত, মিশন মোড নিয়োগ উদ্যোগের অধীনে কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় 17,878টি ফ্যাকাল্টি পদ পূরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
   - এটি শিক্ষাদানের ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং ভারতে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করতে সরকারের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

ফ্যাকাল্টি শূন্যতা দূর করার উপায় (Way Forward to Address Faculty Vacancies)

1. **ফাস্ট-ট্র্যাক ফ্যাকাল্টি নিয়োগ** (Fast-Track Faculty Recruitment)
   - নিয়োগে বিলম্ব কমাতে নিয়োগ পদ্ধতি সহজতর, ডিজিটালাইজড এবং আরও স্বচ্ছ করা উচিত।
   - নিয়োগের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা শূন্য পদগুলি সময়মতো পূরণ নিশ্চিত করতে পারে।
2. **ফ্যাকাল্টি প্রণোদনা উন্নত করা** (Improve Faculty Incentives)
   - প্রতিযোগিতামূলক বেতন, পর্যাপ্ত **গবেষণা অনুদান** (research grants), আবাসন সহায়তা এবং অন্যান্য সুবিধা মানসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি আকর্ষণ এবং ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।
   - **কর্মক্ষমতা-সংযুক্ত প্রণোদনা** (Performance-linked incentives) শিক্ষাদান, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং একাডেমিক নেতৃত্বে উৎকর্ষতাকে উৎসাহিত করতে পারে।
3. **গবেষণা ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করা** (Strengthen the Research Ecosystem)
   - শীর্ষ মেধা আকর্ষণ করার জন্য ল্যাবরেটরি, গবেষণা পরিকাঠামো, উদ্ভাবন হাব এবং বহুবিষয়ক গবেষণায় বৃহত্তর বিনিয়োগ অপরিহার্য।
   - শক্তিশালী **শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতা** (industry-academia collaboration) গবেষণার সুযোগ, অর্থায়ন এবং একাডেমিক কাজের ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে পারে।
4. **একটি শক্তিশালী একাডেমিক মেধা পাইপলাইন তৈরি করা** (Develop a Robust Academic Talent Pipeline)
   - ডক্টরাল এবং পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ সম্প্রসারণ একাডেমিক পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।
   - তরুণ গবেষকদের একাডেমিক ক্যারিয়ার গড়ার জন্য উৎসাহিত করা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে।

5. **আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা দূর করা** (Address Regional Imbalances)
   - প্রত্যন্ত এবং অনুন্নত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা উচিত।
   - আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুলিং এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধার উন্নতি এই জাতীয় অঞ্চলে ফ্যাকাল্টি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।
6. **বৈশ্বিক মেধা ও দক্ষতার সুবিধা নেওয়া** (Leverage Global Talent and Expertise)
   - ভারতের উচিত প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট বিদেশী ফ্যাকাল্টি সদস্যদের নিয়োগের সুবিধা করে দেওয়া।
   - আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় এবং সহযোগিতামূলক গবেষণার প্রচার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণমান এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

ফ্যাকাল্টি হলেন উচ্চশিক্ষার মেরুদণ্ড। শিক্ষার মান উন্নয়ন, গবেষণার অগ্রগতি, **NEP 2020-এর লক্ষ্য অর্জন** এবং ভারতের **জ্ঞান-চালিত অর্থনীতি** (knowledge-driven economy) ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য ফ্যাকাল্টি শূন্যতা পূরণ করা অপরিহার্য।

Q. The quality of higher education depends not only on infrastructure but also on the availability of qualified faculty. Evaluate the challenges associated with faculty recruitment in India's premier institutions and suggest reforms. 15 Marks

2.1.7. ভারতে নিবর্তনমূলক আটক : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য

প্রেক্ষাপট (Context)

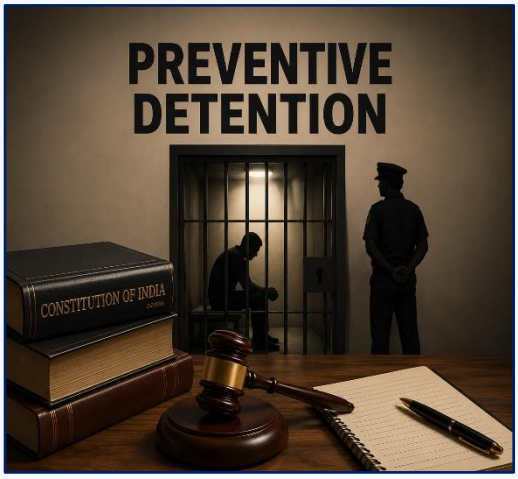

- চন্দর পাল সিং (Chander Pal Singh) মামলায়, এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Allahabad High Court) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা নিবর্তনমূলক আটক আইনের নিয়মিত এবং নির্বিচার ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরেছে।
- আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে মে 2025 থেকে এপ্রিল 2026-এর মধ্যে, গাজিয়াবাদে ছোটখাটো বিবাদের জেরে প্রায় 2,500 জন ব্যক্তিকে নিবর্তনমূলক আটকের শিকার হতে হয়েছিল, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার একটি **"অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন"** (highly irresponsible) কাজ।

ভূমিকা (Introduction)

- রাষ্ট্র-নির্দেশিত কারাবাসকে দুটি স্বতন্ত্র আইনি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে: **শাস্তিমূলক আটক** (punitive detention), যা আদালতের বিচার এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে শাস্তি হিসাবে কাজ করে, এবং **নিবর্তনমূলক আটক** (preventive detention), যা বিচার ছাড়াই আগাম কারাবাস। ঔপনিবেশিক আমলের আইন যেমন বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশন (1818) এবং ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (1915) থেকে উদ্ভূত, নিবর্তনমূলক আটকের একমাত্র উদ্দেশ্য অতীতের অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া নয়, বরং কোনও ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের অপরাধ করা বা সমাজকে বিপন্ন করা থেকে সক্রিয়ভাবে বিরত করা।

সাংবিধানিক কাঠামো এবং আইনি গতিশীলতা (Constitutional Framework and Legal Dynamics)

1. **ধারা 22-এর অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ (Constitutional Safeguards under Article 22)**
   - **পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা (Procedural Limitations):** রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময় ধরে নিবর্তনমূলক হেফাজতে রাখতে পারে না যদি না কোনও **উপদেষ্টা বোর্ড (Advisory Board)**—যাতে হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন—মেয়াদ বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত কারণ খুঁজে পান।
   - **প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Right to Representation):** আটককারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব আটকের কারণগুলো জানাতে হবে (যদি না তথ্য গোপন রাখা জনস্বার্থের অনুকূল হয়) এবং আটক ব্যক্তিকে আদেশের বিরুদ্ধে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার প্রদান করতে হবে।
2. **আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার (Legislative Jurisdiction - Seventh Schedule)**
   - **ইউনিয়ন তালিকা (Union List - Entry 9):** প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক, অথবা ভারতের নিরাপত্তার বিষয়ে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়নের **একচেটিয়া ক্ষমতা (exclusive power)** সংসদের (Parliament) রয়েছে।
   - **যৌথ ও রাজ্য তালিকা (Concurrent & State Lists):** সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা উভয়ই জনশৃঙ্খলা (public order) বজায় রাখা এবং প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়িক সরবরাহ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারে।
3. **এক্তিয়ারের বিভাজন: আইন ও শৃঙ্খলা বনাম জনশৃঙ্খলা (The Jurisdictional Divide: Law & Order vs. Public Order)**
   - **ধারণাগত পার্থক্য (Conceptual Distinction):** সুপ্রিম কোর্ট (রাম মনোহর লোহিয়া মামলা, 1965) এই দুটিকে স্পষ্টভাবে আলাদা করেছে। **'আইন ও শৃঙ্খলা' (Law and order)**-র মধ্যে স্থানীয় বিবাদগুলো অন্তর্ভুক্ত যা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সাধারণ ফৌজদারি আইন দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব। **'জনশৃঙ্খলা' (Public order)**-র মধ্যে এমন গুরুতর ব্যাঘাত অন্তর্ভুক্ত যা বৃহত্তর সম্প্রদায় বা জাতিকে প্রভাবিত করে।
   - **আটকের বৈধতা (Detention Validity):** সাধারণ 'আইন ও শৃঙ্খলা' জনিত ঝামেলা সামাল দেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পথ (shortcut) হিসাবে ব্যবহার করা হলে নিবর্তনমূলক আটক আইনিভাবে অবৈধ বলে গণ্য হয়।
4. **নিবর্তনমূলক আটক বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court on Preventive Detention)** শীর্ষ আদালত যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি (administrative overreach) রোধ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করেছে:
   - **আমিনা বেগম মামলা (Ameena Begum Case, 2023):** আদালত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে নিবর্তনমূলক আটক একটি **ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা (exceptional measure)** যা কঠোরভাবে কেবল জরুরি পরিস্থিতির জন্য উদ্দিষ্ট এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক এর নিয়মিত প্রয়োগ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে।
   - **অনুকূল চন্দ্র প্রধান মামলা (Ankul Chandra Pradhan Case, 1997):** বেঞ্চ জোর দিয়ে বলেছে যে নিবর্তনমূলক আটকের মৌলিক উদ্দেশ্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষতি রোধ করা, এটিকে **বিচারবহির্ভূত শাস্তি (extrajudicial punishment)** আরোপের প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
   - **রাম মনোহর লোহিয়া মামলা (Ram Manohar Lohia Case, 1965):** আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি সীমানা নির্ধারণ করেছে, এই বলে যে সাধারণ 'আইন ও শৃঙ্খলা' সংক্রান্ত সমস্যাগুলো (যা কেবল কয়েকজনকে প্রভাবিত করে) নিবর্তনমূলক আটককে সমর্থন করতে পারে না। এটি কেবল সেই গুরুতর 'জনশৃঙ্খলা' (public order) হুমকির ক্ষেত্রেই সাংবিধানিকভাবে বৈধ যা বৃহত্তর সম্প্রদায় বা জাতিকে ব্যাহত করে।

তাৎপর্য (Significance)

1. **আর্থিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে (Establishes Financial Accountability):** বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকাগুলি বেআইনি আটকের জন্য ক্ষতিপূরণ সরাসরি ত্রুটিযুক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (executive magistrates) বা পুলিশ কর্মকর্তাদের বেতন থেকে আদায় করার অনুমতি দিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক (deterrent) প্রবর্তন করে।

2. **প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি হ্রাস করে (Curtails Administrative Overreach):** স্থানীয় প্রশাসনকে ছোটখাটো পাড়ার, সম্পত্তির, বা স্থানীয় বিবাদকে এমন বিষয়ে পরিণত করতে বাধা দেয় যার জন্য আগাম কারাবাস (anticipatory incarceration) প্রয়োজন।
3. **গণতান্ত্রিক ভিন্নমত রক্ষা করে (Safeguards Democratic Dissent):** কঠোর নিরাপত্তা আইনের অধীনে কর্মী, শ্রমিক এবং প্রতিবাদকারীদের নির্বিচারে জেলে ঢোকাতে "শান্তি বজায় রাখা" (maintaining peace)-র অসিলাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সমালোচনা করে।
4. **নির্বাহীর যৌক্তিকতা প্রয়োগ করে (Enforces Executive Justification):** অস্পষ্ট "সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা" (communal tensions) উল্লেখ করার পরিবর্তে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তাদের সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনিভাবে যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে বাধ্য করে, যা প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা (administrative opacity) দূর করে।
5. **আপিল তদারকি শক্তিশালী করে (Strengthens Appellate Oversight):** ক্ষতিপূরণের কাঠামো এবং আটকের কারণগুলো যাতে ধারাবাহিকভাবে কঠোর, স্বাধীন **বিচারবিভাগীয় মূল্যায়নের (judicial evaluation)** সম্মুখীন হয় তা নিশ্চিত করে।

চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges)

1. **গণতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব (The Democratic Contradiction):** ভারত একটি প্রধান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে অনন্য যেখানে শান্তিকালীন সময়ে নিবর্তনমূলক আটককে একটি অবিচ্ছেদ্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হিসাবে ধরে রাখা হয়েছে, যা অন্তর্নিহিতভাবে নিরঙ্কুশ **নাগরিক স্বাধীনতার (civil liberties)** সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
2. **ইচ্ছাকৃত কাঠামোগত অস্পষ্টতা (Deliberate Structural Ambiguity):** নির্বিচার গ্রেপ্তারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায়শই স্থানীয় "আইন ও শৃঙ্খলা" এবং বৃহত্তর "জনশৃঙ্খলা"-এর মধ্যবর্তী তাত্ত্বিক রেখাটিকে কাজে লাগায়।
3. **অসাধারণ আইনের অপব্যবহার (Misuse of Extraordinary Statutes):** ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (NSA) এবং পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট (PSA)-এর মতো আইনগুলোকে সাধারণ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার **পদ্ধতিগত সুরক্ষাকবচগুলোকে (procedural safeguards)** এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
4. **শাস্তি প্রদানে নির্বাহীর অনীহা (Executive Reluctance to Penalize):** রাষ্ট্রযন্ত্র তার নিজস্ব পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক শুনানি (disciplinary hearings) শুরু করতে বা আর্থিকভাবে জরিমানা করতে গভীরভাবে প্রতিরোধী থাকে।
5. **ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া (Compromised Magisterial Independence):** নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা রাজ্য প্রশাসনের অংশ হিসেবে থাকেন; তাদের কর্মজীবনের গতিপথ প্রায়শই রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'শান্তি' বজায় রাখার উপর নির্ভর করে, যা **নিরপেক্ষতার (impartiality)** সাথে আপস করে।

সামনের পথ (Way Forward)

1. **NCRWC-এর নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন (Implement NCRWC Directives):** ধারা 22-এর অধীনে আটকের সর্বোচ্চ মেয়াদ ছয় মাসে সীমাবদ্ধ করার জন্য সংবিধানের কাজ পর্যালোচনা করার জাতীয় কমিশনের (NCRWC) সুপারিশ প্রয়োগ করা উচিত।
2. **উপদেষ্টা বোর্ডগুলির পুনর্গঠন (Restructure Advisory Boards):** সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে উপদেষ্টা বোর্ডগুলিতে একচেটিয়াভাবে একজন চেয়ারম্যান এবং দুজন কর্মরত হাইকোর্টের বিচারপতি থাকার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।
3. **রাজ্যভিত্তিক কঠোর SOP প্রণয়ন (Formulate Strict State SOPs):** রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই সুস্পষ্ট **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedures)** জারি করতে হবে, যেখানে এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার আগে প্রয়োজনীয় সঠিক প্রমাণের সীমা এবং হুমকির মূল্যায়নের বিবরণ থাকবে।

4. **স্থানীয়ভাবে নির্বাহী কার্যাবলীর পৃথকীকরণ (Separate Executive Functions Locally):** হুমকির রিপোর্ট তৈরি করা স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থা এবং সেগুলোর বিচার করা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে একটি কঠোর **কার্যকরী ফায়ারওয়াল (functional firewall)** তৈরি করতে হবে।
5. **আর্থিক প্রতিরোধ আরোপ (Impose Financial Deterrence):** যে সমস্ত কর্মকর্তা নির্লজ্জভাবে বেআইনি আটকের অনুমোদন দেয় তাদের বেতন কাটার বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকাকে পদ্ধতিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।
6. **ডেটা স্বচ্ছতা বাধ্যতামূলক করা (Mandate Data Transparency):** সংসদীয় তদারকি সক্ষম করার জন্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB)-কে নিবর্তনমূলক আটক এবং উপদেষ্টা বোর্ডের নিশ্চিতকরণের সফলতার হারের বিষয়ে জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion) নিবর্তনমূলক আটক হল একটি ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার যা জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি অসাধারণ প্রয়োজনীয়তা হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাইহোক, একটি নিয়মিত পুলিশি শর্টকাট (routine policing shortcut) হিসেবে এর ক্রমান্বয়ে অবনতি একটি মারাত্মক **গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণকে (democratic regression)** নির্দেশ করে। 21 নম্বর ধারার (Article 21) পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য নির্বাহীকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে নিবর্তনমূলক আটককে কঠোরভাবে শুধুমাত্র প্রকৃত ও গুরুতর জরুরি পরিস্থিতির জন্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার আবশ্যকতা এবং নাগরিকের **অলঙ্ঘনীয় অধিকারের (inviolable rights)** মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

Q. "The routine application of preventive detention laws in peacetime is increasingly viewed as a threat to personal liberty. Evaluate the constitutional safeguards and judicial pronouncements designed to prevent its misuse." 15 Marks

2.1.8. ভারতে পথচারীদের অধিকার ও নগর চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের শক্তিশালীকরণ

সংবাদে কেন?

সুপ্রিম কোর্ট একটি সাম্প্রতিক রায়ে পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, নিরাপদ এবং বাধামুক্ত ফুটপাথে হাঁটার অধিকার সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে একটি মৌলিক অধিকার। এই পর্যবেক্ষণটি করা হয়েছিল কর্ণাটকে একটি ট্যাঙ্কার লরির ধাক্কায় নিহত পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময়।

ভূমিকা

ভারতীয় শহরগুলি ক্রমশ যানবাহন-কেন্দ্রিক (vehicle-centric) হয়ে উঠছে, যার ফলে পথচারীরা প্রায়ই অনিরাপদ এবং চলাচলের জন্য অসুবিধাজনক রাস্তাগুলিতে সমস্যার সম্মুখীন হন। হাঁটার অধিকারকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের (অনুচ্ছেদ ২১) একটি সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়েছে যে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোটরচালিত পরিবহনের পাশাপাশি পথচারীদের নিরাপত্তা এবং সহজ চলাচলের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পথচারীদের অধিকারের গুরুত্ব

১. সাংবিধানিক গুরুত্ব

- নিরাপদভাবে হাঁটার অধিকার সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত, যা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করে।

- সহজে ব্যবহারযোগ্য জনসাধারণের স্থান (Public Spaces) মৌলিক অধিকারগুলির সমানভাবে উপভোগ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. সামাজিক গুরুত্ব

- হাঁটা এখনও জনসংখ্যার একটি বড় অংশের, বিশেষত দরিদ্র, প্রবীণ, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে।
- নিরাপদ ফুটপাত অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর চলাচল ব্যবস্থা (Inclusive Urban Mobility) গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- হাঁটার উপযোগী শহর ব্যক্তিগত যানবাহনের উপর নির্ভরতা কমায়, যার ফলে যাতায়াতের খরচ হ্রাস পায়।
- উন্নত পথচারী অবকাঠামো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক সুযোগগুলিতে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

৪. পরিবেশগত গুরুত্ব

- অ-মোটরচালিত পরিবহন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
- **যানজট, জ্বালানি খরচ এবং শহুরে দূষণ কমাতে সাহায্য করে।**

৫. জনস্বাস্থ্যগত গুরুত্ব

- শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনকে উৎসাহিত করে।
- কম শারীরিক সক্রিয়তাপূর্ণ জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনধারাজনিত রোগ কমাতে সাহায্য করে।

সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ

১. হাঁটা ক্রমশ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে

- দ্রুত মোটরায়নের ফলে রাস্তাগুলি যানবাহন-প্রধান (vehicle-dominated) স্থানে পরিণত হয়েছে।
- পথচারীদের প্রায়শই জনসাধারণের রাস্তার বৈধ ব্যবহারকারী হিসেবে নয়, বরং প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. ফুটপাত একটি অপরিহার্য জনপরিকাঠামো

- ফুটপাত ও হাঁটার পথের ওপর পথচারীদের বৈধ অধিকার রয়েছে।
- চলাচলের অধিকার কার্যকরভাবে ভোগ করার জন্য নিরাপদ হাঁটার স্থান অপরিহার্য।

৩. রাষ্ট্রের দায়িত্ব

- সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির দায়িত্ব হলো নিরাপদ ও সহজে ব্যবহারযোগ্য পথচারী অবকাঠামো গড়ে তোলা ও বজায় রাখা।
- শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রতিরোধমূলক নগর পরিকল্পনার বিকল্প হতে পারে না।

ভারতে পথচারীদের সম্মুখে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অবিচ্ছিন্ন ফুটপাতের অভাব

- অনেক শহরে পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট চলাচলের পথের অভাব রয়েছে।
- বিদ্যমান ফুটপাতগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্ন এবং অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়।

২. জনসাধারণের স্থান দখল

- ফুটপাত প্রায়ই পার্ক করা যানবাহন, বিভিন্ন পরিষেবা কাঠামো, হকার এবং নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা দখল হয়ে থাকে।
- এর ফলে পথচারীরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় হাঁটেন, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

৩. যানবাহন-কেন্দ্রিক নগর পরিকল্পনা

- নগর অবকাঠামোতে পথচারীদের নিরাপত্তার তুলনায় রাস্তা সম্প্রসারণ এবং যানবাহন চলাচলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **হাঁটার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং গুরুত্ব পায় না।**

৪. বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রক কাঠামো

- ভারতে পথচারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য কোনো সমন্বিত জাতীয় আইন নেই।
- দায়িত্বগুলি বিভিন্ন পৌর আইন, পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিয়ম এবং নগর নির্দেশিকার মধ্যে বিভক্ত রয়েছে।

৫. দুর্বল নগর প্রশাসন

- রাস্তা নকশার নিয়মগুলির দুর্বল প্রয়োগ এবং পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।
- **পৌর সংস্থাগুলির প্রায়শই প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং আর্থিক সক্ষমতার অভাব থাকে।**

৬. সড়ক নিরাপত্তার সমস্যা

- অতিরিক্ত গতি, অনিরাপদ রাস্তা পারাপার ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কারণে পথচারী মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে।
- ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলি (যেমন শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) অসমভাবে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

হাঁটার অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অনানুষ্ঠানিক জীবিকার সঙ্গে সংঘাত

- ফুটপাত প্রায়ই পথ বিক্রেতা (হকার) এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- কঠোরভাবে নিয়ম প্রয়োগ করলে পথচারীদের অধিকার এবং সংবিধানের ১৯(১)(g) অনুচ্ছেদের অধীনে জীবিকা অর্জনের অধিকারের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

২. দুর্বল আইন প্রয়োগের সংস্কৃতি

- বিদ্যমান নগর নিয়মকানুনগুলি প্রায়শই সঠিকভাবে কার্যকর করা হয় না।
- শুধুমাত্র আইনি স্বীকৃতি মানুষের আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে না।

৩. সীমিত আর্থিক সম্পদ

- নগর স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রায়শই পথচারী অবকাঠামোর তুলনায় রাস্তা সম্প্রসারণকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়।
- হাঁটার উপযোগী নগর ব্যবস্থা (Walkability) তৈরির জন্য নির্দিষ্ট অর্থায়ন এখনও অপর্যাপ্ত।

৪. জনসচেতনতার অভাব

- অনেক নাগরিক এবং গাড়িচালক পথচারীদের চলাচলের অগ্রাধিকার অধিকার (Right-of-Way) সম্পর্কিত নিয়ম সম্পর্কে সচেতন নন।
- নাগরিক সচেতনতার অভাব অনিরাপদ সড়ক আচরণের জন্য দায়ী।

অন্যান্য নীতি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

১. পথ বিক্রেতা আইন, ২০১৪

- শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তা কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারেনি।
- সমীক্ষা, ভেন্ডিং কমিটি গঠন এবং নির্দিষ্ট অঞ্চল নির্ধারণে (Zoning) বিলম্ব এখনও বিভিন্ন ধরনের সংঘাত সৃষ্টি করছে।

২. COTPA, ২০০৩ (ধূমপান বিরোধী বিধি)

- ধারাবাহিক সচেতনতা প্রচার এবং দৃশ্যমান আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন সফল হয়েছে।

- এটি দেখায় যে আইনি পদক্ষেপের সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা ও বার্তা প্রচারকে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. স্বচ্ছ ভারত অভিযান

- পর্যাপ্ত জনপরিকাঠামো ছাড়া শুধুমাত্র নাগরিকদের দায়িত্বের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয়।
- একইভাবে, পথচারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে ফুটপাত এবং উন্নত নগর নকশায় বিনিয়োগ করতে হবে।

ভবিষ্যৎ করণীয় / এগিয়ে যাওয়ার পথ

১. একটি সমন্বিত পথচারী অধিকার কাঠামো প্রণয়ন

- **পথচারীদের প্রধান রাস্তা ব্যবহারকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় মানদণ্ড তৈরি করতে হবে।**

২. অবিচ্ছিন্ন ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ফুটপাত নির্মাণ

- সকলের জন্য সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য।

৩. 'সম্পূর্ণ রাস্তা' (Complete Streets) পদ্ধতি গ্রহণ

- শুধুমাত্র গাড়ির জন্য নয়, বরং পথচারী, সাইকেল আরোহী, গণপরিবহন এবং অন্যান্য যানবাহনের কথা বিবেচনা করে রাস্তার নকশা তৈরি করতে হবে।

৪. নগর অবকাঠামোতে অর্থায়ন বৃদ্ধি

- নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অধীনে পথচারী অবকাঠামোর জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৫. পরিকল্পনার মাধ্যমে পথ বিক্রেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা

- নির্দিষ্ট বিক্রয় অঞ্চল (Vending Zones) এবং যৌথ ব্যবহারের স্থান তৈরি করে পথ বিক্রেতা আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা

- রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সাইনেজ এবং পথচারীদের অগ্রাধিকার অধিকার সম্পর্কিত নিয়মের কার্যকর প্রয়োগ উন্নত করতে হবে।

৭. আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা

- পথচারীদের অধিকারকে সম্মান করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে জনসচেতনতা প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

উপসংহার

সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে হাঁটার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনকেন্দ্রিক শহর গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য উন্নত পথচারী অবকাঠামো, শক্তিশালী নগর প্রশাসন এবং নগর পরিকল্পনায় যানবাহনের পরিবর্তে মানুষের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

Q. The right to walk is an essential component of the Right to Life under Article 21. Discuss the challenges faced by pedestrians in Indian cities and suggest measures to create pedestrian-friendly urban spaces. 15 Marks

2.1.9. লপসাইডেড সলিউশন: ভারতে শক্তিশালী ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

কেন এটি খবরে রয়েছে? (Why in News?)

- কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক **ড্রাগস রুলস, 1945** সংশোধন করে **তফসিল K (Schedule K)** থেকে "সিরাপ" (syrup) শব্দটিকে বাদ দিয়েছে, যার ফলে কাশির সিরাপ এখন কেবল ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক ওষুধে পরিণত হয়েছে।
- বিদেশে ভারতীয় তৈরি দূষিত কাশির সিরাপ খাওয়ার কারণে ৩০০-রও বেশি শিশুর মৃত্যু, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ওষুধের গুণমান সংক্রান্ত সতর্কতা এবং ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকা (Introduction)

- বিশ্বজুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী হওয়ায় ভারতকে প্রায়শই **"বিশ্বের ফার্মেসি"** (Pharmacy of the World) বলা হয়। তবে, সম্প্রতি ভারতীয় তৈরি দূষিত কাশির সিরাপের সাথে যুক্ত মৃত্যুর ঘটনাগুলি ওষুধের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রক তদারকির ফাঁকফোকরগুলিকে উন্মোচিত করেছে। এটি কেবল ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) বিক্রি সীমিত করার বাইরে গিয়ে একটি শক্তিশালী ফার্মাসিউটিক্যাল শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

ভারতে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের গুরুত্ব (Significance of the Pharmaceutical Industry in India)

১. **অর্থনৈতিক গুরুত্ব** (Economic Significance)

- **জেনেরিক ওষুধের বৃহত্তম সরবরাহকারী:** ভারত সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধের বৈশ্বিক চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করে।
- **বৈশ্বিক জেনেরিক রপ্তানির ২০%:** পরিমাণের দিক থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী জেনেরিক ওষুধ রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অবদান রাখে।
- **রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** এই খাতটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং সমগ্র ভ্যালু চেইন জুড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

২. **জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব** (Public Health Significance)

- **বিশ্বব্যাপী সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা:** ভারত ২০০-রও বেশি দেশে সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ রপ্তানি করে, যা বিশ্বজুড়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করে তোলে। ভারতীয় ওষুধের শীর্ষ আমদানিকারকদের মধ্যে রয়েছে **আমেরিকা (USA), যুক্তরাজ্য (UK), ব্রাজিল, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ আফ্রিকা**।
- **কোভিড-১৯-এর সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: 'ভ্যাকসিন মৈত্রী'** (Vaccine Maitri) উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ১০০টিরও বেশি দেশে ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি ভ্যাকসিনের ডোজ সরবরাহ করেছে, যা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভারতের স্বাস্থ্য কূটনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

৩. **কৌশলগত গুরুত্ব** (Strategic Significance)

- **স্বাস্থ্য কূটনীতি বৃদ্ধি:** ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানি চিকিৎসা সহায়তার মাধ্যমে অংশীদার দেশগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।
- **গ্লোবাল হেলথকেয়ার হাবের আকাঙ্ক্ষা:** ভারতকে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা এবং বায়োটেকনোলজি লিডার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যের জন্য একটি শক্তিশালী ফার্মা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **বৈশ্বিক সুনাম** (Global Reputation)

- **"গ্লোবাল সাউথের ফার্মেসি":** বহু উন্নয়নশীল দেশ সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে ভারতকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে।
- **বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রভাব:** ভারতীয় ওষুধের গুণমান এবং নিরাপত্তার সাথে বিশ্বজুড়ে মানুষের জনস্বাস্থ্যের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল সুরক্ষার মূল সমস্যা এবং কাশির সিরাপ সীমিত করার যৌক্তিকতা

১. **দূষিত কাঁচামাল** (Contaminated Raw Materials): ওষুধের উপাদানে **ইথিলিন গ্লাইকল** (EG) এবং **ডাইইথিলিন গ্লাইকল** (DEG)-এর মতো বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় এবং মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

২. **দুর্বল উৎপাদন অনুশীলন** (Weak Manufacturing Practices): **গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস** (GMP) সঠিকভাবে মেনে না চলা এবং খরচ কমানোর প্রবণতা ওষুধের গুণমান ও নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে।

৩. **অপর্যাপ্ত গুণমান পরীক্ষা** (Inadequate Quality Testing): কাঁচামাল এবং তৈরি পণ্য কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বাজারে দূষিত ওষুধ প্রবেশ করার সুযোগ পায়।

৪. **নিয়ন্ত্রক তদারকির ঘাটতি** (Regulatory Oversight Deficit): দুর্বল পরিদর্শন, নিয়মের শিথিল প্রয়োগ এবং জবাবদিহিতার অভাব ড্রাগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতাকে হ্রাস করে।

৫. **OTC কাশির সিরাপ থেকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি:** অনেক কাশির সিরাপে অ্যান্টিহিস্টামিন, ব্রঙ্কোডাইলেটর এবং ডিকনজেস্ট্যান্ট থাকে যা তন্দ্রাচ্ছন্নতা, কাঁপুনি এবং কার্ডিওভাসকুলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

৬. **অযৌক্তিক ব্যবহার এবং স্ব-চিকিৎসা:** প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক বিক্রি কাশির সিরাপের অপব্যবহার কমাতে পারে, স্ব-চিকিৎসাকে নিরুৎসাহিত করে এবং যোগ্য চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে বাধ্য করে।

ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রক কাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **দুর্বল নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা** (Weak Regulatory Capacity): ভারতের ড্রাগ রেগুলেটরি সিস্টেমে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে, যা ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিটগুলির কার্যকর পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারি সীমিত করে।

২. **খণ্ডিত শাসনব্যবস্থা** (Fragmented Governance): কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রক দায়িত্বের বিভাজন অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ এবং সমন্বয়ের ঘাটতি তৈরি করে।

৩. **অপর্যাপ্ত পরীক্ষাগার পরিকাঠামো** (Inadequate Testing Infrastructure): আধুনিক ও স্বীকৃত ল্যাবরেটরির ঘাটতি ওষুধের সময়োপযোগী এবং সঠিক গুণমান পরীক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে।

৪. **শিল্পের প্রতিরোধ** (Industry Resistance): উচ্চ কমপ্লায়েন্স খরচের উদ্বেগের কারণে কিছু নির্মাতা কঠোর গুণমান-নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করে।

৫. **দুর্বল প্রয়োগ** (Poor Enforcement): দুর্বল পরিদর্শন এবং মৃদু জরিমানা বা শাস্তির কারণে নিয়ম লঙ্ঘনকারীরা কোনো ভয় পায় না, ফলে আইন অমান্যের সংস্কৃতি বজায় থাকে।

৬. **ওটিসি সংস্কৃতির বিস্তার** (Prevalence of OTC Culture): ব্যাপক স্ব-চিকিৎসা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য ফার্মাসিস্টদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার এবং অপব্যবহার বাড়িয়ে তোলে।

দুর্বল ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রভাব (Implications of Weak Pharmaceutical Regulation)

A. **অভ্যন্তরীণ প্রভাব** (Domestic Implications)

১. **জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি:** নিম্নমানের বা দূষিত ওষুধের সরবরাহ মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, চিকিৎসার ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটি সামগ্রিক রোগের বোঝা বাড়ায়।

২. **জনবিশ্বাসের অবক্ষয়:** নিম্নমানের ওষুধের বারবার পুনরাবৃত্তি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি নাগরিকদের আস্থা দুর্বল করে।

৩. **অর্থনৈতিক ব্যয়:** ওষুধের সুরক্ষা ব্যর্থতার কারণে অতিরিক্ত চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি এবং পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এটি ফার্মা কোম্পানি এবং সরকারকে আইনি দায়বদ্ধতা ও ক্ষতিপূরণের মুখোমুখি করে।

B. **আন্তর্জাতিক প্রভাব** (International Implications)

৪. **ভারতের সুনামের ক্ষতি:** গুণমানের ঘাটতি "বিশ্বের ফার্মেসি" হিসেবে ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের দূষিত আই-ড্রপ (Eye-drop) সংকটের কারণে মৃত্যু এবং স্থায়ী দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঘটনা ঘটে, যার ফলে ইউ.এস. এফডিএ (U.S. FDA) সংশ্লিষ্ট ভারতীয় প্রস্তুতকারককে ইম্পোর্ট অ্যালার্টে রাখে, যা ভারতের নির্ভরযোগ্যতাকে বড় ধাক্কা দেয়।

৫. **ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানির ওপর হুমকি:** আমদানিকারক দেশগুলি ভারতীয় ওষুধের ওপর কঠোর গুণমান পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক বাধা বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে, যা রপ্তানি আয় এবং শিল্পের বৃদ্ধিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

৬. **বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্বেগ:** যেহেতু ভারতীয় ওষুধ বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা হয়, গুণমান ব্যর্থতা একাধিক দেশে জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করতে পারে, যা একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়।

বিভিন্ন কমিটি এবং নীতিমালার মূল সংস্কার সুপারিশসমূহ

১. **মাশেলকর কমিটি** (Mashelkar Committee - 2003)**:** সমগ্র ভারতে অভিন্ন গুণমান নিশ্চিত করতে একটি পেশাদারভাবে পরিচালিত এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ড্রাগ রেগুলেটরি সিস্টেমের সুপারিশ করেছিল।

২. **রঞ্জিত রায় চৌধুরী বিশেষজ্ঞ কমিটি** (Ranjit Roy Chaudhury Expert Committee - 2013)**:** ড্রাগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে CDSCO-এর জন্য আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন, স্বচ্ছতা এবং বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার পক্ষে সওয়াল করেছিল।

৩. **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি** (Parliamentary Standing Committee on Health - 59th Report, 2012)**:** স্বার্থের সংঘাত দূর করে এবং নিয়ন্ত্রক তদারকি জোরদার করে ড্রাগ অনুমোদন প্রক্রিয়ার একটি ব্যাপক ওভারহলের আহ্বান জানিয়েছিল।

৪. **জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি** (National Health Policy - 2017)**:** নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ নিশ্চিত করতে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, আধুনিক পরীক্ষার পরিকাঠামো এবং শক্তিশালী গুণমান আশ্বাসের ওপর জোর দিয়েছিল।

করণীয় বা পথনির্দেশ (Way Forward)

১. **গুণমান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা:** কাঁচামালের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা, উন্নত অ্যানালিটিক্যাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্বাধীন থার্ড-পার্টি অডিটের মাধ্যমে ওষুধ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর আগেই তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

২. **নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা বৃদ্ধি:** আরও বেশি ড্রাগ ইন্সপেক্টর নিয়োগ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ উন্নত করা এবং রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগগুলিকে শক্তিশালী করলে ফার্মা স্ট্যান্ডার্ডগুলির আরও কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হবে।

৩. **পরীক্ষা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ:** রাজ্যগুলিতে সুসজ্জিত পরীক্ষাগার স্থাপন এবং ডিজিটাল ব্যাচ-ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করলে গুণমান মূল্যায়নের গতি, সঠিকতা এবং ট্রেসেবিলিটি বৃদ্ধি পাবে।

৪. **কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা:** ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শন, আইন লঙ্ঘনের জন্য কঠোর জরিমানা এবং গুরুতর গাফিলতির ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা (Criminal liability) নির্ধারণ করলে তা অ-কমপ্লায়েন্সের বিরুদ্ধে একটি জোরালো প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

৫. **ফার্মাকোভিজিল্যান্স শক্তিশালী করা:** প্রতিকূল ড্রাগ প্রতিক্রিয়ার রিপোর্টিং সিস্টেম এবং রিয়েল-টাইম নজরদারি ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধের সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে এবং সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে।

৬. **নিয়ন্ত্রক সংস্কার সাধন:** CDSCO এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় এবং একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রক কাঠামো অভিন্ন মানদণ্ড এবং বৃহত্তর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

৭. **ওষুধের দায়িত্বশীল ব্যবহার প্রচার:** স্ব-চিকিৎসার বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক অভিযান এবং প্রেসক্রিপশনের নিয়মের কঠোর প্রয়োগ ওষুধের যৌক্তিক ও নিরাপদ ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে পারে।

উপসংহার (Conclusion)

- যে দেশ বিশ্বকে ওষুধ সরবরাহ করে, তার জন্য ওষুধের নিরাপত্তা কেবল একটি নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি কৌশলগত অনস্বীকার্য বিষয়। ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল সাফল্য কেবল সাশ্রয়ী মূল্য এবং স্কেলের ওপর নয়, বরং সমানভাবে গুণমান, বিশ্বাস এবং জবাবদিহিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

Q. India's status as the 'Pharmacy of the World' depends not only on affordable medicines but also on robust regulatory oversight. Discuss the challenges facing pharmaceutical regulation in India and the reforms required to address them. 15 Marks

2.1.10. ভারতের ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা ভারতের **ডিজিটাল পরিকাঠামো বা ইনফাস্ট্রাকচারের** অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্বল দিকগুলোকে সামনে এনেছে। এটি আমাদের সংকেত দিচ্ছে যে, বর্তমানের **"সফটওয়্যার-দ্বারা চালিত"** (software-defined) নেটওয়ার্কগুলোই এখন জাতীয় নিরাপত্তার নতুন যুদ্ধক্ষেত্র:

- **সিসিটিভি লঙ্ঘন (এপ্রিল ২০২৬):** ভারতের কৌশলগত প্রতিরক্ষা সম্পদের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য শত্রুভাবাপন্ন কিছু পক্ষ ভারতের **ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন** (CCTV) নেটওয়ার্ক হ্যাক করে। এই নিরাপত্তার দুর্বলতার মূল কারণ ছিল সিসিটিভি যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত **'ইসি-ক্লাউড'** (EseeCloud) নামক একটি চীনা সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম।
- **ক্লাউড পরিষেবা ব্যবহারে বাধা (জুলাই ২০২৫): নয়ারা এনার্জি** (Nayara Energy) নামক সংস্থাকে হঠাৎ করেই তাদের কর্পোরেট ইমেল, তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম এবং ক্লাউডে জমা রাখা সমস্ত ডেটা ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়। এটি ঘটেছিল কারণ রুশ জ্বালানি সংস্থা **রোজনেফট** (Rosneft)-এর মালিকানা অংশ থাকার কারণে, মার্কিন সংস্থা **মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন** নয়ারা এনার্জির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) নিষেধাজ্ঞা একতরফাভাবে কার্যকর করেছিল।

মূল নিরাপত্তা উদ্বেগ ও দুর্বলতা

- **ডেটার ওপর বিদেশী আইনি একাধিপত্য (Extraterritorial Jurisdiction of Data):** কোনো ডেটা বা তথ্য শারীরিকভাবে ভারতের ভেতরে জমা থাকলেও, বৈশ্বিক ডেটা গভর্ন্যান্সের বা নীতিমালার কারণে বিদেশী সরকারগুলো তাদের দেশের প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে সেই ডেটা হস্তান্তর করতে বা পরিষেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করতে পারে।
- **কার্যকর নিয়ন্ত্রণের হাতবদল (Shift of Effective Control):** দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল পরিকাঠামো (যেমন— আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন বা অথেন্টিকেশন সিস্টেম, প্রোডাক্টিভিটি সফটওয়্যার এবং ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম)-এর মূল নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় সংস্থাগুলোর হাত থেকে চলে যাচ্ছে বিদেশী প্রযুক্তি জায়ান্ট এবং বিদেশী সরকারগুলোর হাতে।
- **যুদ্ধে সফটওয়্যার কোডের অস্ত্রায়ন (Weaponization of Code in Warfare):** আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো (যেমন— যুদ্ধবিমান, মিসাইল সিস্টেম এবং উন্নত রাডার) এখন হার্ডওয়্যারের চেয়ে ভেতরের **এমবেডেড সফটওয়্যার কোডের**

(embedded software code) ওপর বেশি নির্ভরশীল। বিদেশী প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো দূর থেকেই সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে এই কাজগুলো করতে পারে:

1. লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার নির্ভুলতা বা **টার্গেটিং এক্যুরেসি কমিয়ে দেওয়া**।
2. যুদ্ধাস্ত্রের কার্যকর পাল্লা বা **অপারেশনাল রেঞ্জ হ্রাস করা**।
3. যুদ্ধের ময়দানের অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য বা **ব্যাটেলফিল্ড ইন্টেলিজেন্স শত্রুদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া**।

- **ঐতিহাসিক উদাহরণ (Historical Precedent): ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধের** সময়, পার্বত্য অঞ্চলে পথনির্দেশ এবং নিখুঁত নিশানা লাগানোর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে **সঠিক জিপিএস (GPS) সহায়তা দিতে অস্বীকার** করা হয়েছিল।

বৈশ্বিক প্রবণতা: নিজস্ব প্রযুক্তির দিকে যাত্রা

বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য থাকা ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর থেকে তাদের নির্ভরশীলতা কমাতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে:

- **ফ্রান্স:** ২০২৭ সালের মধ্যে তাদের সমস্ত সরকারি বিভাগকে 'মাইক্রোসফ্ট টিমস' এবং 'জুম' থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের তৈরি **সার্বভৌম ভিডিও-কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মে** নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।
- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং অন্যান্য দেশ:** নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক এবং জার্মানির বেশ কয়েকটি রাজ্য মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, এক্সেল এবং আউটলুকের মতো প্রয়োজনীয় মার্কিন সফটওয়্যারগুলোর বিকল্প হিসেবে **ঘরোয়া বা অভ্যন্তরীণ বিকল্পের সন্ধান** করছে।
- **তুরস্ক (Türkiye):** নিজেদের কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখতে বিদেশী প্রযুক্তির ওপর **নির্ভরশীলতা দ্রুত কমিয়ে আনছে**।

ভারতের অনন্য ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

'পাওয়ার ট্রানজিশন থিওরি' বা ক্ষমতা পরিবর্তন তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ:

- **তত্ত্বটি কী:** এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন কোনো উদীয়মান শক্তিশালী দেশ নিজের কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রেখে বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত কোনো পরাশক্তির সমকক্ষ হতে যায়, তখন সেই পরাশক্তি সর্বদাই উদীয়মান দেশটিকে **নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিহত করার চেষ্টা করে** (যেমনটা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে ঘটছে)।
- **ভারতের উভয়সংকট (The Indian Dilemma):** দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে ভারত যখন এই শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, তখন ভারতের সামনে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে—ভারতকে এমন একটি **প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে** নিজের অর্থনৈতিক ও সামরিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হচ্ছে, যা বর্তমানে বিদেশী শক্তির প্রভাবে দুর্বল।

এখানে শেষ অংশের সম্পূর্ণ, সাবলীল এবং নির্ভুল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। আগের অংশের মতোই এটিও আপনার ওয়ার্ড ফাইলে (Word File) সরাসরি কপি করে নেওয়ার উপযোগী করে সাজানো হয়েছে:

ভবিষ্যতের পথ

ক) প্রতিরক্ষা উৎপাদন মডেলের সংস্কার

- **সরকারি খাত থেকে বেসরকারি খাতের দিকে স্থানান্তর (Shift from Public to Private Sector):** প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ভারতের অতিরিক্ত সরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে ব্যাপক দেরি হয়েছে (যেমন—১৯৮০-এর দশকে শুরু হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ **স্বদেশী যুদ্ধবিমান কর্মসূচি বা indigenous fighter aircraft program** শেষ হতে বিলম্ব হওয়া)।

- **মার্কিন মডেল অনুসরণ (Adopt the US Model):** ভারতকে এমন একটি ব্যবস্থা অনুকরণ করতে হবে যেখানে সরকারি গবেষণা তহবিল (research funding) এবং নিশ্চিত ক্রয়ের (assured procurement) প্রতিশ্রুতি পেয়ে **বেসরকারি কর্পোরেশনগুলো** অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সক্ষমতা তৈরি করে।
- **সাম্প্রতিক অগ্রগতি (Recent Progress):** একটি প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোর অধীনে ভারতের নিজস্ব Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) বা উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমান তৈরির প্রজেক্টে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

খ) কৌশলগত প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব

সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার (যেমনটা চীন করেছে) পথ না বেছে, ভারতকে বিশ্বস্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাধ্যমে **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (interdependence)** বজায় রাখতে হবে, যা একতরফাভাবে পরিষেবা বন্ধ করার ঝুঁকি কমায়:

- **যৌথ উন্নয়ন (Co-development):** ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে সফলভাবে তৈরি হওয়া **ব্রহ্মোস (BrahMos) মিসাইল প্রোগ্রামের** দুর্দান্ত সাফল্যকে অন্য ক্ষেত্রেও অনুকরণ করতে হবে।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরাপত্তা (Supply Chain Security):** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সাপ্লাই-চেইন নিরাপত্তার জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ **'প্যাক্স সিলিকা'** (Pax Silica)-র সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করতে হবে, যাতে শত্রুভাবাপন্ন দেশের প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো যায়।

গ) গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) খাতের ঘাটতি পূরণ

- **মূল সমস্যা (The Problem):** ২০০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গবেষণার পেছনে ভারতের মোট খরচ (GERD) ছিল দেশের মোট জিডিপির মাত্র **০.৭৪%**, যা বৈশ্বিক গড় **২.০৭%**-এর তুলনায় অনেক কম।
- **সমাধান (The Solution):** ভবিষ্যতে দেশের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে ভারতকে অতি দ্রুত তার **সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) খাতের খরচ** বাড়াতে হবে এবং বৈশ্বিক স্তরের সমকক্ষ করে তুলতে হবে।

উপসংহার

ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যা এবং বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দেশের জন্য **ব্যাপক প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব** অর্জন করা এখন আর কোনো ঐচ্ছিক বিলাসিতা নয়, বরং এটি একটি **কৌশলগত বাধ্যবাধকতা**। এই বিদেশী ডিজিটাল নির্ভরশীলতা ভারত কত সফলভাবে কমিয়ে আনতে পারবে, তার ওপরই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে আগামী দিনে একটি খণ্ড-বিখণ্ড আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং নিজস্ব **কৌশলগত স্বাধীনতা (strategic autonomy)**।

Q. Recent incidents involving foreign-controlled software and cloud services have exposed vulnerabilities in India's digital ecosystem. Critically analyse the implications of such dependence for governance, economy, and national security. 15 Marks

2.1.11. পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ পরীক্ষা: সত্য, গোপনীয়তা এবং ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা

প্রেক্ষাপট

সিপি বনাম এপি (CP vs AP) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা কেবল সর্বশেষ উপায় (last resort) হিসেবেই নির্দেশ করা উচিত, যখন অন্য কোনো প্রমাণের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করা সম্ভব নয়। এই রায়টি বৈজ্ঞানিক সত্য, গোপনীয়তা (Privacy), শিশুর মর্যাদা এবং ন্যায়ের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

মূল সাংবিধানিক নীতিসমূহ গোপনীয়তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১): কে. এস. পুট্টাস্বামী রায়ে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো ব্যক্তির শারীরিক স্বায়ত্তশাসন (bodily autonomy), বংশগত বা জেনেটিক তথ্য এবং ব্যক্তিগত মর্যাদাকে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে।

- **নিজের পরিচয় জানার অধিকার:** পরিচয়, উত্তরাধিকার এবং মানসিক সুস্থতার জন্য নিজের জৈবিক পিতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির বৈধ স্বার্থ রয়েছে।
- **শিশুর মর্যাদা এবং সর্বোত্তম স্বার্থ:** আইন শিশুদের **অবৈধতার কলঙ্ক** থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের সামাজিক ও আইনি মর্যাদা সুরক্ষিত করতে চায়।
- **ন্যায়ের স্বার্থ:** আদালতকে সত্য উদঘাটন করতে হবে, তবে একই সাথে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো ব্যক্তির **মৌলিক অধিকার** চরমভাবে বা অসমঞ্জসভাবে লঙ্ঘিত না হয়।

আইনি কাঠামো ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), ২০২৩ *(পূর্ববর্তী নাম: ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২)*

এই আইনে বৈধতার অনুমানকে (presumption of legitimacy) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, একটি বৈধ বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন কোনো শিশুর জন্ম হলে, তাকে সেই বিবাহিত দম্পতির বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে। ফলস্বরূপ, পিতৃত্ব প্রমাণ করার দায় শিশুর ওপর বা যে ব্যক্তি পিতৃত্ব নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন তার ওপর থাকে না, বরং যিনি পিতৃত্বকে অস্বীকার বা চ্যালেঞ্জ করছেন, প্রমাণের দায় (burden of proof) তার ওপর বর্তায়।

এই আইনি অনুমানের উদ্দেশ্যসমূহ: * **সামাজিক কলঙ্ক থেকে শিশুদের রক্ষা করা:** এটি শিশুদের 'অবৈধ' বা জারজ তকমা পাওয়ার সামাজিক ও মানসিক পরিণতি থেকে রক্ষা করে।

- **পারিবারিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** এটি বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভাঙন রোধ করে।
- **গোপনীয়তা রক্ষা করা:** এটি পারিবারিক অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অযথা অনুসন্ধানকে নিরুৎসাহিত করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করে।

অতএব, আইনি কাঠামোটি শিশুর বৈধতা ও মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেয়। এই আইনি অনুমানকে কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে, যখন অত্যন্ত জোরালো, বাধ্যকারী এবং প্রয়োজনে শক্তিশালী **বৈজ্ঞানিক প্রমাণ** উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

পিতৃত্বের বিরোধে ডিএনএ পরীক্ষার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন

প্রথম পর্যায়: বৈধতা রক্ষা (সংকীর্ণ বা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি)

গৌতম কুন্ডু মামলা: ডিএনএ পরীক্ষাকে মামুলি বা রুটিন বিষয় হিসেবে নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

- **শ্রী বেনারসি দাস মামলা:** ডিএনএ পরীক্ষার প্রতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
  - শুধুমাত্র কৌতুহল মেটানোর জন্য আদালতের পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।
  - সামাজিক ও পারিবারিক পরিণতি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।
  - বৈধতা রক্ষাই আদালতের প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল।
- **আদালতের মূল ফোকাস:** বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ধারণের চেয়ে বৈধতা রক্ষা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো।

দ্বিতীয় পর্যায়: বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বীকৃতি

রোহিত শেখর–এন.ডি. তিওয়ারি মামলা: গোপনীয়তার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আদালত ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেয়।

- **নন্দলাল বাসুদেও বাদওয়াইক মামলা:** আইনি অনুমানের চেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

- ডিএনএ প্রমাণকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং **চূড়ান্ত** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালতকে বৈজ্ঞানিক সত্য বিবেচনা করতে হবে।
- প্রমাণিত জৈবিক সত্যের বিরুদ্ধে আইনি কল্পনা বা অনুমান টিকতে পারে না।

- **দীপান্বিতা রায় মামলা:** মামলার মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় মনে হলে ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।
  - পরীক্ষা করতে অস্বীকার করলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে **প্রতিকূল অনুমান** (adverse inference) হিসেবে গণ্য হতে পারে।
  - বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিরোধপূর্ণ তথ্য সমাধানে সহায়তা করতে পারে।
- **আদালতের মূল ফোকাস:** নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করা।

তৃতীয় পর্যায়: গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি

কে. এস. পুট্টাস্বামী মামলা: গোপনীয়তাকে অনুচ্ছেদ ২১-এর অধীনে একটি মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- **আদালতের মূল ফোকাস:** গোপনীয়তা, শারীরিক স্বায়ত্তশাসন এবং জেনেটিক তথ্যের সুরক্ষা।

চতুর্থ পর্যায়: সত্য এবং গোপনীয়তার ভারসাম্য রক্ষা

অপর্ণা অজিন্ক্য ফিরোদিয়া মামলা: ডিএনএ পরীক্ষা কেবল তখনই নির্দেশ করা উচিত যখন এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

- **ইভান রথিনাম মামলা (Ivan Rathinam Judgment):** গোপনীয়তা বা সত্য জানার অধিকার—কোনোটিই **পরম বা সীমাহীন** (absolute) নয়।
  - আদালতকে পারস্পরিক বিরোধী সাংবিধানিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
  - শিশুর মর্যাদা এবং সামাজিক পরিণতি সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকবে।
  - পরীক্ষাটি করা যৌক্তিক কি না, তা কেবল এর প্রয়োজনীয়তা দেখেই নির্ধারণ করতে হবে।
- **সিপি বনাম এপি মামলা (CP vs AP Judgment):** ডিএনএ পরীক্ষা তখনই গ্রহণযোগ্য যখন পিতৃত্ব সরাসরি বিরোধের মধ্যে থাকে।
  - বিষয়টি সমাধানের জন্য বিদ্যমান প্রমাণ অপর্যাপ্ত হতে হবে।
  - ন্যায়ের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ধারণ অপরিহার্য হতে হবে।
  - এই পরীক্ষাটিকে অবশ্যই আনুপাতিকতার শর্ত পূরণ করতে হবে।
- **বর্তমান অবস্থান:** ডিএনএ পরীক্ষা হলো একটি **সর্বশেষ উপায়** (measure of last resort), যা কেবল তখনই অনুমোদিত যখন এটি ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আনুপাতিক এবং অপরিহার্য।

চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যাসমূহ

- **গোপনীয়তার উদ্বেগ:** বাধ্যতামূলক ডিএনএ পরীক্ষার ফলে সংবেদনশীল জেনেটিক তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা হতে পারে, যা সরাসরি শারীরিক স্বায়ত্তশাসনকে প্রভাবিত করে। এটি ব্যক্তিগত জৈবিক তথ্যের অপব্যবহার, অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।
- **শিশুর মর্যাদার ওপর প্রভাব:** পিতৃত্বের বিরোধ শিশুদের অবৈধতার সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক আঘাতের মুখোমুখি করতে পারে। এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘদিনের পিতা-মাতার সম্পর্কের মধ্যেও ফাটল ধরাতে পারে।

- **আইনি অনুমান এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব:** সাক্ষ্য আইনের অধীনে বৈধতার আইনি অনুমান কখনো কখনো চূড়ান্ত ফরেনসিক ডিএনএ ফলাফলের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং জৈবিক সত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি বড় উত্তেজনা তৈরি করে।
- **নৈতিক উদ্বেগ:** ডিএনএ পরীক্ষা সম্মতির (consent) বিষয়টিকে সামনে আনে, বিশেষ করে যখন ব্যক্তিদের আদালত দ্বারা পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়। ব্যক্তিগত বিরোধে এর অপব্যবহার এবং জেনেটিক তথ্যের অনৈতিক হ্যান্ডলিংয়ের ঝুঁকিও থাকে।
- **বিচারিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা (Judicial Subjectivity):** "প্রয়োজনীয়তা" এবং "আনুপাতিকতা"-র মতো শব্দগুলো ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে বিভিন্ন আদালতের রায়ে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। এটি একই ধরনের পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলের জন্ম দিতে পারে।

পথ নির্দেশ

1. **ডিএনএ পরীক্ষাকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করা:** ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ কেবল তখনই দেওয়া উচিত যখন অন্য কোনো প্রমাণ পিতৃত্বের প্রশ্নটি কার্যকরভাবে সমাধান করতে পারে না। এটি আদালতের সত্য উদঘাটনের প্রক্রিয়া সচল রাখার পাশাপাশি গোপনীয়তায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে।
1. **উপাত্ত সুরক্ষা বা ডেটা সুরক্ষা জোরদার করা:** জেনেটিক তথ্যের অপব্যবহার এবং অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য কঠোর আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন। তথ্যগত গোপনীয়তা এবং শারীরিক স্বায়ত্তশাসন রক্ষার জন্য এটি অপরিহার্য।
2. **শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Child-Centric Approach):** আদালতকে অন্যান্য সমস্ত স্বার্থের ঊর্ধ্বে শিশুর মর্যাদা, কল্যাণ এবং মানসিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামাজিক কলঙ্ক এবং মানসিক ক্ষতি থেকে শিশুকে রক্ষা করাই হবে প্রধান লক্ষ্য।
3. **অভিন্ন বিচারিক নির্দেশিকা (Uniform Judicial Guidelines):** কখন ডিএনএ পরীক্ষা প্রয়োজনীয় তা নির্ধারণে আদালতগুলোকে গাইড করার জন্য স্পষ্ট এবং মানসম্মত মানদণ্ড তৈরি করা উচিত। এটি অসঙ্গতি কমাবে এবং বিচারিক পূর্বাভাসযোগ্যতা নিশ্চিত করবে।
4. **আনুপাতিকতার মাধ্যমে অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা:** সত্যের প্রয়োজনের সাথে গোপনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখতে কে. এস. পুট্টাস্বামী রায়ে দেওয়া **আনুপাতিকতার পরীক্ষা (proportionality test)** কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে যেন সবচেয়ে কম হস্তক্ষেপকারী বিকল্পটি বেছে নেওয়া হয়।
5. **গোপন বিচারিক প্রক্রিয়া (Confidential Handling of Proceedings):** সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের গোপনীয়তা এবং সুনাম রক্ষার জন্য পিতৃত্ব সংক্রান্ত ডিএনএ মামলাগুলো অত্যন্ত কঠোর গোপনীয়তার সাথে পরিচালনা করা উচিত। এটি অপ্রয়োজনীয় জনসমক্ষে প্রকাশ এবং সামাজিক কলঙ্ক রোধ করবে।

উপসংহার

ভারতীয় আইনশাস্ত্র বা বিচারব্যবস্থা শুধুমাত্র শিশুর বৈধতা রক্ষা করার পুরনো অবস্থান থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে গোপনীয়তা ও মর্যাদার ভারসাম্য রক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। পুট্টাস্বামী রায়ের পর, ডিএনএ পরীক্ষাকে কেবল একটি সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমতি দেওয়া হয়, যা নিশ্চিত করে যে সত্যের সন্ধান যেন সর্বদা মানুষের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার এবং মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

Q. The Supreme Court has evolved a nuanced approach in ordering DNA tests in paternity disputes, balancing scientific truth with privacy and dignity. Discuss in the context of post-Puttaswamy jurisprudence. 15 Marks

2.1.12. আইনের ওপর কারও একাধিপত্য থাকা উচিত নয়

কেন এটি সাম্প্রতিক খবরে এসেছে?

জন বিশ্বাস আইনের (Jan Vishwas Act) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাব করেছেন যে, সরকারের সমস্ত অধ্যাদেশ, নিয়মাবলী, মানদণ্ড, নির্দেশিকা এবং বিজ্ঞপ্তি একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। বিশেষ করে **ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (IRC)** এবং **ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS)**-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর জারি করা বিভিন্ন মানদণ্ডে জনসাধারণের বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর এই বিষয়টি সবার নজরে আসে।

ভূমিকা

একটি সুস্থ গণতন্ত্রের অন্যতম দাবি হলো দেশের নাগরিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইন, কানুন এবং মানদণ্ডগুলো সম্পর্কে জানবেন। তবে, আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সরকারের জারি করা অনেক মানদণ্ড এবং নিয়মাবলী সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বা দুর্গম রয়ে গেছে। **"আইনের ওপর কারও একাধিপত্য থাকা উচিত নয়"**—এই মূল নীতিটি জোর দিয়ে বলে যে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইনি নিয়ম ও জননিরাপত্তার মানদণ্ডগুলো সর্বদা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত (Public Domain) থাকা আবশ্যক।

সরকারি অধ্যাদেশ বা আদেশনামা কী?

সরকারি অধ্যাদেশ বা আদেশনামা বলতে সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নির্দেশনাবলীকে বোঝায়, যা নাগরিকদের আচরণ এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

উদাহরণ

- সংসদ কর্তৃক পাস হওয়া **আইন এবং অ্যাক্টসমূহ**
- **নিয়ম এবং প্রবিধান** (Rules and Regulations)
- **সরকারি আদেশ** (Government Orders - GOs)
- **পরিপত্র এবং বিজ্ঞপ্তি** (Circulars and Notifications)
- **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরাস** (SOPs)
- **নির্দেশিকা এবং পরামর্শাবলী** (Guidelines and Advisories)
- **জননিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ড** (যেমন—BIS, IRC ইত্যাদি)

গুরুত্ব

- **নাগরিকদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে:** এগুলো নির্দিষ্ট করে দেয় যে নাগরিকরা কী করতে পারবেন, কী করা তাদের কর্তব্য বা কোন কাজগুলো নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং নিয়মের প্রয়োগ পরিচালনা করে:** এগুলো সরকারি সংস্থাগুলোকে আইন বাস্তবায়ন, নিয়ম কার্যকর এবং দেশজুড়ে অভিন্ন শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর পরিকাঠামো প্রদান করে।
- **বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করে:** আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আইন ব্যাখ্যা করার সময় এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করার সময় প্রায়শই এই মানদণ্ড ও নিয়মাবলীর ওপর নির্ভর করে।

সরকারি মানদণ্ডে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ?

1. **আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে:** জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও মানদণ্ড সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফলে তারা স্বেচ্ছায় আইন মেনে চলতে পারেন এবং প্রশাসনের স্বৈরাচারী বা খামখেয়ালী আচরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
2. **স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে:** উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সাধারণ নাগরিক, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজকে (Civil Society) সরকারের কাজকর্মের ওপর নজর রাখার সুযোগ দেয়, যা একটি দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
3. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়ায়:** আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের সহজলভ্যতা নাগরিকদের জনসাধারণের বিভিন্ন বিতর্ক, আলোচনা এবং নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশ নিতে ক্ষমতায়ন করে।
4. **অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে:** মানদণ্ডগুলো সহজে পাওয়া গেলে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে MSME **(ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প)** এবং স্টার্টআপগুলোর জন্য নিয়মকানুন মেনে চলা সহজ হয়, ব্যবসার খরচ কমে এবং বাজারে তাদের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়ে।
5. **জননিরাপত্তা নিশ্চিত করে:** নিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলো জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য হলে সাধারণ মানুষ, পেশাদার ব্যক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রগুলো এমন সেরা উপায়গুলো (Best Practices) বেছে নিতে পারে যা জীবন, স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি রক্ষা করে।
6. **গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে:** উন্মুক্ত মানদণ্ডগুলো জটিল কারিগরি তথ্যের বাধা দূর করে একাডেমিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং জ্ঞান ভাগাভাগি করার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

সাংবিধানিক এবং আইনি ভিত্তি

1. **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক): বাক ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার (Article 19(1)(a))** আইন, নিয়মকানুন এবং মানদণ্ড জানার অধিকার হলো নাগরিকদের সচেতনভাবে মতামত প্রকাশ, নিজেদের মেলে ধরা এবং কার্যকরভাবে **তথ্য জানার অধিকার (RTI)** প্রয়োগ করার একটি পূর্বশর্ত।
2. **অনুচ্ছেদ ১৪: আইনের চোখে সমতা (Article 14)** আইনি তথ্যের সমান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে যে দেশের সব নাগরিক সমানভাবে আইনের অধীন এবং আইনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকবেন। এটি তথ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অসমতা দূর করে।
3. **অনুচ্ছেদ ২১: জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (Article 21)** নিরাপত্তার মানদণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকলে নাগরিকরা তাদের অধিকার ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন, যা তাদের জীবন, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
4. **তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ (Right to Information Act, 2005)** এই আইনটি সরকারের কাছে থাকা তথ্যগুলোর স্বচ্ছতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের (Proactive Disclosure) ওপর জোর দেয়, যা আইন, নিয়ম, মানদণ্ড এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলোতে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারকে আরও শক্তিশালী করে।

সরকারি মানদণ্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বা চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **টাকা বা ফির বিনিময়ে প্রবেশাধিকার:** মানদণ্ড বা নিয়মগুলো ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ফি বা টাকা ধার্য করার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিশেষ করে শিক্ষার্থী, গবেষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য আইনানুগ নিয়মকানুন মেনে চলা বা বাধ্যবাধকতা পূরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **বিক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো:** প্রয়োজনীয় নিয়ম ও মানদণ্ডগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নিয়ামক সংস্থা এবং আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার কারণে আসল ও নির্ভরযোগ্য আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলো খুঁজে বের করা এবং তা সংগ্রহ করা অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

৩. **ছায়া প্রবিধান বা অলিখিত নিয়ম:** প্রশাসনে এমন প্রচুর পরিপত্র, পরামর্শাবলী এবং বিভাগীয় নির্দেশনাবলী রয়েছে যা সরকারি শাসনব্যবস্থা ও নিয়ম পালনের প্রক্রিয়াকে সরাসরি প্রভাবিত করে, অথচ এগুলো জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছায় না বা সহজলভ্য নয়।

৪. **সীমিত ডিজিটাল সহজলভ্যতা:** অনেক সরকারি মানদণ্ড অনুসন্ধানযোগ্য, যন্ত্র-পাঠযোগ্য বা ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এর ফলে সেগুলোর ব্যবহারিক উপযোগিতা অনেকটাই কমে যায়।

৫. **কপিরাইট এবং মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ:** যেসব মানদণ্ড বা নিয়ম মূলত আইন হিসেবে কাজ করে, সেগুলোর ওপর মেধা সম্পত্তির অধিকার বা কপিরাইট দাবি করার ফলে বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং নাগরিকদের আইনি নিয়ম জানার অধিকারের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা তৈরি হয়।

বাস্তব উদাহরণ বা ঘটনা সমীক্ষা: ভারতীয় মানদণ্ড ব্যুরো

- **পূর্ববর্তী পরিস্থিতি:**
  - এই সংস্থার মানদণ্ডগুলো মূলত নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে কিনতে হতো।
  - শাসনতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের জন্য এর সহজলভ্যতা ছিল খুবই সীমিত (বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে)।
- **ফলাফল:**
  - আইনি ও নীতিগত নানামুখী আলোচনার পর, এই সংস্থা তাদের মানদণ্ডগুলো অনলাইনে বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করতে শুরু করে।
  - এর ফলে প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণমূলক উপযোগিতা না কমিয়েই জনসাধারণের প্রবেশাধিকার উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।
- **মূল শিক্ষা:**
  - মানদণ্ড বা নিয়মগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলে তা প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে না, বরং নিয়মকানুন মানার প্রবণতা এবং জনসচেতনতা আরও শক্তিশালী করে।

বৈশ্বিক সেরা উদাহরণ ও চর্চা

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:**
  - দেশটির সর্বোচ্চ আদালতের মূল নীতি: **"আইনের ওপর কারও একাধিপত্য বা ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।"**
  - সরকারের সমস্ত আইনি নথিপত্র সাধারণত জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে।
- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন:**
  - বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মানদণ্ডগুলোকে আইনের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।
  - সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারকে একটি সর্বোচ্চ জনস্বার্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **যুক্তরাজ্য:**
  - তারা রাজকীয় কপিরাইট ব্যবস্থা ব্যবহার করে।
  - তবে উন্মুক্ত সরকারি লাইসেন্সের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যাপকভাবে পুনরায় ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

জন বিশ্বাস কাঠামো এবং শাসন সংস্কার

প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

- একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার বা মাধ্যমে সরকারের সমস্ত অধ্যাদেশ ও আদেশনামা প্রকাশ করা।

- অপ্রকাশিত কোনো আইনি দলিল বা নির্দেশিকার কোনো আইনি বৈধতা থাকবে না।
- **"ছায়া প্রবিধান"** বা অলিখিত নিয়মগুলোর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো।
- নিয়মকানুন মেনে চলার প্রক্রিয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে আরও সহজতর করা।

শাসনতান্ত্রিক সুবিধাসমূহ

- **স্বচ্ছতা:** সমস্ত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক দলিলে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হলে সরকারের কার্যকলাপে উন্মুক্ততা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।
- **পূর্বাভাসযোগ্যতা:** স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নিয়মাবলীর কারণে নাগরিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং আরও বেশি নিশ্চিততার সাথে তাদের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতে পারে।
- **ব্যবসা করার সহজ পরিবেশ:** সহজে পাওয়া যায় এমন নিয়মকানুন তথ্যের বাধা দূর করে, আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ সহজ করে এবং একটি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে।
- **মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস:** আইনের অধিক স্পষ্টতা এবং সহজলভ্যতা অস্পষ্টতা, অজ্ঞতা বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে তৈরি হওয়া আইনি বিরোধগুলোকে অনেকটাই কমিয়ে আনে।
- **উন্নত নিয়মানুবর্তিতা:** নাগরিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন প্রযোজ্য মানদণ্ড ও নিয়মগুলো সহজে বুঝতে ও দেখতে পারে, তখন তাদের পক্ষে সেই নিয়মগুলো মেনে চলার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

ভবিষ্যতের পথ বা সমাধান

১. **একটি সমন্বিত আইনি তথ্য পোর্টাল তৈরি করা:** একটি বর্ধিত একক জাতীয় আইনি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা উচিত, যা সমস্ত আইন, মানদণ্ড, প্রবিধান এবং সরকারি নির্দেশাবলীতে সহজে প্রবেশের সুযোগ দেবে।

২. **"স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মুক্ত" নীতি গ্রহণ করা:** সরকারি নিয়ম ও মানদণ্ডগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত; কেবল জাতীয় নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার মতো ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলোতেই এতে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

৩. **কপিরাইট কাঠামো সংশোধন করা:** ভারতের উচিত একটি **"সরকারি কাজ"** সংক্রান্ত আইনি নীতি গ্রহণ করা, যাতে আইনি বা নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন সমস্ত নথি জনসাধারণের জন্য সর্বদা বিনামূল্যে সহজলভ্য থাকে।

৪. **নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের ডিজিটালাইজেশন এবং মানদণ্ড নির্ধারণ:** অনুসন্ধানযোগ্য এবং যন্ত্র-পাঠযোগ্য মাধ্যমে নিয়মকানুন প্রকাশ করলে তা ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন মেনে চলার প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করবে।

৫. **স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সরকারি সংস্থাগুলোর উচিত তথ্য জানার অধিকার আইনের মূল চেতনা মেনে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্য প্রকাশ করা, যাতে নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

৬. **নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করা:** যাচাইকৃত সরকারি তথ্যভাণ্ডারগুলোকেই আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যের একমাত্র সরকারি উৎস হিসেবে কাজ করতে হবে, যাতে তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করা যায় এবং ভুল তথ্য ছড়ানো রোধ করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

গণতন্ত্র তখনই সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন আইন সবার চোখে দৃশ্যমান, বোধগম্য এবং সহজলভ্য হয়। সরকারি মানদণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশিকাগুলো বিনামূল্যে সবার জন্য উন্মুক্ত করলে তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশীদারিত্ব এবং আইনের শাসনকে আরও শক্তিশালী করবে; যা নিশ্চিত করবে যে **জনসাধারণের জ্ঞান আসলেই একটি সাধারণ জনসম্পদ হিসেবে থাকবে**।

Q. Access to law is a prerequisite for democratic governance and rule of law. Discuss the need for making government standards, regulations, and public safety norms freely accessible to citizens. 15 Marks

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. ভারত-কানাডা কৌশলগত অক্ষ

প্রেক্ষাপট (Context)

India এবং Canada-এর মধ্যে 2026 সালের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সাম্প্রতিক কূটনৈতিক অমিল বা তিক্ততা (diplomatic frictions) থেকে বাস্তবসম্মত সহযোগিতা (pragmatic cooperation)-র দিকে একটি কৌশলগত রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। Canada-এর জন্য, US বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা হ্রাস করে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে তার ইন্ডো-প্যাসিফিক কৌশল (Indo-Pacific Strategy)-এর ক্ষেত্রে India একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। India-এর জন্য, Canada গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (critical minerals), উন্নত প্রযুক্তি (advanced technology), উচ্চ-মানের ইউরেনিয়াম (high-grade uranium) এবং একটি পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তর ও বিক্ষিত ভারত 2047 (Viksit Bharat 2047 vision)-এর লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি (institutional capital) প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করে।

ভারত-কানাডা সম্পর্কের স্তম্ভসমূহ

1. *অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য* (Economic Cooperation and Bilateral Trade)
   - CEPA ফ্রেমওয়ার্ক (CEPA Framework): উভয় দেশই একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA)-র জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনা পুনরায় শুরু করতে টার্মস অব রেফারেন্স (Terms of Reference - ToR) স্বাক্ষর করেছে, যার লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে USD 50 billion-এর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।
   - বিনিয়োগের প্রবাহ (Investment Flows): কানাডিয়ান পেনশন ফান্ড (Canadian Pension Funds) সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে, যা ভারতের অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং ডিজিটাল উদ্যোগে পুঞ্জীভূতভাবে USD 75 billion-এর বেশি বিনিয়োগ করেছে।
2. *জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ইউরেনিয়াম কূটনীতি* (Energy Security and Uranium Diplomacy)
   - ক্যামেকো চুক্তি (The Cameco Pact): ভারতের পরমাণু শক্তি বিভাগ (Department of Atomic Energy - DAE) 2047 সালের মধ্যে ভারতের 100 GW পারমাণবিক ক্ষমতা (nuclear capacity) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রায় জ্বালানি জোগাতে কানাডার Cameco-এর সাথে একটি USD 2.6 billion-এর চুক্তি সুরক্ষিত করেছে।
   - সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা (Supply Chain Resilience): একটি নতুন সমঝোতা স্মারক (MoU) নিরাপদ সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করতে এবং একচেটিয়া বাজারের আধিপত্যকে এড়িয়ে চলতে উভয় দেশকে G7 ক্রিটিক্যাল মিনারেলস অ্যাকশন প্ল্যান (G7 Critical Minerals Action Plan)-এর সাথে সংযুক্ত করে।
3. *বহুপাক্ষিক একীকরণ এবং মিনিলেটারেলিজম* (Multilateral Integration and Minilateralism)
   - জলবায়ু জোট (Climate Alliances): Canada ভারতের নেতৃত্বে গঠিত আন্তর্জাতিক সৌর জোট (International Solar Alliance - ISA) এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স (Global Biofuels Alliance - GBA)-এ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়ে তার পরিবেশগত কূটনীতি সম্প্রসারণ করছে।
   - ভূ-রাজনৈতিক সারিবদ্ধতা (Geopolitical Alignments): India ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশন (Indian Ocean Rim Association - IORA)-এ ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে যোগদানের জন্য Canada-এর আবেদনকে সমর্থন করেছে, এবং একই সাথে উভয় দেশ ত্রিপাক্ষিক অস্ট্রেলিয়া-কানাডা-ভারত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (Australia–Canada–India Technology and Innovation - ACITI) অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

4. *প্রতিরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (*Innovation, Defence, and Institutional Frameworks)
   - কৌশলগত নিরাপত্তা (Strategic Security): প্রথমবারের মতো ভারত-কানাডা প্রতিরক্ষা সংলাপ (India-Canada Defence Dialogue) প্রতিষ্ঠা প্রাতিষ্ঠানিক সামরিক-সামরিক যোগাযোগকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়।
   - খাদ্য নিরাপত্তা R&D (Food Security R&D): পুষ্টির ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার যৌথভাবে তৈরি করতে NIFTEM-Kundli (হরিয়ানা)-তে একটি যৌথ ডাল প্রোটিন এক্সিলেন্স সেন্টার (Joint Pulse Protein Centre of Excellence) স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
5. *সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং প্রবাসী সেতু (*Cultural Relations and the Diaspora Bridge)
   - জনসংখ্যার প্রভাব (Demographic Clout): 1.8 million-এর শক্তিশালী ভারতীয় প্রবাসী (Indian diaspora) (যা Canada-এর জনসংখ্যার প্রায় 4%) সফট পাওয়ার, পুঁজির প্রবাহ এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চালনার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত সম্পদ হিসেবে কাজ করে।
   - শিক্ষাগত সম্পর্ক (Educational Linkages): India বর্তমানে Canada-এর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে রয়ে গেছে, যেখানে প্রায় 400,000 ভারতীয় শিক্ষার্থী Canada-এর পরিষেবা রপ্তানি রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।
6. দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের তাৎপর্য
   - কৌশলগত পরিপূরকতা (Strategic Complementarity): এই সম্পর্কটি একটি আদর্শ অর্থনৈতিক সমন্বয় উপস্থাপন করে, যা Canada-এর উদ্বৃত্ত পুঁজি, বিশাল ভূখণ্ড এবং সম্পদ-প্রাচুর্যের সাথে India-এর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (demographic dividend), কর্মীবাহিনী এবং বিশাল ভোক্তা বাজারের মেলবন্ধন ঘটায়।
   - মধ্যম-শক্তি কূটনীতি (Middle-Power Diplomacy): দুটি বিশিষ্ট democratic "মধ্যম শক্তি" (middle powers) হিসেবে, তাদের এই সারিবদ্ধতা নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করে, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্বৈরাচারী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রয়োজনীয় ভারসাম্য (counterweight) প্রদান করে।
   - কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Agricultural and Food Security): উচ্চ-প্রযুক্তি এবং জ্বালানি খাতের বাইরে, Canada পটাশ সার (potash fertilizers) এবং ডালজাতীয় শাকসবজির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সরবরাহকারী, যা ভারতের কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ পুষ্টি নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য মৌলিক উপাদান।
   - ফ্রন্টিয়ার ডোমেন সহযোগিতা (Frontier Domain Collaboration): মহাকাশ গবেষণা (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির মাধ্যমে) এবং আর্কটিক গবেষণা (Arctic research) সহ অত্যাধুনিক সীমান্ত ক্ষেত্রগুলিতে এই অংশীদারিত্বের বিপুল অব্যবহৃত সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে Canada একটি মূল কাউন্সিল সদস্য এবং India একজন সক্রিয় পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ধারণ করে।
7. ভারত-কানাডা সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ
   - খালিস্তানি চরমপন্থা (Khalistani Extremism): "দূরপাল্লার জাতীয়তাবাদ" (long-distance nationalism)-এর ঘটনা, যেখানে কিছু প্রবাসী উপাদান ভারতের বিরুদ্ধে উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ডের সমর্থন জোগাতে Canada-এর উদার অধিকারগুলিকে ব্যবহার করে, তা সবচেয়ে মারাত্মক দ্বন্দ্ব 의 বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। এর ফলে 2023–2024 সালে নজিরবিহীন কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল।
   - বাণিজ্য বাধা (Trade Barriers): ভারতের কৃষি শুল্ক, Canada-এর কঠোর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি (SPS) মানদণ্ড এবং মেধা সম্পত্তি অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের ওপর দীর্ঘস্থায়ী মতপার্থক্য বাণিজ্য আলোচনাকে জটিল করে তুলছে।
   - ভিসা এবং কনস্যুলার বিলম্ব (Visa and Consular Delays): অতীতে পারস্পরিক কূটনৈতিক বহিষ্কারের কারণে কনস্যুলার কর্মী ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, যার ফলে তীব্র visa প্রক্রিয়াকরণ বিলম্বের সৃষ্টি হয়, যা শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা, পর্যটন এবং ব্যবসায়িক ভ্রমণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে।

- পদ্ধতিগত বৈষম্য (Systemic Discrimination): অর্থনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও, দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীরা Canada-এর কিছু অঞ্চলে পদ্ধতিগত বর্ণবাদ এবং ঘৃণামূলক অপরাধ (hate crimes) সংক্রান্ত অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

8. ভবিষ্যতের পথ: কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসন

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে সুরক্ষিত রাখতে উভয় দেশকে একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে:

- নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সমন্বয় (Security and Intelligence Coordination): কানাডার মাটি থেকে পরিচালিত উগ্র চরমপন্থা, সংগঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন নেটওয়ার্কের মোকাবিলা করতে 2026 সালের NSA-স্তরের সংলাপের সময় সম্মত হওয়া ফ্রেমওয়ার্কগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- আর্লি হারভেস্ট চুক্তি (Early Harvest Agreement): জটিল CEPA আলোচনা চলমান থাকার পাশাপাশি বিতর্কহীন খাতগুলিতে অবিলম্বে শুল্ক হ্রাস করার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন, সীমিত বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক বাফার (Institutional Buffers): সম্প্রতি চালু হওয়া কানাডা-ভারত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ফোরাম এবং একাডেমিক বিনিময় কর্মসূচির মতো অরাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে কূটনৈতিক চক্রের দ্বারা জনগণের সাথে সম্পর্ক এবং B2B সম্পর্ক প্রভাবিত না হয়।
- সাবন্যাশনাল ডিপ্লোম্যাসি (Subnational Diplomacy): ফেডারেল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে কার্যকরী সহযোগিতাকে সুরক্ষিত রাখতে ভারতের রাজ্য এবং কানাডার প্রদেশগুলির মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক গভীর করতে হবে।
- আইনি কাঠামোর আধুনিকীকরণ (Legal Framework Modernization): বিদ্যমান পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি (MLAT) এবং প্রত্যর্পণ চুক্তির প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করতে হবে ফাস্ট-ট্র্যাক জুডিশিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য ও প্রমাণ আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে, যাতে আইনি বিরোধগুলি প্রকাশ্যে কোনো কূটনৈতিক অচলাবস্থায় রূপ না নেয়।

উপসংহার

2026 সালের ভারত-কানাডা শীর্ষ সম্মেলন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি পরিপক্ক পুনর্গঠনকে নির্দেশ করে, যা political মতপার্থক্যের চেয়ে পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতাকে অগ্রাধিকার দেয়। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি (clean energy), স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল (resilient supply chains) এবং ইন্দো-প্যাসিফিক সামুদ্রিক সুরক্ষায় সহযোগিতা গভীর করার মাধ্যমে, এই অংশীদারিত্ব বর্তমান দশকের অন্যতম সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক জোটে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

Q. Discuss the core pillars of cooperation that define the strategic partnership between India and Canada. What are the major challenges currently affecting their bilateral ties? 10 marks

2.2.2. সংযোগ ও ভূরাজনীতির সন্ধিক্ষণে আইএমইসি (IMEC)

প্রেক্ষাপট

- চলমান **ইরান সংঘাত** বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলিকে উন্মোচিত করেছে। এটি দেখিয়েছে যে কেবল **সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব** এককভাবে কোনো চূড়ান্ত বা নিষ্পত্তিমূলক ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে না এবং জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথগুলিতে ব্যাঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

- এই সংকটটি একটি বিকল্প সংযোগ নেটওয়ার্ক বা মাধ্যম হিসেবে **ভারত মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC)**-এর যৌক্তিকতাকে আরও শক্তিশালী করেছে, পাশাপাশি এর সফল বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে এমন **ভূ-রাজনীতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ**গুলিকেও সামনে নিয়ে এসেছে।

আইএমইসি (IMEC) সম্পর্কে: ধারণা, উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং কৌশলগত গুরুত্ব

১. আইএমইসি (IMEC)-এর ধারণা বোঝা

- ২০২৩ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত **জি-২০ (G20) সম্মেলন** চলাকালীন একটি প্রধান বহুজাতিক সংযোগ উদ্যোগ হিসেবে ভারত মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC) ঘোষণা করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হলো ভারত, পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে **অর্থনৈতিক একীকরণ** (Economic Integration) জোরদার করা।
- **আইএমইসি-র উদ্দেশ্য:** এটি রেলওয়ে, বন্দর, মহাসড়ক, জ্বালানি পাইপলাইন, আন্ডারসি (সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে) হাই-স্পিড ডেটা কেবল, **গ্রিন হাইড্রোজেন করিডোর** এবং ট্রান্সন্যাশনাল (আন্তঃরাষ্ট্রীয়) বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডকে একটি সমন্বিত সংযোগ কাঠামোর মধ্যে যুক্ত করে। এর মাধ্যমে ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), সৌদি আরব, জর্ডান, ইসরায়েল এবং ইউরোপের মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে।
- প্রথাগত পরিবহন করিডোরের বিপরীতে, IMEC-কে একটি ব্যাপক **অর্থনৈতিক করিডোর** (Comprehensive Economic Corridor) হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে যা একই সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সংযোগ, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

২. আইএমইসি (IMEC)-এর কাঠামো

- **পূর্ব বিভাগ (Eastern Section):** পূর্ব বিভাগটি সামুদ্রিক লিঙ্কের (Sea Route) মাধ্যমে ভারতকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) সাথে সংযুক্ত করে।
- **মধ্য বিভাগ (Central Section):** মধ্য বিভাগটি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জর্ডান এবং ইসরায়েলের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি স্থলপথ (Overland Route) নিয়ে গঠিত, যা ইসরায়েলের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত **হাইফা বন্দরে (Port of Haifa)** গিয়ে শেষ হয়।
- **পশ্চিম বিভাগ (Western Section):** পশ্চিম বিভাগটি একটি সমুদ্র-ভিত্তিক পথ যা হাইফা বন্দরকে ইউরোপের প্রধান বন্দরগুলির সাথে সংযুক্ত করে, যেখান থেকে ইউরোপের বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা পরবর্তী সংযোগ সহজতর করে।

৩. আইএমইসি (IMEC)-এর কৌশলগত গুরুত্ব

- **কৌশলগত চোক পয়েন্টের ওপর নির্ভরতা হ্রাস:** IMEC একটি বিকল্প সংযোগ পথ প্রদান করে যা **সুয়েজ খাল** (Suez Canal)-এর মতো সংবেদনশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্য পথগুলির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয়।
- **বৈশ্বিক সংযোগ উদ্যোগের পরিপূরক:** এই করিডোরটি **ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর (INSTC)** এবং চীনের **বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)**-এর মতো প্রধান প্রকল্পগুলির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে বহুমুখী করতে চায়।
- **ভূ-রাজনৈতিক ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি:** ইরান সংঘাত স্থিতিস্থাপক (Resilient) এবং **বহুমুখী বাণিজ্য করিডোর** (Diversified Trade Corridors) গড়ে তোলার গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ব্যাঘাতের প্রভাবকে সর্বনিম্ন করতে পারে।

কেন ইরান সংঘাত আইএমইসি (IMEC)-এর প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে দিয়েছে?

১. আধুনিক যুদ্ধের বিবর্তনশীল প্রকৃতি

- ইরান সংঘাত প্রমাণ করেছে যে কেবল **সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব** বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারে না; কারণ **স্থিতিস্থাপকতা (Resilience)** এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।

- এটি অভিযোজনযোগ্যতা, **কৌশলগত সহনশীলতা** (Strategic Endurance) এবং **অপ্রতিসম যুদ্ধ** (Asymmetric Warfare)-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরেছে, যেখানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো উদ্ভাবনী ও অপ্রচলিত কৌশলের মাধ্যমে শক্তিশালী দেশগুলোর ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- এই সংঘাত আধুনিক যুদ্ধের এমন এক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে নমনীয়তা এবং **কৌশলগত উদ্ভাবন** উন্নত অস্ত্র ও সামরিক শক্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

২. **বৈশ্বিক 'চোক পয়েন্ট'** (Choke Points)**-এর চরম গুরুত্ব**

- **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz), যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তেল সরবরাহ হয়, সেটির অচলাবস্থা জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক 'চোক পয়েন্ট' বা সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথগুলোর কৌশলগত গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।
- এই সংকট ভারতের মতো **তেল আমদানিকারক দেশগুলোর** দুর্বলতাকে উন্মোচিত করেছে এবং বিকল্প বাণিজ্যিক পথ, **বৈচিত্র্যময় সরবরাহ শৃঙ্খল** (Diversified Supply Chains) এবং সংবেদনশীল সামুদ্রিক পথের ওপর নির্ভরতা কমানোর প্রয়োজনীয়তাকে জোরালো করেছে।

আইএমইসি (IMEC)-এর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং সংঘাতজনিত ঝুঁকি**

- গাজা এবং ইরানে চলমান সংঘাত প্রস্তাবিত করিডোরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে প্রভাবিত করেছে, যা এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
- আইএমইসি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট হাব **হাইফা বন্দর** (Port of Haifa) নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, অন্যদিকে পারস্য উপসাগরীয় অবকাঠামোর ওপর হামলা করিডোরের পূর্ব অংশের দুর্বলতাগুলোকে সামনে এনেছে।

২. **অংশীদারদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য**

- অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ আইএমইসি-র জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়কে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু আইএমইসি একাধিক দেশের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, তাই **আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা** এর সফল বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একটি স্থিতিস্থাপক ও নমনীয় আইএমইসি (IMEC) গড়ার পথ

ক) **বিকল্প 'ইস্টার্ন গেটওয়ে'** (Eastern Gateways) **তৈরি করা:** ওমানের **সালালাহ, দুকুম এবং মাস্কাট** বন্দরগুলোর উন্নয়ন করলে হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরতা কমবে এবং আঞ্চলিক সংঘাতের সময় করিডোরের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

খ) **বিকল্প পশ্চিম পথ হিসেবে মিশরকে ব্যবহার:** হাইফা বন্দর পুরোপুরি নিরাপদ ও সচল না হওয়া পর্যন্ত **মিশর** একটি কার্যকর বিকল্প পশ্চিম পথ হিসেবে কাজ করতে পারে। সুয়েজ খাল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প হাবসহ মিশরের বিদ্যমান অবকাঠামো তাকে একটি শক্তিশালী অংশীদার করে তোলে।

গ) **কূটনৈতিক সমন্বয় বৃদ্ধি:** ভারতের উচিত সৌদি আরব ও আমিরাতের সাথে তার সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইতালি ও ফ্রান্সের উচিত বিনিয়োগ ও কৌশলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই করিডোরকে সমর্থন করা।

ঘ) **একটি নমনীয় সংযোগ কাঠামো গঠন:** আইএমইসি-কে একটি **নমনীয় ও অভিযোজনযোগ্য সংযোগ কাঠামো** হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে বিকল্প পথ এবং ট্রানজিট নোড থাকবে। তবে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসেবে মূল 'আমিরাত-সৌদি-জর্ডান-ইসরায়েল-হাইফা' পথটিকেই বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার

ইরান সংঘাত এটি স্পষ্ট করেছে যে, বৈশ্বিক সংযোগের জন্য আইএমইসি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এর বাস্তবায়ন আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। তাই, আইএমইসি-র সাফল্য কেবল অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর নয়, বরং **কূটনীতি**, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং **কৌশলগত নমনীয়তার (Strategic Flexibility)** ওপর নির্ভর করবে। সঠিক অংশীদারিত্ব এবং বহুপাক্ষিক সমর্থনের মাধ্যমে আইএমইসি ভারত, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপকে সংযোগকারী একটি প্রধান করিডোর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

Q. The Iran conflict has highlighted both the necessity and challenges of the India Middle East Europe Economic Corridor (IMEC). Discuss (15 Marks)

2.2.3. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক: আস্থার সংকট নিরসন

প্রেক্ষাপট

- বাংলাদেশে তারেক রহমান সরকার গঠনের পর যে রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে, তা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়নি।
- বাণিজ্য, পরিযান (migration), জলবণ্টন এবং পরিবর্তনশীল regional ভূ-রাজনীতি নিয়ে ক্রমাগত তৈরি হওয়া মতপার্থক্য দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা ও কৌশলগত সহযোগিতাকে নিয়ত পরীক্ষার মুখে ফেলছে।

ভূমিকা

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক বিদ্যমান। ভৌগোলিক অবস্থান এবং অসংখ্য আন্তঃসীমান্ত নদীর দ্বারা সংযুক্ত নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে, আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি স্থিতিশীল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত অপরিহার্য।
- তবে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো কিছু নতুন অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে; যা পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- বর্তমান পর্যায়টি দুই দেশের পক্ষ থেকেই বাস্তবসম্মত সম্পৃক্ততা (pragmatic engagement) এবং আস্থা-বর্ধক পদক্ষেপের (confidence-building measures) প্রয়োজনীয়তাকে পুনর্ব্যক্ত করে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিবর্তন

১. যৌথ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

- অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সভ্যতাগত, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে।
- ১৯৫২ সালের 'বাংলা ভাষা আন্দোলন' ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং আত্মপরিচয়ের অন্যতম মূল ভিত্তি।

২. মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের জন্ম (১৯৭১)

- ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'মুক্তিযোদ্ধাদের' (মুক্তি বাহিনী) সমর্থন দিয়ে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং সামরিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
- এটি একটি বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যা প্রায়শই "মুক্তি অংশীদারিত্ব" (Liberation Partnership) হিসেবে অভিহিত হয়।

৩. ১৯৭৫ পরবর্তী সম্পর্কের ওঠানামা

- শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর, সামরিক শাসন, সীমান্ত সমস্যা, পরিযান সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং জলবণ্টন বিবাদের কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আস্থার সংকট দেখা দেয়।
- এই সময়ে বাংলাদেশ ভারতের বাইরে গিয়ে তার বৈদেশিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যকরণেরও চেষ্টা করেছিল।

৪. বিএনপি এবং শেখ হাসিনা সরকারের আমলের ভিন্ন ভিন্ন গতিপথ

- বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে (২০০১-০৬), নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী সমস্যা এবং বাংলাদেশের ওপর ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাবের কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যায়।
- শেখ হাসিনা সরকারের আমলে (২০০৯-২৪), দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি "স্বর্ণালী অধ্যায়ে" (Golden Chapter) প্রবেশ করে; যা বর্ধিত নিরাপত্তা সহযোগিতা, স্থল সীমান্ত চুক্তি বা এলবিএ (২০১৫), উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

৫. কৌশলগত পুনর্বিন্যাসের বর্তমান পর্যায় (২০২৪-বর্তমান)

- ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো পরিযান, বাণিজ্য, জলবণ্টন এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে একটি আস্থার সংকট তৈরি করেছে।
- এই 挑戰 গুলো সত্ত্বেও, উভয় দেশই কৌশলগতভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে অপরিহার্য করে তোলে।

সুদৃঢ় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের তাৎপর্য

১. কৌশলগত এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্ব

- পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো ভারতের বৃহত্তম প্রতিবেশী, যার সাথে ভারতের ৪,০০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে।
- সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, অবৈধ পরিযান এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত।

২. আঞ্চলিক সংযোগ এবং একীকরণ

- বাংলাদেশ ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে সংযুক্ত করার প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে।
- এটি ভারতের বেশ কিছু আঞ্চলিক উদ্যোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:
  - BBIN (বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল) করিডোর
  - অ্যাক্ট ইস্ট (Act East) নীতি
  - বঙ্গোপসাগরীয় আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পসমূহ (Bay of Bengal regional connectivity projects)

৩. অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুবিধাসমূহ

- দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার।
- দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, লজিস্টিকস এবং সামগ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল একীকরণকে (supply chain integration) বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

৪. জলসম্পদ এবং পরিবেশগত সহযোগিতা

- দুই দেশ যৌথভাবে ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী শেয়ার করে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবণ্টন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহনশীলতা তৈরিতে যৌথ সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক।

৫. ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য

- সুদৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- এটি বহিরাগত শক্তি, বিশেষ করে চীনের ওপর বাংলাদেশের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তৈরি হওয়া রোধ করে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

১. বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা

- দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে বহাল রয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ভারতের রপ্তানি ছিল ১২.০৫ বিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১.৯৭ বিলিয়ন ডলার।
- ভারতীয় পণ্য রপ্তানির জন্য এই উপমহাদেশে বাংলাদেশই বৃহত্তম গন্তব্য।

২. উন্নয়ন অংশীদারিত্ব

- ভারত বাংলাদেশকে 'লাইনস অফ ক্রেডিট' (LoCs)-এর মাধ্যমে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, যা ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদারিত্ব কর্মসূচি।
- এই তহবিলগুলো মূলত রেলপথ, সড়কপথ, বন্দর, জ্বালানি এবং যোগাযোগ পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. জ্বালানি সহযোগিতা

- বাংলাদেশের বর্তমানে ভারত থেকে প্রায় ২,৫৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করার সক্ষমতা রয়েছে।
- ২০২৫ সালে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রায় ১৭% এসেছে ভারত থেকে, যা দুই দেশের মধ্যে গভীর জ্বালানি আন্তঃনির্ভরশীলতাকে স্পষ্ট করে।
- ২০২৫ সাল জুড়ে ভারত প্রতিদিন প্রায় ২.৪ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করেছে।
- সাময়িক কূটনৈতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আন্তঃসীমান্ত এই বিদ্যুৎ বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে, যা জ্বালানি সহযোগিতার কৌশলগত গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

৪. যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা

প্রধান প্রধান যোগাযোগ উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ।
- পণ্য পরিবহনের জন্য ভারতের দ্বারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার।
- হলদিবাড়ি-চিলাহাটি এবং পেট্রাপোল-বেনাপোল রেল রুটের পুনরুদ্ধার।
- 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড' (PIWTT) প্রোটোকলের অধীনে অভ্যন্তরীণ জলপথের সম্প্রসারণ।
- ফেনী নদীর ওপর নির্মিত 'মৈত্রী সেতু'।

৫. আঞ্চলিক জ্বালানি সংযোগ

- ২০২৫ সালের জুন মাসে, নেপাল ভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিড (transmission grid) ব্যবহার করে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি শুরু করে। এই ঘটনাটি দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিগুলোকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের একটি আঞ্চলিক 'এনার্জি হাব' বা জ্বালানি কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের বিষয়টি প্রমাণ করে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আস্থার সংকট

- বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি ভারতের সাড়া বা পদক্ষেপকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করছে ঢাকা।
- ভিসা ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা এবং বাণিজ্য সহজীকরণের মতো প্রত্যাশিত সদিচ্ছামূলক পদক্ষেপগুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

২. অবৈধ অনুপ্রবেশের ইস্যু

- ভারতের রাজনৈতিক আলোচনাগুলোতে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘনঘন উল্লেখ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সংবেদনশীলতা তৈরি করে।
- ঢাকা এই ধরনের বক্তব্য বা অলঙ্কারকে (rhetorical statements) পারস্পরিক আস্থা এবং জনমানসে ইতিবাচক ধারণার জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করে।

৩. গঙ্গা জলচুক্তি নবায়নে বিলম্ব

- ১৯৯৬ সালের গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে চলেছে।
- এই চুক্তি নবায়নে বিলম্বিত আলোচনা বাংলাদেশের জলনিরাপত্তা এবং কৃষির টেকসই উন্নয়ন নিয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

৪. ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব

- ভারতের সাথে সম্পর্কে স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশ চীনের সাথে আরও গভীরতর সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।
- বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ এবং কৌশলগত উপস্থিতি এই অঞ্চলে ভারতের নিজস্ব স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে।

৫. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা

- জ্বালানি সংকটের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ।
- রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবসহ জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন উদ্বেগ।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ।
- এই ধরনের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে পারে।

৬. বাণিজ্য ও যাতায়াত সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতির অভাব

- বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে নানাবিধ বিধিনিষেধ এবং সীমিত ভিসা পরিষেবা—ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং সাধারণ মানুষের পারস্পরিক মেলবন্ধনে (people-to-people exchanges) নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

করণীয় পদক্ষেপ

১. পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা

- উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং কূটনৈতিক সংলাপ বৃদ্ধি করতে হবে।

- এমন কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য এড়িয়ে চলা উচিত যা উভয় পক্ষের কাছেই নেতিবাচক বা বৈরী বলে মনে হতে পারে।

২. গঙ্গা জলচুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা

- চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই সুবিন্যস্ত ও কাঠামোগত আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।
- অববাহিকা-ভিত্তিক (basin-wide) এবং বিজ্ঞান-সম্মত জলবণ্টন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা

- বাণিজ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো পুনরায় সচল করা এবং বাজারে পণ্যের প্রবেশাধিকার উন্নত করা।
- বিনিয়োগ এবং দ্বিপাক্ষিক সংযোগ (connectivity) প্রকল্পগুলোর সম্প্রসারণ ঘটানো।

৪. জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি

- ব্যবসায়িক এবং চিকিৎসা ভিসাসহ সমস্ত ধরনের ভিসা পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে পুনর্বহাল করা।
- শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক এবং পর্যটন সংক্রান্ত আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করা।

৫. আঞ্চলিক সংযোগ গভীরতর করা

- BBIN (বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল) এবং মাল্টিমোডাল বা বহুমুখী পরিবহন উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত করা।
- জ্বালানি, ডিজিটাল এবং লজিস্টিকস ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নত করা।

৬. বাস্তবসম্মত প্রতিবেশী নীতি গ্রহণ করা

- এটি অনুধাবন করা জরুরি যে, একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত স্বার্থের জন্য অনুকূল।
- সাময়িক রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে যৌথ উন্নয়নমূলক লক্ষ্যগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

উপসংহার

দক্ষিণ এশিয়া যখন দ্রুত ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন ভারত ও বাংলাদেশের সামনে তাদের সম্পর্ককে সাধারণ ভৌগোলিক নৈকট্য থেকে একটি গভীর 'কৌশগত অংশীদারিত্বে' (strategic partnership) রূপান্তর করার সুযোগ রয়েছে। নতুন করে তৈরি হওয়া পারস্পরিক আস্থা এবং গভীরতর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উভয় দেশকে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে আঞ্চলিক সংযোগ, নিরাপত্তা এবং যৌথ সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

Q. The future of India's Neighbourhood First Policy will be significantly influenced by the trajectory of India-Bangladesh relations. Critically examine. 15 Marks

2.2.4. ভারত-ওমান CEPA: ভারতের রপ্তানি এবং কৌশলগত স্বার্থের এক নতুন প্রবেশদ্বার

প্রেক্ষাপট

- ২০২৬ সালের ১লা জুন ভারত-ওমান ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) কার্যকর হয়েছে। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যার বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক যোগসূত্র হাজার হাজার বছর পুরনো।
- ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারত ও ওমানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ যেখানে ৮.৯৪ বিলিয়ন ডলার ছিল, তা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.১৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

এটি CEPA কার্যকর হওয়ার আগেই দু'দেশের মধ্যকার গভীরতর অর্থনৈতিক পরিপূরকতাকে (economic complementarities) প্রতিফলিত করে।

ওমানের কৌশলগত অবস্থান: কেবল একটি বাজার নয়, একটি প্রবেশদ্বার

- ওমান উপসাগরীয় অঞ্চল (The Gulf), ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব আফ্রিকার সংযোগস্থলে এক অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে, যা একে কেবল একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের গন্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।
- ওমানের তিনটি প্রধান বন্দর — **সোহাল (Sohar), দুকম (Duqm) এবং সালালাহ (Salalah)** — দ্রুত বিশ্বমানের লজিস্টিকস এবং শিল্প হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, যা এশিয়া, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং আফ্রিকার মধ্যকার প্রধান জাহাজ চলাচল রুটগুলোকে যুক্ত করেছে।
- ভারতীয় ব্যবসার জন্য ওমান মূলত বৃহত্তর উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC) এবং পূর্ব আফ্রিকার অর্থনীতিগুলোতে প্রবেশ করার একটি সম্ভাব্য 'লঞ্চপ্যাড' বা শুরুর মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। এই বাজারগুলো ওমানের নিজস্ব বাজারের তুলনায় বহুগুণ বড় — আর এই কারণেই এই CEPA চুক্তিটি সাধারণ দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।
- ওমানের কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা (energy security) এবং সামুদ্রিক সংযোগের স্বার্থের সাথেও গভীরভাবে জড়িত, কারণ পণ্য, জ্বালানি এবং মানুষের যাতায়াতের জন্য এই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এই CEPA চুক্তিটি ভারতের বৃহত্তর **'অ্যাক্ট ওয়েস্ট' (Act West)** নীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEEC) এবং অন্যান্য ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় (Indo-Pacific) সংযোগ কাঠামোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

ভারত-ওমান CEPA-এর তাৎপর্য: খাতভিত্তিক সুবিধাসমূহ

CEPA কার্যকর হওয়ার আগে, **মোস্ট ফেভারড নেশন (MFN)** ব্যবস্থার অধীনে **ভারতের রপ্তানি পণ্যের মাত্র ১৫.৩৩% ওমানে শুল্কমুক্ত (zero duty)** প্রবেশের সুবিধা পেত। এই চুক্তিটি সেই পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে: ওমান এখন তার **শুল্ক লাইনের (tariff lines) ৯৮.০৮%** ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে, যা মূল্যের দিক থেকে ভারতের **মোট রপ্তানির ৯৯.৩৮% কভার করে**। এটি ভারতীয় রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে তাৎক্ষণিকভাবে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

১. **টেক্সটাইল এবং তৈরি পোশাক**

- ওমানের বাজারে ভারতের ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে; ওমানের মোট ওভেন (বোনা) পোশাক আমদানির ৪৩% এবং নিটেড (বোনা) পোশাক আমদানির ৩১% ভারত সরবরাহ করে।
- বর্তমানে বজায় থাকা ৫% শুল্ক সম্পূর্ণ বিলোপের ফলে এই বাজারের অন্য প্রধান সরবরাহকারী দেশ চীনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সরাসরি বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতীয় উৎপাদকেরা মূল্যের দিক থেকে স্পষ্ট সুবিধা পাবেন।

২. **রাসায়নিক পণ্য**

- ওমানের **অজৈব রাসায়নিক** (inorganic chemical) আমদানির **প্রায় ৩৯% ভারত** সরবরাহ করে, যা এই ক্ষেত্রে ভারতকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অংশীদার করে তুলেছে।
- শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এই শক্তিশালী অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে, যার ফলে ভারতীয় রাসায়নিক উৎপাদকেরা ওমানের বাজারে তাঁদের প্রবেশাধিকার আরও গভীর করতে পারবেন।

৩. **ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য**

- এই খাতটিতে সবচেয়ে বড় সুযোগ রয়েছে: ওমান বার্ষিক ৩.৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং ৩.৩ বিলিয়ন ডলারের মোটরগাড়ি (automotives) আমদানি করে। অথচ এই ক্ষেত্রগুলোতে ভারতের বর্তমান বাজার

অংশীদারিত্ব যথাক্রমে মাত্র ৫% এবং ২%, যা ভবিষ্যতে এই বাজারে ভারতের বড় ধরনের বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।

- CEPA-এর অধীনে এই অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা ওমানের পরিকাঠামো, নির্মাণ এবং শিল্প খাতগুলোতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করবে, যা বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. ফার্মাসিউটিক্যালস বা ওষুধ শিল্প

- ওমানের ওষুধের বাজারে ভারতের প্রায় ১০% অংশীদারিত্ব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রধান সুবিধাটি শুল্ক হ্রাসের চেয়েও বেশি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার সহজীকরণের (regulatory facilitation) সাথে সম্পর্কিত।
- শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দ্বারা অনুমোদিত ভারতীয় ওষুধ পণ্যগুলো ওমানে দ্রুত অনুমোদন (fast-tracked approvals) পাবে, যা আইনি অনুপালন খরচ (compliance costs) কমাবে এবং ওমানের সম্প্রসারণশীল ওষুধের বাজারে দ্রুত প্রবেশ নিশ্চিত করবে।

৫. খাদ্য এবং কৃষি

- মাংস, ডিম, মধু, মাখন এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের মতো পণ্যগুলোতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা ওমানের উপভোক্তা পণ্যের বাজারে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
- তবে ডেয়ারি বা দুগ্ধজাত পণ্য, শস্য, ভোজ্য তেল এবং প্রধান কৃষি পণ্যের মতো সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ খাতগুলোকে শুল্ক ছাড়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, যাতে ভারতের নিজস্ব উৎপাদকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

৬. পরিষেবা এবং পেশাদারদের গতিশীলতা

- ২০২৪ সালে দ্বিপাক্ষিক পরিষেবা বাণিজ্য ছিল ৮৬৩ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ভারতের উদ্বৃত্ত ছিল প্রায় ৪৪৭ মিলিয়ন ডলার; তা সত্ত্বেও ওমানের বৈশ্বিক পরিষেবা আমদানিতে ভারতের অংশ মাত্র ৫%-এর কিছু বেশি, যা বিপুল অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।
- ওমান অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি, স্বাস্থ্যপরিষেবা, শিক্ষা এবং কনসাল্টিং খাতের ভারতীয় পেশাদারদের জন্য আইনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ভারতীয় প্রতিভাদের জন্য একটি আইনগতভাবে সুরক্ষিত পথ তৈরি করবে।
- বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারদের জন্য 'ইন্ট্রা-কর্পোরেট ট্রান্সফারি' কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা তাঁদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতাকে বাড়াবে।
- আয়ুষ (AYUSH) এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান উপসাগরীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ওয়েলনেস (wellness) খাতে ভারতীয় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পরিষেবার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

কার্যপ্রণালী সহজীকরণ: লাল ফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস

- ওমান ভারতের **রপ্তানি পরিদর্শন পরিষদ (EIC)** দ্বারা জারি করা শংসাপত্র বা সার্টিফিকেটগুলো গ্রহণ করবে। এর ফলে পূর্বে একই পরীক্ষা ও পরিদর্শন বারবার করার কারণে রপ্তানি প্রক্রিয়ায় যে অতিরিক্ত সময় ও খরচ লাগত, তা সম্পূর্ণ দূর হবে।
- ভারতের **NPOP জৈব শংসাপত্র (organic certification)** এবং **হালাল শংসাপত্র** ব্যবস্থা এখন ওমান দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত, যা ভারতের খাদ্য ও জৈব পণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য আইনি অনুপালন (compliance) প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে।
- **স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটোস্যানিটারি (SPS) পরিমাপ** এবং **বাণিজ্যের প্রযুক্তিগত বাধা (TBT)** সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধানগুলো দুই দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক স্বচ্ছতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।
- পচনশীল পণ্যগুলোর জন্য **দ্রুত শুল্ক ছাড় (Fast-track customs clearance)** ব্যবস্থা সময়-সংবেদনশীল কৃষি ও খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে খরচ কমাবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, যা ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানি বিভাগ।

- সামগ্রিকভাবে, এই সহজীকরণ পদক্ষেপগুলো মূলত **শুল্ক-বহির্ভূত বাধা** (non-tariff barriers) দূর করতে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, খাদ্য, ওষুধ এবং জৈব পণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের জন্য শুল্কের চেয়ে এই শুল্ক-বহির্ভূত বাধাগুলোই প্রায়শই বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

- **বাণিজ্য চুক্তির নিম্ন ব্যবহার:** ঐতিহাসিকভাবে ভারতে বাণিজ্য চুক্তির কম ব্যবহার একটি উদ্বেগের বিষয়; অনেক **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ** (SMEs) এই চুক্তির অধীনে প্রাপ্য ছাড়গুলো সম্পর্কে অবগত নয়, যার ফলে অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হারের (preferential tariff rates) অবব্যবহার ঘটে।
- **উৎপত্তিস্থলের জটিল নিয়মাবলী:** 'রুলস অব অরিজিন' (RoO) বা পণ্যের উৎপত্তিস্থল যাচাই ও নথিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াটি রপ্তানিকারকদের জন্য বেশ জটিল এবং ব্যয়বহুল হতে পারে, যা ছোট উৎপাদকদের CEPA-এর সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।
- **ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের প্রতিযোগিতা:** ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের ক্ষেত্রে ওমানের বাজারে ভারতের বর্তমান অংশীদারিত্ব অত্যন্ত কম। ফলে ইউরোপীয়, চীনা এবং জাপানি সরবরাহকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওমানের প্রতিষ্ঠিত **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলে** প্রবেশ করতে হলে ভারতকে ধারাবাহিক গুণমান এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য বজায় রাখতে হবে।
- **পরিষেবা বাণিজ্যের বাধা:** ওমানের সুনির্দিষ্ট আইনি প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও শুল্কের বাইরে থাকা অন্যান্য বাধা, যেমন—ভিসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, পেশাগত ডিগ্রির স্বীকৃতি এবং লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ভারতীয় পেশাদারদের অবাধ যাতায়াত বা গতিশীলতাকে সীমিত করতে পারে।
- **বাণিজ্য বিচ্যুতির ঝুঁকি:** এই চুক্তিতে **বাণিজ্য বিচ্যুতি** (trade deflection)-এর একটি ঝুঁকি থেকে যায়; যেখানে তৃতীয় কোনো দেশ অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হারের অনুচিত সুবিধা নেওয়ার জন্য ভারত বা ওমানের মধ্যস্থতায় অন্য দেশটিতে পণ্য প্রবেশ করাতে পারে, যা এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করে।
- **উপসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা:** উপসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যেমন—**হরমুজ প্রণালীতে** (Strait of Hormuz) জাহাজ চলাচলে বাধা বা আঞ্চলিক সংঘাত, ভারতীয় ব্যবসাগুলোর জন্য একটি ট্রানজিট এবং লজিস্টিক হাব হিসেবে ওমানের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

করণীয় পদক্ষেপ

- **রপ্তানিকারকদের জন্য সচেতনতা ও প্রচার:** ভারতীয় রপ্তানিকারকদের, বিশেষ করে টেক্সটাইল ক্লাস্টার, ওষুধ হাব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর (SMEs) জন্য সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালাতে হবে, যাতে তারা CEPA-এর সুবিধাসমূহ বুঝতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে পারে।
- **রপ্তানি সহজীকরণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করা:** অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়ার লেনদেন খরচ (transaction costs) কমাতে ভারতকে রপ্তানি সহজীকরণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে 'রুলস অব অরিজিন' শংসাপত্র এবং EIC পরিদর্শনের জন্য **ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত।
- **কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:** পরিষেবা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলো কার্যকর করতে, প্রাথমিক স্তরের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এবং SPS ও TBT বিধানগুলোর মসৃণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে দ্বিপাক্ষিক **যৌথ কমিটিগুলোকে** (Joint Committees) অবিলম্বে সক্রিয় করতে হবে।
- **যৌথ শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন** (Development of Joint Industrial Zones): ওমানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে **দুকম** (Duqm)-**এ যৌথ শিল্পাঞ্চল** গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত ভারতের। এটি ভারতীয় উৎপাদকদের ওমানের মাধ্যমে বৃহত্তর GCC বাজার এবং পূর্ব আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার দেবে।

- **পেশাগত যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি** (Mutual Recognition of Professional Qualifications): ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা এবং অ্যাকাউন্ট্যান্সির মতো পেশাগত যোগ্যতার জন্য **পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি** (MRAs)-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে CEPA-র অন্তর্গত পরিষেবা খাতের প্রতিশ্রুতিগুলোর পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়।
- **মূল্য শৃঙ্খল একীকরণ গভীরতর করা** (Deepening Value Chain Integration): সাধারণ রপ্তানি সম্পর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে ওমানের সাথে আরও গভীর শিল্প অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে ভারতকে রাসায়নিক, ওষুধ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রগুলোতে **মূল্য শৃঙ্খল একীকরণ** (value chain integration)-এর দিকে এগোতে হবে।

উপসংহার

ভারত-ওমান CEPA কেবল একটি শুল্ক হ্রাসের চুক্তি নয়, বরং এটি একটি সুসংহত **অর্থনৈতিক কাঠামো** (comprehensive economic framework) যা ২১ শতকের উপযোগী করে একটি প্রাচীন সামুদ্রিক অংশীদারিত্বকে নতুন রূপ দেয়। এটি উপসাগরীয় অঞ্চল, ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব আফ্রিকার জন্য একটি **কৌশগত প্রবেশদ্বার** (strategic gateway) উন্মোচন করেছে। এর প্রকৃত সাফল্য চুক্তির নথিতে নয়, বরং ভারতীয় ব্যবসায়ী, নীতি-নির্ধারক এবং প্রাতিষ্ঠানিক মহল এর খুলে যাওয়া সুযোগের দরজাকে কতখানি সাহসিকতার সাথে ব্যবহার করতে পারছে, তার ওপর নির্ভর করবে।

Q. Trade agreements are increasingly becoming instruments of strategic and economic diplomacy. In this context, analyse how the India-Oman CEPA can contribute to India's trade diversification, connectivity ambitions, and export-led growth strategy. 15 Marks

2.2.5. কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের স্থাপত্য: ভারত-রাশিয়া RELOS চুক্তির রহস্যভেদ

প্রেক্ষাপট

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে **রেসিপ্রোকাল এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিকস এগ্রিমেন্ট** (RELOS) এই বছরের জানুয়ারিতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়েছে। অফিসিয়াল স্পষ্টীকরণে স্থায়ী সেনা মোতায়েনের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দাবিগুলি খারিজ করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করা হয়েছে যে এই চুক্তিটি কঠোরভাবে সামরিক পুনঃসরবরাহ এবং 技术 গত সহায়তা সহজতর করার জন্য একটি **প্রশাসনিক কাঠামো** (administrative framework) হিসেবে কাজ করে।

ভূমিকা (Introduction) লজিস্টিকস সহায়তা চুক্তি (LSAs)

লজিস্টিকস সহায়তা চুক্তি হলো শান্তিকালীন অভিযানের সময় জ্বালানি সংগ্রহ, মেরামত এবং সরবরাহের জন্য একে অপরের নৌ, বিমান এবং স্থল ঘাঁটিগুলিতে পারস্পরিক অ্যাক্সেস সক্ষম করার জন্য তৈরি করা মৌলিক সামরিক চুক্তি। RELOS ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এই administrative কাঠামোটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়, যা কোনো স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি বা জোট তৈরি না করেই ভারতের লজিস্টিক সক্ষমতাকে **ইউরেশিয়ান এবং আর্কটিক** (Eurasian and Arctic) **অঞ্চলে** প্রসারিত করে।

কাঠামোগত মাত্রা এবং কার্যকরী গতিশীলতা (Structural Dimensions and Functional Dynamics)

1. RELOS-এর **মূল কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য** (Core Structural Features of RELOS)
   - **কার্যকরী ম্যান্ডেট** (Operational Mandate): এই চুক্তিটি উভয় দেশের সামরিক বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ দ্বারা আকাশসীমা, এয়ারফিল্ড এবং বন্দরগুলির পারস্পরিক ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট, **আমলাতান্ত্রিকতাহীন পদ্ধতি** (non-bureaucratic procedures) প্রতিষ্ঠা করে।

- **সৈন্য সংখ্যা এবং সময়সীমা (Troop Caps and Timelines):** এটি পারস্পরিকভাবে সম্মত সফরের সময় বড় আকারের দলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ **৩,০০০ সৈন্যের (3,000 personnel)** একটি বিস্তৃত সীমা নির্ধারণ করে, যার প্রাথমিক বৈধতার মেয়াদ **পাঁচ বছর (five years)**।
- **নির্দিষ্ট উপলক্ষ (Designated Occasions):** লজিস্টিক সুবিধাগুলি কেবল নির্দিষ্ট দ্বিপাক্ষিক কাজগুলির সময় অ্যাক্সেস করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে **যৌথ মহড়া (joint exercises)**, প্রশিক্ষণ, পোর্ট কল এবং **মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণ (HADR) মিশন**।

2. **আর্কটিক এবং ইউরেশিয়ান সীমান্ত উন্মোচন (Opening the Arctic and Eurasian Frontiers)**
   - **উত্তর সামুদ্রিক পথ (Northern Sea Lanes):** RELOS অনন্যভাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ৪০টিরও বেশি রাশিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে পারস্পরিক অ্যাক্সেস প্রদান করে, যা আর্কটিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি যেমন **মুরমানস্ক (Murmansk)**, **ভ্লাদিভোস্টক (Vladivostok)**, এবং **পেত্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কি (Petropavlovsk-Kamchatsky)** উন্মুক্ত করে।
   - **জলবায়ু-চালিত নৌচলাচল (Climate-Driven Navigation):** বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে উত্তর গোলার্ধে নতুন নৌচলাচলের পথ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে, এই অ্যাক্সেসটি ভারতের দীর্ঘ-পরিসরের সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তার ঐতিহ্যগত ইন্দো-প্যাসিফিক সীমানার বাইরে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করে।

3. **কৌশলগত তুলনা: ভারতের বহু-তরফী লজিস্টিকস ম্যাট্রিক্স (Strategic Comparison: India's Multi-Aligned Logistics Matrix)** ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়াসহ নয়টি দেশের সাথে লজিস্টিক চুক্তি বজায় রেখেছে। যদিও মৌলিক প্রশাসনিক টেমপ্লেটটি অভিন্ন, তবে ভূ-রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যাবলী ভিন্ন ভিন্ন হয়:

চুক্তি (Agreement)	স্বাক্ষরকারী দেশ (Signatory Country)	কৌশলগত ফোকাস অঞ্চল (Strategic Focus Zone)	প্রাথমিক কার্যকরী উপযোগিতা (Primary Functional Utility)
RELOS	রাশিয়া (Russia)	আর্কটিক, ইউরেশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক	রাশিয়ান-উৎসজাত বহরের (Su-30MKI, S-400, T-90) জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্রযুক্তিগত মেরামতের শৃঙ্খলকে সহজতর করে।
LEMOA	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States)	ইন্দো-প্যাসিফিক এবং ভারত মহাসাগর	যৌথ মহড়া এবং HADR কাজের সময় রিফুয়েলিং এবং পুনরায় সরবরাহের জন্য একটি পারস্পরিক বেসলাইন স্থাপন করে।
COMCASA	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States)	বৈশ্বিক ইন্টারঅপারেবিলিটি (Global Interoperability)	উন্নত অস্ত্র প্ল্যাটফর্ম জুড়ে এনক্রিপ্ট করা সামরিক যোগাযোগ এবং সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক একীকরণ অনুমোদন করে।
BECA	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States)	সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদ (Precision Targeting)	পরিস্থিতিগত সচেতনতা এবং ক্ষেপণাস্ত্রের নির্ভুলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-স্থানিক, উপগ্রহ এবং নেভিগেশন ডেটা ভাগ করে।

সার্বজনীন লজিস্টিকস চুক্তির তাৎপর্য (Significance of the Universal Logistics Pact)

- **গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করে (Secures Critical Defense Supply Chains):** এটি রাশিয়ান-উৎসজাত প্ল্যাটফর্ম, যেমন **S-400 ব্যবস্থা** এবং সুখোই বহরের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং পরিচালনার প্রশাসনিক বিলম্বকে নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।

- **দীর্ঘ-পরিসরের সামুদ্রিক প্রসার বৃদ্ধি করে** (Extends Long-Range Maritime Reach): এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মক্ষমতার পদচিহ্ন সরাসরি উত্তরের সমুদ্রপথে প্রক্ষিপ্ত করে, যা ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিমাণের **৭০% এরও বেশি** (over 70%) কভার করা বাণিজ্য করিডোরগুলিকে রক্ষা করে।
- **ত্রিমাত্রিক যৌথ মহড়ার সক্ষমতা বাড়ায়** (Boosts Tri-Service Interoperability): এটি INDRA **মহড়ার** মতো উচ্চ-তীব্রতার দ্বিপাক্ষিক কৌশলগুলির সময় নির্বিঘ্ন লজিস্টিক সমন্বয় সহজতর করে, যার জন্য একাধিক যুদ্ধজাহাজ, স্থল ইউনিট এবং বিমানের একযোগে মোতায়েন প্রয়োজন।
- **কৌশলগত দ্বিপাক্ষিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে** (Reinforces Strategic Bilateral Trust): এটি **ব্রহ্মোস** (BrahMos) **ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র** এবং সাবমেরিন সহযোগিতার মতো বড় যৌথ প্রযুক্তি প্রকল্পগুলির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, যা গত এক দশকে ১৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকে নোঙর করে।
- **মোতায়েন অর্থনীতিকে অপ্টিমাইজ করে** (Optimizes Deployment Economics): পারস্পরিক অ্যাক্সেস দীর্ঘ-পরিসরের নৌ এবং বিমান মোতায়েন কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত মৌলিক মোতায়েনের সময়, আর্থিক ব্যয় এবং গভীর সমুদ্রের দুর্বলতা হ্রাস করে।

RELOS **কার্যকর করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ** (Challenges in Operationalizing RELOS)

- **ভূ-রাজনৈতিক ভুল ধারণা পরিচালনা করা** (Managing Geopolitical Misperceptions): বিভ্রান্তিকর আন্তর্জাতিক আখ্যানগুলির মোকাবিলা করা যা রুটিন, আমলাতান্ত্রিকতাহীন প্রশাসনিক লজিস্টিকস সরঞ্জামগুলিকে ভুলভাবে আক্রমণাত্মক, বাধ্যবাধকতামূলক সামরিক জোট হিসাবে চিত্রিত করে।
- **প্রতিদ্বন্দ্বী অংশীদারিত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা** (Balancing Competing Partnerships): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলির সাথে ওভারল্যাপ করা লজিস্টিক চুক্তিগুলি একযোগে কার্যকর করার সময় প্রকৃত **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন** (strategic autonomy) বজায় রাখা।
- **ভৌগোলিক অসঙ্গতি কাটিয়ে ওঠা** (Overcoming Geographical Disparities): আদর্শ, প্রাক-পরিকল্পিত মহড়ার সময়সূচীর বাইরে প্রত্যন্ত আর্কটিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অবকাঠামো সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল শারীরিক দূরত্ব অতিক্রম করা।
- **স্থায়ী ঘাঁটির বিকল্পের অনুপস্থিতি** (Absence of Permanent Basing Options): যেহেতু কর্মী এবং সম্পদের স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী মোতায়েন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, তাই এই ঘাঁটিগুলির উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে পূর্ব-আলোচিত, **সাময়িক সফর উইন্ডোর** (temporary visit windows) উপর নির্ভরশীল।
- **প্রশাসনিক ইন্টারঅপারেবিলিটি ঘাটতি** (Administrative Interoperability Gaps): সম্পূর্ণ ভিন্ন সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত দুটি সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা, চিকিৎসা প্রোটোকল এবং সংস্থান সরবরাহ ব্যবস্থাকে মানসম্মত করা।

সামনের পথ (Way Forward)

- **কঠোর যৌথ SOP প্রণয়ন করা** (Formulate Strict Joint SOPs): নির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলিতে সুচারু রিফুয়েলিং, বার্থিং এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট, মানসম্মত অপারেটিং পদ্ধতি স্থাপন করা।
- **আর্কটিক সমুদ্রপথের সুবিধা নেওয়া** (Capitalize on Arctic Sea Lanes): উদীয়মান বৈশ্বিক নেভিগেশন রুটগুলির সাথে কর্মক্ষম পরিচিতি তৈরি করতে উত্তরের রাশিয়ান এয়ারফিল্ড এবং বন্দরগুলিতে অ্যাক্সেস সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা।
- **রক্ষণাবেক্ষণ জীবনচক্রের সমন্বয় করা** (Synchronize Maintenance Lifecycles): গুরুত্বপূর্ণ সামরিক হার্ডওয়্যার উপাদানগুলির সরবরাহে ঘাটতি রোধ করতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রয়োজনীয়তার সাথে সরাসরি RELOS-এর লজিস্টিক সুবিধাগুলিকে সারিবদ্ধ করা।

- **উচ্চ-অক্ষাংশে যৌথ মহড়া পরিচালনা করা (Conduct High-Latitude Joint Exercises):** আর্কটিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় থিয়েটারগুলিতে বিশেষায়িত, দীর্ঘ-পরিসরের সামুদ্রিক টহল এবং প্রশিক্ষণ মহড়ার আয়োজন করে ৩,০০০ সৈন্যের সীমাটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- **বহু-মুখী লজিস্টিকস অপ্টিমাইজ করা (Optimize Multi-Directional Logistics):** একটি স্থিতিস্থাপক, বহু-তরফী সামুদ্রিক নিরাপত্তা কৌশল তৈরি করতে LEMOA-এর ইন্দো-প্যাসিফিক ক্ষমতার সাথে RELOS-এর ইউরেশিয়ান সুবিধাগুলির ভারসাম্য রক্ষা করা।
- **পাঁচ বছরের পর্যালোচনা উইন্ডো ব্যবহার করা (Utilize the Five-Year Review Window):** কর্মক্ষম প্রয়োজনীয়তার বিকাশের সাথে সাথে প্রযুক্তিগত সহায়তার মানদণ্ড এবং সৈন্যের সীমা ক্রমান্বয়ে সামঞ্জস্য করতে চুক্তির অন্তর্নিহিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ধারাটি ব্যবহার করা।

উপসংহার (Conclusion)

RELOS-এর কার্যকরীকরণ ভারত-রাশিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রতীক, যা ভারতের কৌশলগত নাগালকে ভারত মহাসাগর থেকে আর্কটিক সীমান্তে প্রসারিত করে। পারস্পরিক সহায়তার জন্য একটি কাঠামোগত, অ-ঘাঁটি (non-basing) কাঠামো প্রদানের মাধ্যমে, এই চুক্তি ভারতকে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খল রক্ষা করতে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বহুপাক্ষিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে সক্ষম করে।

Q. Logistics Support Agreements (LSAs) serve as strategic force multipliers in expanding a nation's maritime footprint and global operational reach. Evaluate this statement in light of the recently operationalised Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS) between India and Russia. 15 Marks

Q. What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.

2.2.6. সামুদ্রিক ভূ-রাজনীতি, হরমুজ প্রণালী সংকট এবং ভারতের ওপর এর প্রভাব

প্রেক্ষাপট

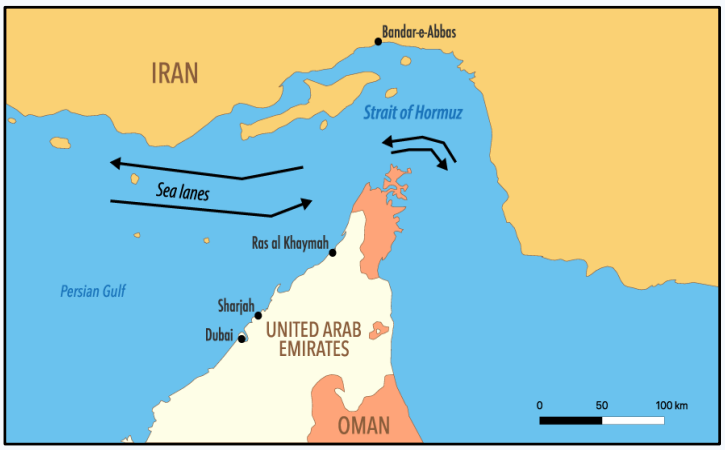

কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **হরমুজ প্রণালীর** ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে, যা আমদানির ওপর ভারতের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাকে একটি **গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে** পরিণত করেছে।

সংকটের পটভূমি

- **ঐতিহাসিক নজির:** বিশ্বের পরাশক্তিগুলো (যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন) ঐতিহাসিকভাবে তাদের **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির** সাথে **সামুদ্রিক আধিপত্যের** মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।
- **ভারতীয় বৈপরীত্য:** ভারতের দুর্বল শিপিং বা নৌ-পরিবহন খাত তার ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি বড় ঘাটতিকে প্রতিফলিত করে। অথচ, ভারতীয় নাবিকেরা জলদস্যুতা এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও **বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা** অর্জন করে চলেছেন।

হরমুজ প্রণালী: একটি কৌশলগত চোকপয়েন্ট বা সংকীর্ণ জলপথ

- **ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা:** সাম্প্রতিক সংঘাতটি প্রমাণ করেছে যে, কৌশলগত জলপথের নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতোই সমান প্রভাবশালী হতে পারে।
- **ইরানের কৌশলগত লাভ:** ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যাপক সামরিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, ইরান জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলোকে উন্মুক্ত করতে হরমুজ প্রণালীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।
- **নতুন সামুদ্রিক শৃঙ্খলা:** ইরান যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত **'পার্সিয়ান গালফ স্ট্রেট অথরিটি'**-কে এই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের একমাত্র নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- **বদল বা পরিবর্তন:** আগে এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোকে কোনো টোল বা কর দিতে হতো না এবং ইরান বা ওমানকে কোনো রিপোর্টও করতে হতো না। তবে নতুন সমঝোতা স্মারক (MoU) অনুযায়ী, শিপিং কোম্পানিগুলোকে এখন ইরানকে একটি **চূড়ান্ত অংশীদার** হিসেবে মেনে নিতে হবে।
- **পারস্পরিক বিনিময় (Quid Pro Quo):** এই নতুন কাঠামোর আওতায় ট্রানজিট বা যাতায়াত স্থিতিশীল রাখার বিনিময়ে ইরান এবং ইরানি বাণিজ্যে নিয়োজিত জাহাজগুলোর ওপর থেকে **নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার** বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

এই সংকটটি কোনো নির্ভরযোগ্য জরুরি পরিকল্পনা (Contingency Plan) না থাকার কারণে ভারতের জন্য একটি বড় কৌশলগত এবং জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্বলতাকে সামনে এনেছে।

- **জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা:** ভারতের অত্যন্ত জরুরি জ্বালানি এবং এলপিজি (LPG) কৌশল এই অশান্ত চোকপয়েন্ট বা সংকীর্ণ জলপথের মধ্য দিয়ে সরাসরি আসা নিরবচ্ছিন্ন শক্তি আমদানির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।
- **অপর্যাপ্ত ক্যাভার্ন স্টোরেজ বা মজুদ ব্যবস্থা:** দীর্ঘমেয়াদী এবং আকস্মিক সরবরাহ বিঘ্ন মোকাবিলা করার জন্য ভারতের কাছে পর্যাপ্ত ভূগর্ভস্থ কৌশলগত মজুদ এবং দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই।
- **বাণিজ্যিক শিপিংয়ের ঘাটতি:** ভারতের নিজস্ব শিপিং বা নৌ-পরিবহন খাত অত্যন্ত দুর্বল এবং ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যাও সীমিত, যা বৈশ্বিক সংকটের সময়ে ভারতকে বিদেশী জাহাজের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল করে তোলে।
- **কৌশলগত দুর্বলতা:** একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সামুদ্রিক জরুরি পরিকল্পনা (Contingency Plan) না থাকায় আকস্মিক আঞ্চলিক অবরোধের মুখে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনরেখা চরম ঝুঁকিতে পড়েছে।
- **ভূ-রাজনৈতিক নীতিগত ভুল পদক্ষেপ:** ইরানের **চাবাহার বন্দরের** মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প রুটগুলোর গতি ধীর করে এবং এর সঠিক ব্যবহার না করে ভারত নিজেই নিজের বিকল্প পথ খোঁজার সুযোগ হাতছাড়া করেছে।
- **নতুন ট্রানজিট আধিপত্য:** ভারতকে এখন সম্পূর্ণ নতুনভাবে লেখা একটি সামুদ্রিক ব্যবস্থা মেনে চলতে হচ্ছে, যেখানে জাহাজ কোম্পানিগুলো যাতায়াতের জন্য ইরানের নবগঠিত **'পার্সিয়ান গালফ স্ট্রেট অথরিটি'**-র নিয়মকানুন মানতে বাধ্য হচ্ছে।

বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া: "শূন্য-নির্ভরশীলতা"র দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন হরমুজ প্রণালীর ওপর তাদের নির্ভরশীলতা নতুন করে মূল্যায়ন করছে।

- **উদাহরণ:** সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এই চোকপয়েন্টটিকে এড়াতে বিকল্প স্থল করিডোর এবং পাইপলাইন অবকাঠামোতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি **"শূন্য হরমুজ নির্ভরশীলতা" (Zero Hormuz Dependency)** কৌশল আগ্রাসীভাবে বাস্তবায়ন করছে।

পথ নির্দেশ

নিজের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতকে পরোক্ষ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে সক্রিয় **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy)** অর্জন করতে হবে:

- **সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্যকরণ:** এলপিজি এবং অপরিশোধিত তেল আমদানির জন্য একটি মাত্র ভৌগোলিক চোকপয়েন্টের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে।
- **অবকাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতা:** আকস্মিক সামুদ্রিক অবরোধ বা বাধা মোকাবিলা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী **ভূগর্ভস্থ ক্যাভার্ন স্টোরেজে** (মজুদ ব্যবস্থা) বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে।
- **বিকল্প করিডোরগুলোর পুনরুজ্জীবন:** বিকল্প সামুদ্রিক এবং স্থল করিডোরগুলোর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিতে হবে (যেমন: চাবাহার, আইএনএসটিসি বা ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোরের মতো প্রকল্পগুলোর সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানো)।
- **শিপিং খাতের শক্তিশালীকরণ:** বৈশ্বিক সংঘাতের সময়ে বাণিজ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী, ভারতীয় পতাকাবাহী বাণিজ্যিক নৌবহর গড়ে তুলতে হবে।
- **কৌশলগত অংশীদারিত্ব:** ওমান এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মতো আঞ্চলিক পক্ষগুলোর সাথে সামুদ্রিক কূটনীতি এবং প্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনা আরও জোরদার করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা এখন আর কেবল কোনো অর্থনৈতিক লক্ষ্য নয়; এটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **কৌশলগত প্রয়োজনীয়তায়** পরিণত হয়েছে।

Q. "Examine how Iran's control over the Strait of Hormuz impacts global energy security. In this context, analyze India's strategic vulnerabilities and suggest measures to ensure its energy resilience." 15 Marks

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

2.3.1. NFHS-6: ভারতের জনস্বাস্থ্য বিবর্তনের আনন্দ ও বেদনা

ভূমিকা

জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (NFHS)-৬ (২০২৩–২৪) ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার একটি মিশ্র চিত্র তুলে ধরে। এটি একদিকে যেমন মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য দেখিয়েছে, অন্যদিকে জীবনযাত্রার রোগ এবং বার্ধক্যজনিত ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলোকেও উন্মোচিত করেছে। এটি ভারতের অপুষ্টি ও সংক্রামক ব্যাধি থেকে **অপুষ্টির দ্বৈত বোঝা** (Dual Burden of Malnutrition) এবং **অসংক্রামক ব্যাধি** (Non-Communicable Diseases - NCDs)-এর দিকে পরিবর্তনের চিত্রটি তুলে ধরে।

"আনন্দ": প্রধান স্বাস্থ্যগত সাফল্য (কাঠামোগত জয়)

১. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি** (Institutional Deliveries):

- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৮৮.৬% থেকে বেড়ে **৯০.৬%** হয়েছে। এটি স্বাস্থ্যসেবার গভীর অনুপ্রবেশ এবং নিরাপদ প্রসব পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করে, যা মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু এবং গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত জটিলতা কমাতে সাহায্য করে।

২. **প্রসবপূর্ব যত্ন (Antenatal Care - ANC)-এর সম্প্রসারণ:**

- ANC রেজিস্ট্রেশন ৯৫.৯% এ পৌঁছেছে; প্রথম ত্রৈমাসিকে রেজিস্ট্রেশন ৭০% থেকে বেড়ে ৭৬.২% হয়েছে। উন্নত প্রসবপূর্ব যত্ন প্রাথমিক ঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং পুষ্টিগত সহায়তার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

৩. **প্রতিস্থাপন প্রজনন হারে স্থিতিশীলতা (Replacement Fertility):**

- **মোট প্রজনন হার (TFR)** ২.০-এ স্থিতিশীল রয়েছে, যা প্রতিস্থাপন স্তরের (২.১) নিচে। এটি নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা এবং প্রজনন সচেতনতার ফলে জনতাত্ত্বিক পরিপক্কতার ইঙ্গিত দেয়।

৪. **শিশু অপুষ্টি হ্রাস (Reduction in Child Malnutrition):**

- শিশুদের খর্বতা (Stunting) ৩৫.৫% থেকে কমে **২৯.৩%** হয়েছে; গুরুতর কৃশতা (Severe Wasting) ৭.৭% থেকে কমে ৫.২% হয়েছে। এটি পুষ্টি সরবরাহ এবং সরকারি জনকল্যাণমূলক হস্তক্ষেপের উন্নতিকে প্রতিফলিত করে।

৫. **শৈশবকালীন টিকাদান শক্তিশালীকরণ (Childhood Immunisation):**

- সম্পূর্ণ টিকাপ্রাপ্ত শিশুর (১২–২৩ মাস) হার ৮৩.৮% থেকে বেড়ে **৮৭.১%** হয়েছে। শক্তিশালী টিকাকরণ কভারেজ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা সক্ষমতা বাড়ায় এবং শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়।

৬. **রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনের অভাবনীয় সাফল্য:**

- রোটাভাইরাস টিকাকরণ নাটকীয়ভাবে ৩৬.৪% থেকে বেড়ে **৮৫.৪%** হয়েছে। এটি ডায়রিয়াজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনস্বাস্থ্যের সফল সম্প্রসারণ নির্দেশ করে।

৭. **টিকাকরণে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার আধিপত্য:**

- শিশুদের **৯৫.৬% টিকাকরণ** সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতিফলন।

৮. **আর্থিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিস্তার (Financial Health Protection):**

- স্বাস্থ্য বীমার আওতা ৪১% থেকে বেড়ে **৬০.২%** হয়েছে। **আয়ুষ্মান ভারত**-এর মতো কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আর্থিক সুরক্ষা জোরদার করেছে এবং চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত খরচ (Out-of-pocket expenditure) কমিয়েছে।

৯. **মহিলাদের ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ (Female Digital Divide):**

- ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মহিলার হার ৩৩.৩% থেকে বেড়ে **৬৪.৩%** হয়েছে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি মহিলাদের স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তি, আর্থিক স্বাধীনতা এবং প্রশাসনে অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করে।

"বেদনা": অলক্ষিত চাহিদা এবং উদীয়মান খামতিসমূহ

সাফল্য সত্ত্বেও, NFHS-6 কিছু কাঠামোগত দুর্বলতাকে উন্মোচিত করেছে যার জন্য জরুরি নীতিগত মনোযোগ প্রয়োজন।

১. **ভারতের অপুষ্টির দ্বৈত বোঝা (India's Dual Burden of Malnutrition):**

- স্থূলতা (Obesity) এবং বিপাকীয় ব্যাধির (Metabolic Disorders) সাথে অপুষ্টির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারত একই সাথে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী **পুষ্টির অভাব** এবং নগরায়ন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের কারণে **জীবনযাত্রা-সম্পর্কিত অসুস্থতার** মুখোমুখি হচ্ছে।

২. **স্থূলতার তীব্র বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার রোগ (Obesity Surge and Lifestyle Diseases):**

- **মহিলা:** ২৪% → **৩০.৭%**; **পুরুষ:** ২২.৯% → **২৭.৩%**। স্থূলতার এই ঊর্ধ্বগতি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) এবং হৃদরোগের (Cardiovascular Diseases) ক্রমবর্ধমান বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসেবার বোঝাকে বাড়িয়ে তুলছে।

৩. **শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানের (Exclusive Breastfeeding) হার হ্রাস:**

- শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানের হার ৬৩.৭% থেকে কমে **৫৫.৮%** হয়েছে। এটি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পুষ্টির নিরাপত্তাকে দুর্বল করে, যা সংক্রমণ, অপুষ্টি এবং বিকাশজনিত বিলম্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

৪. **সিজারিয়ান প্রসবের (Caesarean Deliveries) তীব্র বৃদ্ধি:**

- সিজারিয়ান বা সি-সেকশনের মাধ্যমে জন্মহার ২১.৫% থেকে বেড়ে **২৭.২%** হয়েছে। এই তীব্র বৃদ্ধি প্রসবের চিকিৎসাকরণ (Medicalisation), অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার এবং মাতৃকালীন যত্নে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

৫. **অসংক্রামক ব্যাধি (NCD) অর্থায়নে অপর্যাপ্ত মনোযোগ:**

- এসআরএস (SRS) এবং ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস নির্দেশ করে যে, বিপাকীয় ব্যাধি মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি দুর্বল। ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় প্রতিরোধমূলক (Preventive) হওয়ার চেয়ে এখনও অনেক বেশি **নিরাময়মূলক (Curative)** রয়ে গেছে, যা দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধের প্রস্তুতিকে ব্যাহত করছে।

NFHS-6 এর প্রভাব: ভারতের "বার্ধক্যের দিকে ধাবিত জাতি" দ্বিধা

১. **জনতাত্ত্বিক রূপান্তর এবং জনসংখ্যার বার্ধক্য:**

- কম প্রজনন হার এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ভারত ক্রমাগত একটি বার্ধক্যজনিত জনসংখ্যার কাঠামোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি উন্নয়নমূলক অগ্রগতির প্রতিফলন হলেও, এটি **বার্ধক্যজনিত যত্ন (Geriatric Care)**, দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য অর্থায়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

২. **অসংক্রামক ব্যাধির (NCDs) ক্রমবর্ধমান বোঝা:**

- স্থূলতার বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের বিস্ফোরণের ইঙ্গিত দেয়। এটিকে উপেক্ষা করা হলে, অসংক্রামক ব্যাধিগুলো অক্ষমতা এবং মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারে, যা ভারতের ইতিমধ্যেই চাপে থাকা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে বিপর্যস্ত করবে।

৩. **জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার জন্য হুমকি:**

- রোগাক্রান্ত কর্মক্ষম জনসংখ্যা ভারতের **জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend)**-এর সুবিধাকে দুর্বল করতে পারে। ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়, কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি এবং কম শ্রম উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে।

৪. **পারিবারিক আর্থিক ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি:**

- জীবনযাত্রার রোগগুলোর জন্য দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা এবং বারবার চিকিৎসার খরচের প্রয়োজন হয়। বীমার আওতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, এটি চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত খরচের (Catastrophic Out-of-pocket Spending) কারণে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

৫. **জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা:**

- ভারতের স্বাস্থ্য কাঠামো এখনও বহুলাংশে মাতৃ-শিশু এবং সংক্রামক রোগ-কেন্দ্রিক রয়ে গেছে। NFHS-6 স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক, **জীবনচক্র-ভিত্তিক (Life-cycle)** এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যবস্থাপনা মডেলে রূপান্তর করার জরুরি সংকেত দেয়।

ভবিষ্যতের করণীয়: নীতিগত পদক্ষেপ

- **দেশব্যাপী স্ক্রিনিং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের জন্য দেশব্যাপী প্রাথমিক পরীক্ষা চালু করা। প্রাথমিক রোগ নির্ণয় চিকিৎসার খরচ কমায় এবং ভারতকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার দিকে নিয়ে যায়।

- **স্বাস্থ্যকর আচরণ প্রচার:** স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক ব্যায়াম এবং শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানকে উৎসাহিত করা। গণসচেতনতা অভিযান স্থূলতা কমাতে এবং পুষ্টি সংক্রান্ত আচরণের উন্নতি করতে পারে।
- **আর্থিক নিরুৎসাহ বা করারোপ:** শর্করাযুক্ত পানীয় (Sugary Beverages) এবং অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের (Ultra-processed Foods) ওপর কর বৃদ্ধি করা। এই রাজস্ব প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
- **ত্রি-স্তরীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির থেকে শুরু করে টারশিয়ারি হাসপাতাল পর্যন্ত অসংক্রামক ব্যাধি (NCD) ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা। স্থানীয় পর্যায়ে রোগ নির্ণয় এবং রেফারেল ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী যত্নের সহজলভ্যতা উন্নত করে।
- **মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের অর্জন বজায় রাখা:** টিকাদান, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে যেন কোনো ঘাটতি না আসে তা নিশ্চিত করা। নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন এবং শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছানোর (Last-mile accessibility) মাধ্যমে বর্তমান অর্জনগুলোকে রক্ষা করতে হবে।
- **প্রমাণ-ভিত্তিক শাসন (Evidence-Based Governance):** নির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং সম্পদের অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য NFHS-এর তথ্য বা ডেটা ব্যবহার করা। তথ্য-চালিত নীতি নির্ধারণ কল্যাণমূলক পরিষেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

উপসংহার

NFHS-6 ভারতের উন্নয়নমূলক সাফল্যের একটি স্কোরকার্ড এবং সেই সাথে ভবিষ্যতের জনস্বাস্থ্য দুর্বলতার একটি প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন হার স্থিতিশীলতা এবং টিকাদানের সাফল্য উদযাপনের যোগ্য হলেও, একটি সুস্থ জনতাত্ত্বিক রূপান্তর বজায় রাখতে ভারতকে একই সাথে প্রতিরোধমূলক, অসংক্রামক ব্যাধি (NCD)-কেন্দ্রিক এবং জীবনচক্র-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

Q. NFHS-6 reflects both the achievements and emerging vulnerabilities of India's public health transition." Examine the key health gains, emerging challenges and policy measures required to ensure a sustainable demographic transition in India. 15 Marks

2.3.2. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য সমআচরণ

প্রেক্ষাপট

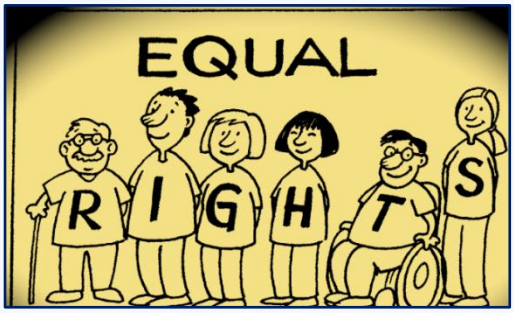

- ভারত ডিবিটি (DBT - প্রত্যক্ষ লভ্যাংশ হস্তান্তর), ইউপিআই (UPI) এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের মাধ্যমে কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। তা সত্ত্বেও, **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা (PwDs)** এখনও অপর্যাপ্ত এবং অসম সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তার সম্মুখীন হচ্ছেন।
- রাজ্যভেদে প্রতিবন্ধী পেনশনের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়, যা কল্যাণমূলক অধিকারের ক্ষেত্রে **গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বৈষম্য** তৈরি করছে।

ভূমিকা

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ (RPwD Act, 2016)** এবং সংবিধানের **৪১ নম্বর অনুচ্ছেদ (Article 41)** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়।
- সমগ্র ভারত জুড়ে সামাজিক নিরাপত্তার একটি ন্যূনতম স্তর নিশ্চিত করার জন্য একটি **ন্যূনতম সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশন ফ্লোর রেট (MUDPFR)** গঠন করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশনের গুরুত্ব

১. **সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিতকরণ**

- এটি একটি **ন্যূনতম আয় নিশ্চয়তা (minimum income guarantee)** প্রদান করে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে সক্ষম করে।
- এটি প্রতিবন্ধী সহায়তাকে এককালীন দয়া বা কল্যাণ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (welfare-based approach) থেকে **অধিকার-ভিত্তিক অধিকারে (rights-based entitlement)** রূপান্তর করে।

২. **ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতার বোঝা মোকাবিলা**

- বার্ধক্য, দীর্ঘ গড় আয়ু এবং রোগের ধরণ পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট **ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধী জনসংখ্যাকে** এটি সহায়তা প্রদান করে।
- এটি একটি সংবেদনশীল এবং সম্প্রসারণশীল জনমিতিক গোষ্ঠীর (demographic group) জন্য একটি **দৃঢ় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** তৈরি করে।

৩. **সমতা প্রবর্ধন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস**

- বাসস্থানের রাজ্য নির্বিশেষে সকলের জন্য **অভিন্ন ন্যূনতম সহায়তা** নিশ্চিত করে।
- এটি **"পোস্টকোড লটারি"** (লটারি ভাগ্যের মতো অসম বণ্টন)-র অবসান ঘটায়, যেখানে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি এবং নীতিগত অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে সুযোগ-সুবিধা পরিবর্তিত হয়।

৪. **সাংবিধানিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ**

- এটি সংবিধানের ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং **সমতা, মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ের** নীতিগুলোকে কার্যকর করে।
- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর অধীনে প্রদত্ত **সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টিগুলোকে** বাস্তবে রূপদান করে।

৫. **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**

- এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা, **ভোগ ক্ষমতা (consumption capacity)** এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়ায়।
- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরনির্ভরশীলতা থেকে বের করে এনে আরও বেশি **অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও উৎপাদনশীলতার** দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে।

৬. **ইতিবাচক অর্থনৈতিক ফলাফল সৃষ্টি**

- বর্ধিত ব্যয় এবং স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে এটি একটি **অর্থনৈতিক উদ্দীপক (economic stimulus)** হিসেবে কাজ করে।
- শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার কারণে উদ্ভূত **জিডিপি (GDP) লোকসান হ্রাস** করতে সাহায্য করে।

৭. **উচ্চ সামাজিক রিটার্ন বা সুফল প্রদান**

- প্রতিবন্ধী পেনশনের **আর্থ-সামাজিক সুফলসমূহ** এর আর্থিক বা রাজকোষীয় খরচের (fiscal costs) চেয়ে অনেক বেশি।
- এটি **মানব পুঁজি উন্নয়নকে (human capital development)** শক্তিশালী করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

৮. **অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ**

- এটি নিশ্চিত করে যে ভারতের কল্যাণমূলক কাঠামোর সুফল যেন সমাজের অন্যতম **সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত অংশের** কাছে পৌঁছায়।

- এটি **'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'** এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক **'বিকশিত ভারত'**-এর রূপকল্পে অবদান রাখে।

৯. **ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ সুদৃঢ়করণ**

- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশন (UNCRPD), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সামাজিক সুরক্ষা মানদণ্ডের অধীনে ভারতের বাধ্যবাধকতাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
- বিশ্বমঞ্চে ভারতের **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অধিকার-ভিত্তিক উন্নয়নের** প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

প্রস্তাবনা: ন্যূনতম সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশন ফ্লোর রেট (MUDPFR)

১. **জাতীয় ন্যূনতম পেনশন গ্যারান্টি**

- প্রত্যেক যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (PwD) তাঁদের বসবাসের রাজ্য নির্বিশেষে একটি **নিশ্চিত ন্যূনতম পেনশন (guaranteed minimum pension)** পাওয়া উচিত।
- এটি একটি মৌলিক আয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং কল্যাণমূলক সহায়তার ক্ষেত্রে **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস** করবে।

২. **নমনীয়তার সাথে অভিন্নতা**

- দেশজুড়ে একটি নির্ধারিত পেনশন ফ্লোর বা সর্বনিম্ন স্তর নির্ধারণ করলে তা সারা দেশে **অভিন্ন ন্যূনতম মানদণ্ড (uniform minimum standards)** প্রতিষ্ঠা করবে।
- এর পাশাপাশি, রাজ্যগুলোর নিজস্ব প্রয়োজন এবং সম্পদের ওপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত **টপ-আপ সুবিধা (top-up benefits)** প্রদান করার নমনীয়তা বা স্বাধীনতা থাকবে।

৩. **অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি**

- প্রতিবন্ধী পেনশনকে কোনো দয়া বা বিবেচনামূলক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (discretionary welfare measure) হিসেবে না দেখে, একটি **আইনি এবং সাংবিধানিক অধিকার (legal and constitutional entitlement)** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।
- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা, সমতা এবং নাগরিক অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং দান-ভিত্তিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে।

৪. **সমগ্র ভারত জুড়ে পোর্টেবিলিটি বা স্থানান্তরযোগ্যতা (Portability Across India)**

- কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা পারিবারিক কারণে সুবিধাভোগীরা স্থানান্তরিত (migrate) হলেও যেন পেনশন সুবিধাগুলো বজায় থাকে।
- দেশব্যাপী এই **পোর্টেবিলিটি বা স্থানান্তরযোগ্যতা** শ্রমের গতিশীলতাকে (labour mobility) উৎসাহিত করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা নিশ্চিত করবে।

প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১. **জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন কর্তৃপক্ষ (NDPA) গঠন**

- প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ডেডিকেটেড বা **স্বতন্ত্র জাতীয় কর্তৃপক্ষ** প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
- এটি অভিন্ন মানদণ্ড নিশ্চিত করবে, **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি** করবে এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রশাসনিক খণ্ডবিখণ্ডতা হ্রাস করবে।

২. **জাতীয় প্রতিবন্ধী রেজিস্ট্রি**

- যোগ্য সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে সনাক্ত এবং ট্র্যাক করার জন্য একটি **ব্যাপক জাতীয় ডাটাবেস** তৈরি করা উচিত।

- এটি বাদ পড়ে যাওয়া (exclusion) এবং দ্বৈততার (duplication) ভুলগুলোকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনবে এবং দক্ষতার সাথে সুবিধা ও পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

৩. **ডিজিটাল একীকরণ**

- বিদ্যমান ডিজিটাল অবকাঠামো যেমন—ডিবিটি (DBT), আধার এবং ইউপিআই (UPI)-কে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচিগুলোর সাথে **সংযোজিত বা একীভূত** করা উচিত।
- এটি সুবিধাভোগীদের কাছে সময়মতো, স্বচ্ছ এবং **প্রত্যক্ষ লভ্যাংশ হস্তান্তর (direct transfer)** সহজতর করবে।

৪. **সুদৃঢ় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা**

- সুবিধাভোগীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সহজলভ্য, স্বচ্ছ এবং **সময়াবদ্ধ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা** গড়ে তোলা উচিত।
- কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থা কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আস্থা, জবাবদিহিতা এবং **সাড়াদানের ক্ষমতা (responsiveness)** বৃদ্ধি করবে।

৫. **রাজ্যগুলোর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ**

- রাজ্যজুড়ে বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য একটি **অভিন্ন পর্যবেক্ষণ কাঠামো** গ্রহণ করা উচিত।
- নিয়মিত মূল্যায়ন জবাবদিহিতা বাড়াবে, **সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোকে (best practices)** উৎসাহিত করবে এবং দেশব্যাপী অভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

MUDPFR **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ**

১. **রাজস্ব বা রাজকোষীয় উদ্বেগ**

- দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী পেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশাল এবং **ধারাবাহিক আর্থিক প্রতিশ্রুতি** প্রয়োজন।
- অন্যান্য কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে **দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব স্থায়িত্ব** নিশ্চিত করা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

২. **সনাক্তকরণ সংক্রান্ত সমস্যা (Identification Issues)**

- প্রতিবন্ধকতার সঠিক মূল্যায়ন এবং সার্টিফিকেশন বা **শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়াটি** এখনও প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত জটিলতার সম্মুখীন।
- প্রতিবন্ধকতা মূল্যায়নের মানদণ্ডের পার্থক্যের কারণে যোগ্য সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে **ত্রুটি বা ভুল (errors in identifying)** হতে পারে।

৩. **প্রশাসনিক সমন্বয়**

- প্রতিবন্ধী কল্যাণ বর্তমানে একাধিক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরের দ্বারা পরিচালিত হয়, যার ফলে এর বাস্তবায়ন **খণ্ডবিখণ্ড** হয়ে পড়ে।
- সমন্বয়ের অভাবের কারণে পরিষেবা প্রদানে দ্বৈততা, বিলম্ব এবং **অদক্ষতা (inefficiencies)** দেখা দিতে পারে।

৪. **অন্তর্ভুক্তকরণে ত্রুটি**

- জটিল প্রক্রিয়া, নথিপত্রের কঠোর প্রয়োজনীয়তা এবং **সীমিত সচেতনতার** কারণে প্রকৃত যোগ্য সুবিধাভোগীরা সহায়তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।
- প্রত্যন্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের **অসহায় ও সংবেদনশীল গোষ্ঠীগুলো** এই ধরনের বাদ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকির প্রতি বেশি প্রবণ।

৫. **কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়**

- সফল বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন, প্রশাসন এবং পর্যবেক্ষণের দায়িত্বের বিষয়ে **কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে স্পষ্ট চুক্তি** প্রয়োজন।
- রাজ্যগুলোর মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা (fiscal capacity) এবং নীতিগত অগ্রাধিকারের পার্থক্য একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো তৈরিতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রতিবন্ধী পেনশন ব্যবস্থায় বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

১. **দক্ষিণ আফ্রিকা**

- দক্ষিণ আফ্রিকা দেশজুড়ে **অভিন্ন যোগ্যতার মানদণ্ড (uniform eligibility criteria)** সহ একটি জাতীয়ভাবে পরিচালিত প্রতিবন্ধী অনুদান (disability grant) প্রদান করে।
- এটি অঞ্চলের ঊর্ধ্বে উঠে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে **ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার (equitable access)** নিশ্চিত করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে (social inclusion) উৎসাহিত করে।

২. **ব্রাজিল**

- ব্রাজিল 'বেনেফিসিও ডে প্রেস্তাসাও কন্টিনিউয়াদা' (BPC) পরিচালনা করে, যা যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ নাগরিকদের একটি **ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা (minimum income guarantee)** দেয়।
- এই প্রকল্পটি দারিদ্র্য ও সংবেদনশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি **অধিকার-ভিত্তিক সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (rights-based social assistance programme)** হিসেবে কাজ করে।

৩. **অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড**

- উভয় দেশই বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক কাঠামোর সাথে সংহত বা একীভূত **দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী পেনশন ব্যবস্থা (nationwide disability pension systems)** বজায় রেখেছে।
- সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য এই ব্যবস্থাগুলো আয় সহায়তার (income support) সাথে স্বাস্থ্যসেবা, **কর্মসংস্থান সহায়তা (employment assistance)** এবং পুনর্বাসন পরিষেবাকে (rehabilitation services) যুক্ত করেছে।

৪. **উদীয়মান অর্থনীতিসমূহ**

- কেনিয়া, রুয়ান্ডা, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও **জাতীয় প্রতিবন্ধী আয় সহায়তা কর্মসূচি** প্রতিষ্ঠা করেছে।
- তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, দৃঢ় নীতিগত প্রতিশ্রুতি এবং **লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপের (targeted welfare interventions)** মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোও সফলভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে।

উত্তরণের উপায়

১. **একটি জাতীয় ন্যূনতম পেনশন ফ্লোর (সর্বনিম্ন স্তর) প্রতিষ্ঠা করা**

- সমস্ত যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (PwD) জন্য তাঁদের বসবাসের রাজ্য নির্বিশেষে একটি **অভিন্ন ন্যূনতম প্রতিবন্ধী পেনশন** নিশ্চিত করা উচিত।
- এটি আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করবে এবং সারা দেশে একটি **মৌলিক স্তরের আয় নিরাপত্তা** নিশ্চিত করবে।

২. **একটি জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন**

- প্রতিবন্ধী পেনশন কর্মসূচিগুলোর নীতি বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য একটি **স্বতন্ত্র জাতীয় কর্তৃপক্ষ** গঠন করা উচিত।

- এটি **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি** করবে, প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত (streamline) করবে এবং দেশব্যাপী অভিন্ন মানদণ্ড নিশ্চিত করবে।

৩. **ডিজিটাল বিতরণ ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ**

- নির্বিঘ্নে পেনশন বিতরণের জন্য ডিবিটি (DBT), আধার (Aadhaar) এবং ইউপিআই (UPI)-এর মতো বিদ্যমান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর **কার্যকর ব্যবহার বা লিভারেজ (leveraged)** করা উচিত।
- ডিজিটাল একীকরণ স্বচ্ছতা বাড়াবে, **রাজস্বের অপচয় বা লিকেজ হ্রাস (reduce leakages)** করবে এবং সময়মতো লভ্যাংশ স্থানান্তর নিশ্চিত করবে।

৪. **একটি অধিকার-ভিত্তিক কাঠামো গ্রহণ**

- প্রতিবন্ধী পেনশনকে কোনো বিবেচনামূলক বা দয়া-ভিত্তিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে, একটি **আইনি এবং সাংবিধানিক অধিকার (constitutional and legal entitlement)** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।
- এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা, সমতা এবং **নাগরিক অধিকারকে** শক্তিশালী করবে।

৫. **কর্মসংস্থান সহায়তার সাথে সামাজিক নিরাপত্তার একীকরণ**

- আয় সুবিধাকে দক্ষতা উন্নয়ন, **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (vocational training)** এবং জীবিকা প্রবর্ধন কর্মসূচির সাথে যুক্ত করা উচিত।
- এই ধরনের একীকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও বেশি **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** এবং উৎপাদনশীল অংশগ্রহণ অর্জনে সক্ষম করবে।

৬. **সামাজিক সুরক্ষা অভিসরণ বৃদ্ধি করা**

- প্রতিবন্ধী পেনশনকে স্বাস্থ্যসেবা, বীমা, পুনর্বাসন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের সাথে **সমন্বিত (integrated)** করা উচিত।
- একটি **সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (holistic approach)** বহুমাত্রিক সংবেদনশীলতা দূর করবে এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

৭. **অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ (PPP) বৃদ্ধি**

- কর ছাড় (tax incentives), মজুরি ভর্তুকি (wage subsidies) এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি বা প্রবেশগম্যতা সহায়তার মাধ্যমে সরকারগুলোর উচিত বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরিতে নিতে উৎসাহিত করা।
- বৃহত্তর বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে** ত্বরান্বিত করবে।

উপসংহার

একটি **ন্যূনতম সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশন ফ্লোর রেট (MUDPFR)** ভারতে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ব্যবস্থাকে একটি খণ্ডিত ও দান-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (charity-based approach) থেকে একটি **অধিকার-ভিত্তিক ব্যবস্থায় (rights-based system)** রূপান্তরিত করবে; যা একটি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক **'বিকশিত ভারত'**-এর অভিমুখে ভারতের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং অর্থপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

Q. "Despite constitutional and legal protections, social security for Persons with Disabilities (PwDs) in India remains fragmented and inadequate. Examine the need for a Minimum Universal Disability Pension Floor Rate (MUDPFR) and its role in promoting inclusive development." 15 Marks

2.4. স্বাস্থ্য

2.4.1. ভারতে যক্ষ্মা নির্মূলে উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

প্রেক্ষাপট

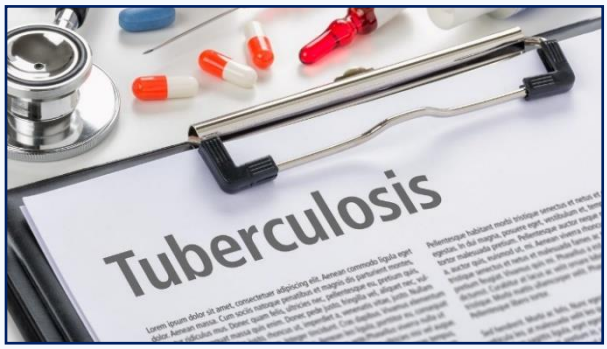

- **বাসিলাস ক্যালমেট-গেরিন** (BCG) ভ্যাকসিন আবিষ্কারের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও, **যক্ষ্মা** (TB) বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসেবে রয়ে গেছে। এটি ভারতের মতো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে (LMICs) তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রভাব ফেলছে।
- সাম্প্রতিককালে, **'PreVenTB' ট্রায়ালের** ফলাফল নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান কৌশলের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে। এটি যক্ষ্মা নির্মূল করার জন্য একটি ব্যাপক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করেছে—যা **টিকাদান** (Vaccination), **প্রাথমিক সনাক্তকরণ** (Early Detection), **প্রতিরোধমূলক থেরাপি** (Preventive Therapy) এবং **পুষ্টিগত সহায়তার** (Nutritional Support) সমন্বয়ে গঠিত।

ভারতে যক্ষ্মা কেন একটি বড় জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ?

ক. যক্ষ্মা সংক্রমণের জটিল প্রকৃতি (Complex Nature of TB Infection)

- যক্ষ্মা সংক্রমণ কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে না, যার ফলে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস** (Mycobacterium tuberculosis) জীবাণুর সংস্পর্শে আসার পর, কিছু মানুষের মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না (Asymptomatic), কেউ কেউ সুপ্ত সংক্রমণে (Latent Infection) ভোগেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি সক্রিয় রোগে (Active Disease) আক্রান্ত হন।
- সক্রিয় যক্ষ্মা মূলত দুটি রূপে দেখা দিতে পারে:

1. **পালমোনারি টিবি** (Pulmonary TB - PTB): এটি ফুসফুসকে আক্রান্ত করে এবং এর মাধ্যমেই রোগটি প্রধানত ছড়ায় (Transmission)।
2. **এক্সট্রাপালমোনারি টিবি** (Extrapulmonary TB - EPTB): এটি ফুসফুস ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যেমন—লিম্ফ নোড (রসিকা গ্রন্থি), হাড়, মস্তিষ্ক, কিডনি এবং অন্ত্রকে আক্রান্ত করে।

খ. রোগের উচ্চ প্রকোপ

- **বিশ্বের সর্বোচ্চ যক্ষ্মার প্রকোপ:** বিশ্বের মোট যক্ষ্মা রোগীর প্রায় **২৫% ভারতে** রয়েছে। এছাড়া ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা **ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি** (Drug-Resistant TB) রোগীর সংখ্যাও ভারতে সবচেয়ে বেশি (বিশ্বের মোট সংখ্যার প্রায় **৩২%**)। এর ফলে ভারত এই রোগের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
- **বাস্তব কিন্তু অপর্যাপ্ত অগ্রগতি:** গত প্রায় এক দশকে ভারতে যক্ষ্মার হার প্রায় ২১% কমেছে (প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২৩৭ থেকে কমে ১৮৭ হয়েছে), যা বৈশ্বিক গতির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। একই সাথে যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার প্রতি লক্ষে ২৮ থেকে কমে ২১-এ নেমে এসেছে। তবে **যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা** অর্জনের জন্য এই অগ্রগতি এখনও যথেষ্ট নয়।
- **একটি পদ্ধতিগত সমস্যা** (Systemic Problem): অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে যক্ষ্মার হার প্রতি ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে ২০০-৩০০ জন। এই হারকে নির্মূলের স্তরে অর্থাৎ **প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১০-২০ জনে** নামিয়ে আনতে গেলে দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা এবং বড় আকারের **জনস্বাস্থ্য বিনিয়োগ** (Public Health Investment) প্রয়োজন।

গ. এক্সট্রাপালমোনারি টিবি (EPTB) **জনিত চ্যালেঞ্জ**

- সুনির্দিষ্ট লক্ষণ না থাকার কারণে ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা বা EPTB **নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন**।

- এটি প্রায়শই দীর্ঘ সময় ধরে সনাক্ত করা যায় না, যার ফলে গুরুতর জটিলতা তৈরি হয় এবং **চিকিৎসার খরচ (Healthcare Costs) বৃদ্ধি পায়**।
- রোগ নির্ণয়ে বিলম্বের কারণে অনেক সময় রোগী **শারীরিক পঙ্গুত্ব (Disability)** বরণ করেন এবং চিকিৎসার ফলাফলও আশানুরূপ হয় না।

ঘ. কেন একটি মাত্র "ওয়ান-শট" ভ্যাকসিন অবাস্তব?

- যেহেতু যক্ষ্মা শরীরের ভেতর বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তাই একটি মাত্র ভ্যাকসিন দিয়ে এই রোগের সব রূপ প্রতিরোধ করার আশা করা অবাস্তব। এই ধারণার কারণেই অতীতে বিশ্বজুড়ে বারবার হতাশা তৈরি হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বেশিরভাগ ভ্যাকসিন ট্রায়াল বা পরীক্ষা শুধুমাত্র ফুসফুসের যক্ষ্মাকে (Pulmonary TB) লক্ষ্য করে করা হয়েছিল, যার ফলে বিপজ্জনক **এক্সট্রাপালমোনারি রূপটি (EPTB) অনেকটাই পরীক্ষাহীন এবং উপেক্ষিত** থেকে গেছে।

PreVenTB ট্রায়াল: যক্ষ্মা টিকাদানে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি

১. ট্রায়াল সম্পর্কে

- **PreVenTB ট্রায়ালটি** ভারতের ১৮টি কেন্দ্রে ICMR **(ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ)** দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। যক্ষ্মা রোগীদের সংস্পর্শে আসা ১২,৭০০-রও বেশি পারিবারিক সদস্যকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
- বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে **পালমোনারি টিবি (PTB)** এবং **এক্সট্রাপালমোনারি টিবি (EPTB)**—উভয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষা মূল্যায়ন করার জন্য এটিই **বিশ্বের প্রথম ফেজ ৩ (Phase III) যক্ষ্মা ভ্যাকসিনের ট্রায়াল**।
- **দুটি ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট (Two Candidates):** এই ট্রায়ালে **VPM1002** (একটি একক-ডোজের, পরিবর্তিত BCG-ভিত্তিক ভ্যাকসিন) এবং **Immuvac**-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন স্তরের সংক্রমণ থাকা মানুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

২. প্রধান ফলাফল: VPM1002

- **VPM1002** ভ্যাকসিনটি **সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (SIIPL)** দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি পরিবর্তিত রিকম্বিন্যান্ট BCG (Recombinant BCG) ভ্যাকসিন, যা শরীরে আরও শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immune Response) তৈরি করতে পারে।
- সামগ্রিক গবেষণায় এটি যক্ষ্মার সব রূপের বিরুদ্ধে (PTB এবং EPTB মিলিয়ে) **২১.৪% কার্যকারিতা (Efficacy)** দেখিয়েছে।
- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এটি এক্সট্রাপালমোনারি টিবি (EPTB)-র বিরুদ্ধে **৫০.৪% কার্যকারিতা** প্রদর্শন করেছে, যা EPTB-র বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনের সুরক্ষার প্রথম কোনো বড় প্রমাণ।
- **৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের** মধ্যে যক্ষ্মার সব রূপের বিরুদ্ধে এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা **৬৪.৬%-এ** পৌঁছেছে। এটি স্কুলপড়ুয়া শিশুদের জন্য একটি **'বুস্টার ভ্যাকসিনেশন কৌশল' (Booster Vaccination Strategy)** গ্রহণের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।
- এটি একটি **একক-ডোজের (Single-dose) ভ্যাকসিন** হওয়ায়, বড় আকারে দেশব্যাপী প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর দারুণ পরিচালনগত সুবিধা (Operational Advantages) রয়েছে।

৩. প্রধান ফলাফল: Immuvac

- **ক্যাডিলা ফার্মাসিউটিক্যালস (Cadila Pharmaceuticals)** দ্বারা তৈরি **Immuvac** ভ্যাকসিনটি **৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের** মধ্যে EPTB-র বিরুদ্ধে **৬০%-এরও বেশি কার্যকারিতা** দেখিয়েছে।
- এটি সুপ্ত যক্ষ্মা সংক্রমণ (Latent TB Infection) থেকে সক্রিয় যক্ষ্মা রোগে (Active Disease) রূপান্তর রোধ করার ক্ষেত্রেও **৬০%-এর বেশি কার্যকারিতা** দেখিয়েছে। এর অর্থ হলো, শরীরে রোগটির বিস্তার এবং সংক্রমণ চক্রকে ভেঙে দিতে এই ভ্যাকসিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. **কেন এই ট্রায়ালটি গুরুত্বপূর্ণ?**

- **লুকানো মহামারী মোকাবেলা:** ফুসফুস বহির্ভূত বা এক্সট্রাপালমোনারি যক্ষ্মার মামলা ৫০%-এরও বেশি কমিয়ে আনা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য। এটি রোগীর কষ্ট লাঘব করার পাশাপাশি **চিকিৎসার খরচও (Healthcare Costs)** অনেক কমিয়ে দেবে।
- **স্কুলপড়ুয়া শিশুদের সুরক্ষা:** শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৬০%-এরও বেশি কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভারতে বর্তমানে শৈশবের পর **যক্ষ্মা টিকাদানের কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই**। এই ফলাফল একটি বুস্টার-ডোজ নীতি চালু করার পথ খুলে দিল।
- **পুষ্টির সংযোগ:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, কম বডি মাস ইনডেক্স (Low BMI) বা কম ওজনের মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা দুর্বল ছিল। এটি প্রমাণ করে যে, অপুষ্টিতে ভোগা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্যাকসিন সঠিকভাবে কাজ করার জন্য **পুষ্টিগত সহায়তা (Nutritional Support) আবশ্যিক**।

যক্ষ্মা নির্মূলের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **রোগ নির্ণয় এবং প্রতিরোধে অসম সুযোগ:** গ্রামীণ, আদিবাসী এবং শহরের বস্তি অঞ্চলগুলোতে সুপ্ত (Latent) এবং উপ-ক্লিনিকাল (Subclinical) যক্ষ্মা সনাক্তকরণের আধুনিক সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। ফলে এই রোগ ছড়ানোর একটি 'নীরব উৎস' (Silent Reservoirs) তৈরি হচ্ছে। প্রতিরোধমূলক থেরাপির সুযোগও সব জায়গায় সমান নয়। তাই লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়, বরং একটি অপরিহার্য স্তম্ভ।
- **ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স:** অসম্পূর্ণ চিকিৎসা এবং অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের কারণে **মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি (MDR-TB)** এবং **এক্সটেনসিভলি ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট টিবি (XDR-TB)**-র বোঝা দিন দিন বাড়ছে। এর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত বিষাক্ত (Toxic) ওষুধের প্রয়োজন হয়, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং রোগীকে মাঝপথে চিকিৎসা ছেড়ে দিতে (Treatment Abandonment) বাধ্য করে।
- **সামাজিক দুর্বলতা এবং দারিদ্র্য:** যক্ষ্মা মূলত **অপুষ্টি**, ঠাসাঠাসি বাসস্থান, অস্বাস্থ্যকর আলো-বাতাস, এইচআইভি (HIV), ডায়াবেটিস এবং তামাক ব্যবহারের ওপর ভর করে বেড়ে ওঠে। সামাজিক কুসংস্কার বা **কলঙ্ক (Stigma)**—বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে—চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব ঘটায় এবং পরিবারের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে সাহায্য করে। তাই শুধু চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ এই রোগ দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়।
- **অর্থায়নের ভঙ্গুরতা:** বৈশ্বিকভাবে যক্ষ্মা দূরীকরণের অর্থায়ন থমকে গেছে, যা এযাবৎকালের অর্জনকে হুমকির মুখে ফেলছে। ভারতকে এখন আন্তর্জাতিক দাতাদের অনিশ্চিত তহবিলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে।
- **নিখুঁত ভ্যাকসিনের ফাঁদ:** একটি মাত্র আদর্শ বা নিখুঁত ভ্যাকসিনের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আমরা কয়েক দশক পিছিয়ে গেছি। যেখানে মাঝারিভাবে কার্যকর ভ্যাকসিনগুলোকে কৌশলগতভাবে প্রয়োগ করে দ্রুত জনস্বাস্থ্যের সুবিধা পাওয়া সম্ভব। ভারতের **রোটাভাইরাস (Rotavirus)** এবং **কোভিড-১৯ (COVID-19)** ভ্যাকসিনের অভিজ্ঞতা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

যক্ষ্মা নির্মূলে ভারতের বর্তমান পরিকাঠামো

- **জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি - NTEP (National TB Elimination Programme):** জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (NHM) অধীনে বাস্তবায়িত এই কর্মসূচিটি Detect–Treat–Prevent–Build (DTPB) কৌশল অনুসরণ করে। এর লক্ষ্য হলো জাতিসংঘের SDG ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রার ৫ বছর আগেই, অর্থাৎ **২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করা**।
- **প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত অভিযান (Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan):** এই অভিযানের লক্ষ্য হলো যক্ষ্মা নির্মূলের লড়াইকে একটি **'জন আন্দোলন' (Jan Andolan)**-এ পরিণত করা। এর অধীনে **'নি-ক্ষয় মিত্র' (Ni-kshay Mitra)** উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, এনজিও (NGO), কর্পোরেট সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিগত, সামাজিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতে পারে।

- **নি-ক্ষয় পোষণ যোজনা: পুষ্টিগত সহায়তা জোরদার করা (Ni-kshay Poshan Yojana):** এই যোজনার অধীনে যক্ষ্মা রোগীদের মাসিক পুষ্টি সহায়তার পরিমাণ ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে **৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা** করা হয়েছে। এর সাথে অপুষ্টিতে ভোগা রোগীদের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান (EDNS) সরবরাহ করা হচ্ছে।
- **দেশীয় জনস্বাস্থ্য উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেওয়া (Promoting Indigenous Public Health Innovation):** ভারত নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি স্বাস্থ্য উদ্ভাবন গ্রহণে সদিচ্ছা দেখিয়েছে। যেমন—প্রাথমিক পর্যায়েই TrueNat মলিকুলার ডায়াগনস্টিক টেস্টের ব্যবহার, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় Covaxin-এর জরুরি অনুমোদন এবং প্রাথমিক কার্যকারিতা মাঝারি হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় **রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনের** প্রবর্তন। এটি ভারতের বাস্তবমুখী এবং উদ্ভাবন-চালিত জনস্বাস্থ্য নীতিকে প্রতিফলিত করে।

একটি স্মার্ট যক্ষ্মা নির্মূল কৌশলের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

1. **প্রাথমিক সনাক্তকরণ জোরদার করা:** TrueNat, CBNAAT (GeneXpert) এবং AI **(কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-চালিত স্ক্রিনিং টুলস** দেশের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে হবে। যাতে সুপ্ত ও উপ-ক্লিনিকাল যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা ধরা যায়।
2. **প্রতিরোধমূলক থেরাপির পরিধি বাড়ানো:** যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, ডায়াবেটিস ও এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি এবং কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের বাধ্যতামূলকভাবে Latent TB Preventive Therapy (LTPT) প্রদান করতে হবে।
3. **লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান কর্মসূচি চালু করা:** যেহেতু কোনো একটি একক ভ্যাকসিন সব ধরণের যক্ষ্মা প্রতিরোধ করতে পারে না, তাই একটি বহুমুখী ভ্যাকসিন কাঠামো ব্যবহার করে VPM1002 এবং Immuvac-কে প্রথমে যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের সদস্য এবং **৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের** মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়েছে।
4. **পুষ্টি ব্যবস্থার একীকরণ:** নি-ক্ষয় পোষণ যোজনাকে আরও বাড়াতে হবে। পুষ্টির অভাব সরাসরি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, তাই পুষ্টিগত সহায়তাকে কেবল কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে না দেখে একটি **'চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ'** (Medical Intervention) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
5. **ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা মোকাবেলা করা:** MDR-TB এবং XDR-TB-র বিস্তার রুখতে কঠোর নজরদারি এবং রোগীদের নিয়মিত ওষুধ খাওয়া নিশ্চিত করার প্রোটোকল কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।
6. **সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীদের (যেমন আশাকর্মী) আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। নিখুঁত ভ্যাকসিনের অপেক্ষায় বসে না থেকে কোভ্যাক্সিন বা রোটাভাইরাসের মতো দ্রুত নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

উপসংহার

ভারতের যক্ষ্মা চ্যালেঞ্জ কোনো একটি অলৌকিক ভ্যাকসিনের মাধ্যমে সমাধান হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক রোগ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, লক্ষ্যভিত্তিক টিকাদান এবং পুষ্টি সহায়তার একটি স্মার্ট ও সম্মিলিত প্রয়োগ। আজ আমাদের হাতে যে সরঞ্জামগুলো রয়েছে—বিশেষ করে যেগুলো বিপজ্জনক এক্সট্রাপালমোনারি রূপকে প্রতিরোধ করে—সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভারত তার উচ্চাভিলাষী নির্মূলের লক্ষ্যকে একটি বাস্তবসম্মত এবং অর্জনযোগ্য জনস্বাস্থ্য সাফল্যে রূপান্তর করতে পারে।

Q. "Tuberculosis in India is as much a social and nutritional disease as it is a medical challenge." Critically examine the key bottlenecks in eliminating TB in India, and suggest an innovative, community-centered roadmap for the future. 15 Marks

2.4.2. ভারতের জনস্বাস্থ্য নীতির পুনর্বিবেচনা: জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য থেকে ব্যক্তিগত সুস্থতার দিকে পরিবর্তন

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক জনস্বাস্থ্য নীতিগুলির লক্ষ্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করা হলেও, বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান খরচ এবং সরকারি খাতের নিম্নমানের কারণে চিকিৎসার সুযোগ উন্নত করতে তা ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের দুটি উদ্যোগ—**আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র** এবং **আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন**—এই অপূর্ণতা এবং নীতির ফোকাস বা মনোযোগ পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

ভূমিকা

জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য নির্ধারণ এবং দেশের **ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড** বা জনমিতিক লভ্যাংশ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সাম্প্রতিক নীতিগুলি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এগুলিতে প্রায়শই তথ্য ও প্রমাণ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকে এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্য সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়। রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্যের দিকে এই লক্ষণীয় পরিবর্তন ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার **কাঠামোগত ত্রুটিগুলিকে** অনেকাংশে অমীমাংসিত রেখে দিয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্য নীতি এবং এর মূল ভাবনাসমূহ বোঝা

আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর

- এই নীতিটি তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির—যেমন **স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র** (Sub-centres), **প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র** (PHCs), **এবং কমিউনিটি বা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির** (CHCs) নামের আগে বাধ্যতামূলকভাবে "স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র" (Health and Wellness Centre) শব্দগুচ্ছ যুক্ত করে তাদের পরিচিতি বদলে দিয়েছে।
- এই সার্বজনীন নাম পরিবর্তন নীতি-নির্ধারক এবং পেশাদারদের মধ্যে এই **ত্রিশরীয় প্রতিষ্ঠানগুলির** আসল দায়িত্ব ও কাজ নিয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা তৈরি করেছে।
- ফলস্বরূপ, এই কেন্দ্রগুলির মূল মনোযোগ জনগোষ্ঠীর পরিমাপযোগ্য স্বাস্থ্যের ফলাফল থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তির সুস্থতার মতো একটি অত্যন্ত আপেক্ষিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্যের দিকে চলে গেছে।

সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি (Health Promotion) এবং ব্যক্তিগত সুস্থতার (Individual Wellness) মধ্যে পার্থক্য

- **স্বাস্থ্যোন্নতি (Health Promotion):** এটি একটি জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা স্বীকার করে যে ব্যাপক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি কীভাবে একটি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকর আচরণ গ্রহণের ক্ষমতাকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। এটি সুনির্দিষ্ট ও **পরিমাপযোগ্য মানদণ্ডের** ওপর নির্ভর করে।
- **ব্যক্তিগত সুস্থতা (Individual Wellness):** এই ধারণাটি স্বাস্থ্যের প্রাথমিক দায়ভার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়। এটি ধরে নেয় যে একজন মানুষের নিজের জীবনযাত্রা বা লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।
- সুস্থতার ওপর এই অতিরিক্ত মনোযোগ স্বাস্থ্যের গভীর **কাঠামোগত ও সামাজিক নির্ধারকগুলিকে** চরমভাবে অবমূল্যায়ন করে। এর ফলে এমন ফলাফল তৈরি হয় যা স্বভাবগতভাবেই আপেক্ষিক এবং সার্বজনীনভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের ডিজিটাল ফাঁকফোকর

- আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের লক্ষ্য হলো একটি অনন্য হেলথ আইডি বা স্বাস্থ্য পরিচয়পত্রের (**আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট বা ABHA কার্ড**) মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য তথ্যের একটি ডিজিটাল ভাণ্ডার তৈরি করা।

- এটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং চিকিৎসা পেশাদারদের তালিকা তৈরি করলেও, কেবল ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি করা বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসার **ভৌত বা শারীরিক প্রাপ্যতার** গুরুতর অভাব দূর করা সম্ভব নয়।
- দেশের একটি বিশাল অংশের মানুষের জন্য যখন স্বাস্থ্যসেবার পরিকাঠামো একেবারেই অপর্যাপ্ত, তখন কেবল একটি তথ্য পোর্টাল তৈরি করার পেছনে বিশাল বাজেট বরাদ্দ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

তথ্য ও প্রমাণ-ভিত্তিক জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব

- **জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) অর্জন:** সুসংগঠিত জনস্বাস্থ্য নীতি মানব পুঁজিকে উন্নত করে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রধান অবদান রাখে।
- **সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন:** সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে যে সাধারণ মানুষ কোনো ধরনের **বিপর্যয়কর আর্থিক সংকটের** মুখোমুখি না হয়েই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারে।
- **কাঠামোগত নির্ধারকগুলির সমাধান:** তথ্য ও প্রমাণ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রদায়ের অপরিহার্য চাহিদাগুলিকে লক্ষ্য করে কাজ করে, যেমন—**বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টি এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা**।
- **পরিমাপযোগ্য উন্নতি নিশ্চিত করা:** সংখ্যাগত বা পরিমাপযোগ্য স্বাস্থ্য সূচক ব্যবহারের ফলে নীতি-নির্ধারকেরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন এবং সুনির্দিষ্ট ত্রুটিগুলি দূর করতে পারেন।
- **বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরতা কমানো:** সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করলে তা নাগরিকদের বেসরকারি খাতের আকাশছোঁয়া চিকিৎসা খরচের হাত থেকে রক্ষা করে।

বর্তমান জনস্বাস্থ্য কাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ

- **আপেক্ষিক ফলাফলের পরিমাপ:** ব্যক্তিগত সুস্থতার ধারণাটি স্বভাবগতভাবেই আপেক্ষিক। এটি ব্যবস্থাপনার এই ঝুঁকি তৈরি করে যে—"যা পরিমাপ করা যায় না, তা উন্নত করাও যায় না।"
- **প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি হ্রাস:** প্রাথমিক এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির বাধ্যতামূলক নাম পরিবর্তনের ফলে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে তাদের ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা ভূমিকা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।
- **ভৌত বা শারীরিক প্রাপ্যতার সমাধানে ব্যর্থতা:** ডিজিটাল আইডি কার্ড এবং হাসপাতালের তালিকা তৈরি করার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শারীরিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর জরুরি অভাব দূর করা যায় না।
- **বিচ্ছিন্ন তথ্য ব্যবস্থায় কাজ করা:** ডিজিটাল পোর্টালগুলি মূলত ব্যক্তি ও চিকিৎসা পেশাদারদের তথ্য সংগ্রহ করে, যারা কোনো শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা ব্যবস্থা ছাড়াই **আলাদা ও বিচ্ছিন্নভাবে** কাজ করে চলেছেন।
- **ত্রিশরীয় ব্যবস্থার দুর্বলতা:** বর্তমান নীতিগুলিতে ত্রিশরীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শারীরিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের অভাব রয়েছে, যার ফলে দেশের অনেক অংশে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- **বেসরকারি চিকিৎসার ব্যয়ভার:** বেসরকারি খাতে ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা খরচ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগকে সীমিত করে চলেছে, যা জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জন্য মৌলিক চিকিৎসার চাহিদাকে **সাধ্যের বাইরে** নিয়ে গেছে।
- **আর্থিক সম্পদের ভুল বরাদ্দ:** যেখানে পর্যাপ্ত শারীরিক চিকিৎসার অভাব দূর করার কোনো পরিমাপযোগ্য ফলাফল নেই, সেখানে ডিজিটাল মিশনের জন্য বার্ষিক প্রায় **৩০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করার পেছনে শক্তিশালী জনস্বাস্থ্যগত কোনো যুক্তি নেই।

আগামী দিনের পথ বা করণীয় পদক্ষেপ

- **শারীরিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা:** নীতিগত মনোযোগ পুনরায় উপ-কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির ভৌত বা শারীরিক পরিকাঠামোতে সুনির্দিষ্ট সম্পদ বিনিয়োগের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- **তাৎক্ষণিক নিরাময়মূলক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** এটি স্বীকার করতে হবে যে, স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক উদ্যোগে অংশ নেওয়ার আগে মানুষের জন্য **সাশ্রয়ী মূল্যের নিরাময়মূলক চিকিৎসা** পাওয়া একটি জরুরি প্রয়োজন।

- **পরিমাপযোগ্য জনগোষ্ঠী সূচক গ্রহণ করা:** অস্পষ্ট বা আপেক্ষিক সুস্থতার লক্ষ্যগুলি বাদ দিয়ে কঠোর, জনগোষ্ঠী-স্তরের স্বাস্থ্যোন্নতির সূচকগুলি গ্রহণ করতে হবে, যা অপূরণীয় স্বাস্থ্য চাহিদাগুলিকে সঠিকভাবে তুলে ধরে।
- **সামাজিক নির্ধারকগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া:** স্বাস্থ্যের দায়ভার কেবল ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে না দিয়ে স্বাস্থ্য গঠনে ভূমিকা রাখা **সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি** দূর করতে সক্রিয় নীতি তৈরি করতে হবে।
- **ডিজিটাল তথ্যের সাথে পরিষেবা প্রদানকে যুক্ত করা:** নিশ্চিত করতে হবে যে ডিজিটাল মিশনগুলি কেবল তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি শারীরিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করে।
- **জনসাধারণের উদ্বেগের সাথে নীতির সামঞ্জস্য করা:** স্বাস্থ্য উদ্যোগগুলিকে এমনভাবে নতুন রূপ দিতে হবে যা নীতি-নির্ধারকদের প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের পরিবর্তে জনগণের **আসল ও বাস্তব সমস্যাগুলির** সমাধান করে।
- **তথ্য ও প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন নিশ্চিত করা:** জনস্বাস্থ্য নীতিগুলি কঠোরভাবে বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং কার্যকর করতে হবে, যাতে লোকদেখানো বা পপুলিস্ট ধারণা এড়িয়ে ন্যূনতম স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

জনস্বাস্থ্য নীতিগুলিকে প্রকৃত অর্থে সফল করতে হলে আপেক্ষিক সুস্থতার ধারণা এবং বিচ্ছিন্ন ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডারের ঊর্ধ্বে তাকাতে হবে। প্রকৃত সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে ফিরে যাওয়া, স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকগুলির সমাধান করা এবং জনগণের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার চাহিদা মেটাতে ভারতের **ত্রিশরীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার শারীরিক সক্ষমতা** জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করা।

Q. Critically evaluate the impact of Ayushman Bharat Health and Wellness Centres and the Ayushman Bharat Digital Health Mission on achieving Universal Health Coverage. 15 Marks

***

Scan to attempt more questions...

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. সরকার এবং আরবিআই-এর মেলবন্ধন: বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার

প্রেক্ষাপট

- পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, অপরিশোধিত খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগের মধ্যেই **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক** (RBI) তার সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি পর্যালোচনা পরিচালনা করেছে।
- যদিও এই নীতিটিকে প্রাথমিকভাবে মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হচ্ছে, তবে এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য হলো **বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস** রক্ষা করা এবং ভারতের **বাহ্যিক খাতের স্থায়িত্ব** (External Sector Stability) সুরক্ষিত করা।

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির ঝুঁকির সাথে বাহ্যিক খাতের দুর্বলতাগুলো একীভূত হওয়ায় ভারতের **সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা** (Macroeconomic Management) উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে, আরবিআই-এর মনোযোগ কেবল মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দিকে প্রসারিত হয়েছে।

কেন আরবিআই-এর নীতিগত দ্বিধা তীব্র হয়েছে?

মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধি-সংক্রান্ত উদ্বেগ একই সাথে দেখা দেওয়ার কারণে আরবিআই একটি কঠিন নীতিগত পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছে।

১. **ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি**

- **পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের তীব্রতা অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িয়েছে:** খনিজ তেলের উচ্চ মূল্য পরিবহন এবং উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে **আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি** (Imported Inflation) ডেকে আনে।
- **এল নিনো (El Niño) সংক্রান্ত উদ্বেগ দুর্বল মৌসুমী বায়ুর আশঙ্কা বাড়িয়েছে:** অপর্যাপ্ত বর্ষা কৃষি উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে এবং **খাদ্য মূল্যস্ফীতি** (Food Inflation) ঘটাতে পারে, যা ভারতের খুচরা মূল্যস্ফীতির সূচক বা **সিপিআই** (CPI) **বাস্কেটের** একটি বড় অংশ।
- **খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যস্ফীতি ব্যাপক মূল্যের চাপ তৈরি করতে পারে:** খাদ্য ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান খরচ অন্যান্য খাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক করে তোলে।
- **ফলস্বরূপ আরবিআই তার মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস সংশোধন করেছে:** এই ঝুঁকিগুলোর পূর্বাভাস পেয়ে আরবিআই তার মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ বৃদ্ধি করেছে, যা একটি অস্বস্তিকর মূল্য পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।
- **চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD) বৃদ্ধি:** বড় আকারের বাণিজ্য ঘাটতি সরাসরি **চলতি হিসাবের ঘাটতি** (Current Account Deficit) বাড়িয়ে তোলে।

২. **মন্থর প্রবৃদ্ধির উদ্বেগ**

- **জ্বালানির উচ্চ মূল্য ভোগ এবং বিনিয়োগকে ব্যাহত করতে পারে:** জ্বালানি ও বিদ্যুতের উচ্চ মূল্য পারিবারিক ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে এবং ব্যবসার পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি করে।

- **দুর্বল মৌসুমী বায়ু গ্রামীণ চাহিদাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে:** কম কৃষি উৎপাদনের কারণে খামারের আয় কমে গেলে গ্রামীণ ভোগ বা ব্যবহার হ্রাস পেতে পারে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।
- **বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বাহ্যিক চাহিদাকে প্রভাবিত করছে:** প্রধান অর্থনীতিগুলোতে মন্থর প্রবৃদ্ধি ভারতীয় রপ্তানির চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে, যা শিল্প ও সেবা খাতের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে।
- **অতিরিক্ত আর্থিক কঠোরতা (Excessive Monetary Tightening) চলমান পুনরুদ্ধারকে দুর্বল করতে পারে:** উচ্চ সুদের হার ঋণ গ্রহণ, বিনিয়োগ এবং ভোগকে নিরুৎসাহিত করতে পারে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়ে।

বাহ্যিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারে আরবিআই-এর কৌশল

১. **বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস কেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে**

- **চলতি হিসাবের ঘাটতির অর্থায়ন:** বৈদেশিক পুঁজির আগমন বাহ্যিক আয় এবং ব্যয়ের মধ্যকার ব্যবধান পূরণ করতে সাহায্য করে।
- **পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ (Forex Reserves) বজায় রাখা:** নিরবচ্ছিন্ন বিনিয়োগের আগমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে।
- **টাকার মান স্থিতিশীল করা:** পুঁজির আগমন বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা বাড়ায় এবং **বিনিময় হারের অস্থিরতা (Exchange-Rate Volatility)** হ্রাস করে।
- **বাহ্যিক অর্থায়নের ধাক্কার ঝুঁকি কমানো:** স্থিতিশীল বিনিয়োগ পুঁজির আকস্মিক বহির্গমন বা বিপরীতমুখী প্রবাহের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।
- **সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা:** বিনিয়োগকারীদের আস্থা আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক সহনশীলতাকে সমর্থন করে।

২. **ঋণ বাজারে (Debt Markets) বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করার পদক্ষেপ**

- **ফুললি অ্যাক্সেসিবল রুট (FAR)-এর সম্প্রসারণ:** এটি কোনো বিনিয়োগের সীমা ছাড়াই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় সরকারি সিকিউরিটিজে বৃহত্তর অ্যাক্সেস বা প্রবেশের অনুমতি দেয়।
- **বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকারি সিকিউরিটিজে সহজ প্রবেশাধিকার:** এটি ভারতের ঋণের বাজারকে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- **পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (FPIs) বৃহত্তর অংশগ্রহণ:** এটি দেশীয় বন্ড বাজারে বিদেশী পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি করে।

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ

পুঁজির আগমন আকর্ষণ এবং বাহ্যিক স্থিতিশীলতা জোরদার করার জন্য আরবিআই-এর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বেশ কিছু ঝুঁকি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সহনশীলতাকে দুর্বল করতে পারে:

- **দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতির চাপ:** দুর্বল মৌসুমী বায়ুর সাথে খাদ্য ও জ্বালানির ঊর্ধ্বমুখী মূল্য মুদ্রাস্ফীতিকে চড়া রাখতে পারে এবং আরবিআই-এর নীতিগত নমনীয়তাকে সীমিত করতে পারে।
- **ভঙ্গুর অভ্যন্তরীণ চাহিদা:** মন্থর গ্রামীণ ভোগ এবং উচ্চ উৎপাদন খরচ বিনিয়োগ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দুর্বল করতে পারে।
- **তেলের দাম এবং ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি:** অপরিশোধিত তেলের দামের ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং বাড়তে থাকা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা মূল্যস্ফীতি এবং বাহ্যিক খাতের দুর্বলতাকে আরও খারাপ করতে পারে।
- **বৈশ্বিক আর্থিক অনিশ্চয়তা:** উন্নত অর্থনীতিগুলোতে অস্থির আর্থিক বাজার এবং কঠোর মুদ্রানীতি ভারতের মতো উদীয়মান বাজার থেকে **পুঁজির বহির্গমন (Capital Outflows)** ঘটাতে পারে।

- **কাঠামোগত বাহ্যিক খাতের দুর্বলতা:** আমদানিকৃত জ্বালানি এবং বৈদেশিক পুঁজির ওপর ক্রমাগত নির্ভরতা ভারতের চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD) এবং বিনিময় হারকে বৈশ্বিক ধাক্কার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ**

- **একটি পরিমাপিত মুদ্রানীতির অবস্থান (Calibrated Monetary Policy Stance) বজায় রাখা:** আরবিআই-এর উচিত অসময়ের কঠোরতা এবং অতিরিক্ত শিথিলতা—উভয়ই পরিহার করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবৃদ্ধির সমর্থনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- **মূল্যস্ফীতি এবং তেলের দামের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা:** সময়োপযোগী নীতিগত হস্তক্ষেপের জন্য খাদ্য ও জ্বালানির দামের ক্রমাগত মূল্যায়ন অপরিহার্য।
- **পর্যাপ্ত ফরেক্স রিজার্ভ বাফার নিশ্চিত করা:** শক্তিশালী বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বাহ্যিক ধাক্কা মোকাবিলা করতে এবং টাকার মান স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করতে পারে।

২. **মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ**

- **জ্বালানির উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করা:** আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমালে তা জ্বালানি নিরাপত্তা উন্নত করতে এবং বাহ্যিক দুর্বলতা হ্রাস করতে পারে।
- **রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (Export Competitiveness) জোরদার করা:** উৎপাদনশীলতা, পরিকাঠামো এবং বাজারের প্রবেশাধিকার উন্নত করলে তা রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারে এবং বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নতি ঘটাতে পারে।
- **দেশীয় বন্ড বাজারকে গভীর ও প্রসারিত করা:** একটি শক্তিশালী বন্ড বাজার অর্থায়নের বিকল্প উৎস প্রদান করতে পারে এবং বাহ্যিক পুঁজির ওপর নির্ভরতা কমাতে পারে।
- **স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির আগমনকে উৎসাহিত করা:** এফডিআই (FDI) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রচার করা অস্থির পোর্টফোলিও প্রবাহের তুলনায় আরও নির্ভরযোগ্য অর্থায়ন নিশ্চিত করতে পারে।

৩. **দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ**

- **আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর কাঠামোগত নির্ভরতা হ্রাস করা:** দেশীয় জ্বালানি উৎপাদন এবং পরিচ্ছন্ন বা গ্রিন এনার্জির ক্ষমতা সম্প্রসারণ করলে তা বৈশ্বিক তেলের দামের ধাক্কার সংস্পর্শ কমানো সম্ভব।
- **আরও শক্তিশালী বাহ্যিক খাতের সহনশীলতা তৈরি করা:** একটি বৈচিত্র্যময় রপ্তানি ভিত্তি এবং শক্তিশালী বাহ্যিক বাফার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সহ্য করতে সাহায্য করতে পারে।
- **অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি উন্নত করা:** উচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগ-চালিত প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে পারে এবং বাহ্যিক ধাক্কার প্রতি সংবেদনশীলতা কমাতে পারে।

উপসংহার

আরবিআই-এর নীতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিবর্তনশীল প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে বাহ্যিক খাতের স্থিতিশীলতা এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সামনের দিনগুলোতে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তাগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং স্থিতিশীল পুঁজির প্রবাহ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সহনশীল বাহ্যিক খাত সবসময়ই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বজায় থাকবে।

Q. The challenge before the RBI is no longer confined to balancing inflation and growth alone. Examine in the context of rising external sector vulnerabilities and global economic uncertainty. 15 Marks

3.1.2. ভারতের চিপ শিল্পের ভবিষ্যৎ: একটি স্থিতিস্থাপক সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা

প্রেক্ষাপট

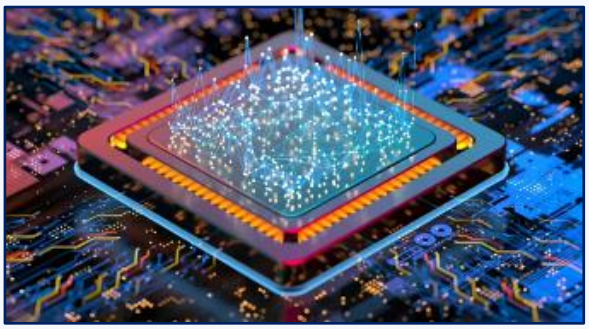

ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স (Consumer Electronics), টেলিযোগাযোগ, অটোমোবাইল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং উদীয়মান প্রযুক্তিতে সেমিকন্ডাক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে ভারত এটিকে একটি **কৌশলগত খাত (Strategic Sector)** হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নীতি আয়োগের (NITI Aayog) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন— *'ফিউচার অফ ইন্ডিয়াস সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি' (Future of India's Semiconductor Industry)*—ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ উভয়কেই তুলে ধরেছে।

ভারতের জন্য সেমিকন্ডাক্টর কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ডিজিটাল রূপান্তর:** সেমিকন্ডাক্টর হলো ডিজিটাল অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যান (EV) এবং ভোগ্যপণ্য তৈরির জন্য এটি অপরিহার্য। এটি ভারতের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ যেমন— **ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০** এবং AI-চালিত প্রযুক্তির প্রসারে সহায়তা করে।

২. **কৌশলগত এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা:** সেমিকন্ডাক্টর চিপগুলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, মহাকাশ প্রযুক্তি, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং সাইবার নিরাপত্তা অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমদানিকৃত চিপের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কৌশলগত দুর্বলতা তৈরি করে এবং সংকটকালীন সময়ে ভারতের প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তা স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে পারে।

৩. **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব:** বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন বর্তমানে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (বিশেষ করে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন) কেন্দ্রীভূত। এর ফলে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরবরাহ শৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্তির সুবিধা পেতে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।

সেমিকন্ডাক্টর উন্নয়নে বর্তমান সরকারি উদ্যোগ

- **ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM):** ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৭৬,০০০ কোটি টাকার তহবিলসহ এই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামটি চালু করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং চিপ উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট খাতে দেশীয় সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।
- **আর্থিক প্রণোদনা এবং উৎপাদন সহায়তা:** সরকার সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন ইউনিট এবং অন্যান্য কৌশলগত প্রকল্পের জন্য প্রকল্পের খরচের ৫০% পর্যন্ত মূলধন ভর্তুকি প্রদান করে। এছাড়া **উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (PLI)** স্কিমের মাধ্যমে অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হয়।
- **ডিজাইন এবং গবেষণা ইকোসিস্টেম শক্তিশালীকরণ:** শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য উন্নত চিপ ডিজাইন সফ্টওয়্যার এবং টুলস বা সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে ভারত উদ্ভাবন প্রচার করছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা এবং দেশীয় গবেষণা ও নকশার (Design) সক্ষমতা বাড়ানো।

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অনুন্নত অভ্যন্তরীণ ইকোসিস্টেম:** ভারতে এখনও একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলের অভাব রয়েছে, যার ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়।

২. **দীর্ঘ প্রস্তুতি কাল (Long Gestation Period):** একটি সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্ট নির্মাণে ৪-৫ বছর সময় লাগে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের আগে টেস্টিং ও অপ্টিমাইজেশনের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।

৩. **বিশাল মূলধনের প্রয়োজনীয়তা:** চিপ উৎপাদন অত্যন্ত **মূলধন-নিবিড় (Capital-intensive)** একটি কাজ। আগামী দশকে এর জন্য সরকারের আনুমানিক ৪৫-৬০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

৪. **প্রযুক্তি এবং দক্ষ কর্মীবাহিনীর ঘাটতি:** চিপ ডিজাইনে ভারতের শক্তি থাকলেও উন্নত উৎপাদন দক্ষতা, সেমিকন্ডাক্টর R&D (গবেষণা ও উন্নয়ন) এবং বিশেষায়িত কর্মীবাহিনীর অভাব রয়েছে।

৫. **তীব্র বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের মতো দেশগুলি প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব এবং একটি পরিপক্ক সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম নিয়ে ভারতের বড় প্রতিযোগী।

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর প্রভাব

১. **আমদানির ওপর কৌশলগত নির্ভরশীলতা:** বিদেশি সরবরাহকারীদের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা ভারতকে বাহ্যিক ধাক্কা এবং সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়।

২. **অর্থনৈতিক মুনাফা লাভে বিলম্ব:** দীর্ঘ প্রকল্প সময়সীমা বিনিয়োগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভজনক হওয়ার সময়কে পিছিয়ে দেয়।

৩. **সরকারের ওপর আর্থিক বোঝা:** দীর্ঘ বছর ধরে বড় আকারের আর্থিক প্রণোদনা বজায় রাখা সরকারি সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৪. **প্রযুক্তিগত দুর্বলতা:** সীমিত অভ্যন্তরীণ দক্ষতা উদ্ভাবনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জনে ভারতের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৫. **বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ:** কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা এবং 'ইকোনমিকস অফ স্কেল' (বৃহৎ উৎপাদনের সুবিধা) সম্পন্ন দেশগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. **গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং মেধাসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে কৌশলগত স্বনির্ভরতা:** ভারতকে 'ডিজাইন-সার্ভিস হাব' থেকে 'প্রযুক্তি উদ্ভাবক'-এ রূপান্তর করতে দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর গবেষণা, সার্বভৌম চিপ ডিজাইন সক্ষমতা এবং নিজস্ব মেধাসম্পদ (IP) শক্তিশালী করতে হবে।

২. **বাস্তবসম্মত উৎপাদন কৌশল গ্রহণ:** উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অত্যাধুনিক (Frontier) চিপ উৎপাদনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, শিল্প, অটোমোটিভ এবং প্রতিরক্ষা চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'ম্যাচিউর' (Mature) এবং 'কম্পাউন্ড' (Compound) সেমিকন্ডাক্টর নোডগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. **প্যাকেজিং, টেস্টিং এবং আমদানি বিকল্পায়ন বৃদ্ধি:** কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশ্বব্যাপী ভ্যালু চেইনে অন্তর্ভুক্তি এবং আমদানিকৃত ইলেকট্রনিক উপাদানের ওপর নির্ভরতা কমাতে ATMP/OSAT সুবিধাগুলিকে ইকোসিস্টেমের মূল স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৪. **নিরবচ্ছিন্ন বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার:** 'ISM 2.0'-এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। একইসাথে AI-চালিত সেমিকন্ডাক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং, উন্নত পদার্থ গবেষণা এবং পরবর্তী প্রজন্মের চিপ আর্কিটেকচারকে কাজে লাগাতে হবে।

৫. **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য নির্ভরযোগ্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব:** প্রযুক্তি হস্তান্তর, যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা, স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশন জাতির প্রযুক্তিগত ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করে। নিরবচ্ছিন্ন নীতিগত সহায়তা, উদ্ভাবন-চালিত গবেষণা (R&D), বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং ইকোসিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে ভারত একটি বড় ভোক্তা দেশ থেকে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর হাবে বিবর্তিত হতে পারে। এটি ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব এবং উদীয়মান ডিজিটাল ও AI-চালিত বিশ্বে নেতৃত্বকে শক্তিশালী করবে।

Q. Semiconductors have emerged as the new strategic resource of the digital age." Examine the significance of developing a domestic semiconductor ecosystem for India. Discuss the challenges in achieving semiconductor self-reliance and suggest measures to strengthen India's semiconductor industry. 15 Marks

3.1.3. ভূমি একত্রীকরণ: ভারতের ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যার একটি বাস্তবসম্মত সমাধান

প্রেক্ষাপট

- ভারতের দ্রুত **নগরায়ণ** (Urbanisation) সড়ক, আবাসন, সরকারি অবকাঠামো, পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধাজনক ব্যবস্থার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে, এই প্রকল্পগুলির জন্য জমি সুরক্ষিত করা সরকারের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- এই পরিস্থিতিতে, প্রচলিত জমি অধিগ্রহণের একটি ব্যবহারিক এবং **সহযোগিতামূলক বিকল্প** (Collaborative Alternative) হিসেবে **ল্যান্ড পুলিং** (Land Pooling) আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজস্থান সরকারের তাদের প্রথম ল্যান্ড পুলিং প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করে যে, নগর উন্নয়নের জন্য এই মডেলটি একটি **টেকসই সমাধান** (Sustainable Solution) হিসেবে ক্রমেই স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ভারতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি কী?

- **সরকারের ওপর উচ্চ আর্থিক বোঝা:** ২০১৩ সালের **'জমি অধিগ্রহণে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন আইন'** (LARR Act, 2013) উচ্চতর ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের খরচ বাধ্যতামূলক করার ফলে সরকারের আর্থিক বোঝা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে বড় মাপের অবকাঠামো এবং নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।
- **ঘন ঘন আইনি বিরোধ এবং মামলা-মোকদ্দমা:** জমি অধিগ্রহণের ফলে প্রায়শই ক্ষতিপূরণ, মালিকানার দাবি এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। এর ফলে **দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা** (Prolonged Litigation) এবং আইনি জটিলতা দেখা দেয়, যা বহু বছর ধরে অবকাঠামো প্রকল্পগুলিকে আটকে বা স্থবির করে রাখে।
- **প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বিলম্ব :** একাধিক অনুমোদন, সমীক্ষা, বিজ্ঞপ্তি এবং অংশীজনদের সাথে আলোচনার কারণে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল হয়ে পড়ে। এটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের গতি কমিয়ে দেয় এবং সামগ্রিক **উন্নয়ন ব্যয়** (Development Costs) বৃদ্ধি করে।
- **সামাজিক প্রতিরোধ এবং জনসাধারণের বিরোধিতা: বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণকে** (Compulsory Acquisition) প্রায়শই মানুষের জীবিকা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে ভূমির মালিক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তীব্র প্রতিরোধ আসে, যা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে বিলম্বিত বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে।

- **উদ্বাস্তুকরণ এবং সামাজিক বিপর্যয়:** জমি অধিগ্রহণের কারণে অনেক সময় পরিবার ও সম্প্রদায়গুলিকে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত হতে হয়। এটি তাদের সামাজিক যোগাযোগ নষ্ট করে, **জীবিকার সুযোগকে (Livelihood Opportunities)** প্রভাবিত করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

ভূমি অধিগ্রহণের বিকল্প হিসেবে ভূমি একত্রীকরণের উপযোগিতা

- **জমির মালিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ:** ভূমি একত্রীকরণ পদ্ধতিতে জমির মালিকরা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় তাদের জমির একটি অংশ প্রদান করেন। বিনিময়ে তারা উন্নত নাগরিক সুবিধা এবং উচ্চ বাজারমূল্যসহ উন্নত জমির একটি অংশ ফেরত পান।
- **ভারসাম্যপূর্ণ ভূমি বন্টন ব্যবস্থা:** সাধারণত, জমির মালিকরা রাস্তাঘাট, উদ্যান, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (EWS) আবাসনের জন্য তাদের জমির প্রায় ২৫% থেকে ৪০% প্রদান করেন। অবশিষ্ট ৬০% থেকে ৭৫% জমি উন্নত অবকাঠামোসহ পুনর্গঠিত প্লট হিসেবে মালিককে ফেরত দেওয়া হয়।
- **নগর পরিকল্পনা প্রকল্প (Town Planning Scheme) - একটি সফল মডেল:** গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত 'টাউন প্ল্যানিং (TP) স্কিম' ভারতে ভূমি একত্রীকরণ পদ্ধতির অন্যতম সফল উদাহরণ।
- **নগর উন্নয়নের সমন্বিত কাঠামো:** এই মডেলটি একই সাথে জমি সংগ্রহ, অবকাঠামো তৈরি এবং ব্যয় восстановления বা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে, যা পরিকল্পিত ও দক্ষ নগরায়ণ নিশ্চিত করে।

ভূমি একত্রীকরণের প্রধান সুবিধাসমূহ

- **অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন:** এই পদ্ধতি জমির মালিকদের কেবল অধিগ্রহণের পাত্র হিসেবে না দেখে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে রূপান্তর করে, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে।
- **সংঘাত হ্রাস এবং ন্যায়সঙ্গত সুবিধা নিশ্চিতকরণ:** এই モデル ের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতি বিবাদ কমিয়ে দেয় এবং অংশীজনদের মধ্যে উন্নয়নের সুফল সমানভাবে বণ্টন নিশ্চিত করে।
- **আর্থিক স্থায়িত্ব:** জমির মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের খরচ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, ফলে সরকারের ওপর প্রাথমিক বিশাল আর্থিক ব্যয়ের চাপ কমে।
- **উদ্বাস্তুকরণ হ্রাস এবং সামাজিক সংহতি রক্ষা:** এই মডেল মানুষের উচ্ছেদ বা স্থানচ্যুতি হ্রাস করে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক বন্ধন এবং কাঠামো বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **টেকসই নগর পরিকল্পনা:** ভূমি একত্রীকরণ পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়নে উৎসাহিত করে এবং শহরের সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

ভূমি একত্রীকরণ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা

রাজ্য	অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা
গুজরাট	সবথেকে সফল উদাহরণ; প্রায় ১০০ বছর ধরে এটি চর্চিত হচ্ছে। ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে আহমেদাবাদ, সুরাট ও রাজকোটের মতো শহরগুলিতে ১,০০০ বর্গ কিমি এলাকা এই পদ্ধতিতে উন্নত করা হয়েছে। শক্তিশালী আইনি সমর্থনই এর সাফল্যের চাবিকাঠি।
মহারাষ্ট্র	একসময় এই মডেলটি স্থবির হয়ে পড়লেও বর্তমানে পুনে এবং মুম্বাই মেট্রোপলিটন অঞ্চলে এটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে আইনি সংস্কার ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে পুরনো পদ্ধতিকেও কার্যকর করা সম্ভব।
গুয়াহাটি	স্থানীয় বাধা দূর করতে তারা মডেলে পরিবর্তন এনেছে। জমির ডিজিটাল রেকর্ডের অভাব থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান মানচিত্র ব্যবহার করে এবং জমির মালিকদের অবদান কমিয়ে মাত্র ১২-১৫ শতাংশ করে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে।

রাজস্থান	২০১৬ সাল থেকে বিধান থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। বর্তমানে তারা জমির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে এবং উন্নয়ন ব্যয়ের একাংশ সরকার বহন করছে যাতে মালিকদের অংশগ্রহণ আরও আকর্ষণীয় হয়।

ভূমি একত্রীকরণের কার্যকর বাস্তবায়নের পথ

- **রাজ্য-ভিত্তিক মডেল গ্রহণ:** তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলিকে তাদের নিজস্ব আইনি ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই কাঠামো তৈরি করতে হবে, কারণ সব রাজ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম কার্যকর নাও হতে পারে।
- **জনগণের অংশগ্রহণ ও বিশ্বাস তৈরি:** সরকারের উচিত অংশীজনদের সাথে আলোচনা বাড়ানো এবং ভূমি একত্রীকরণের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
- **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং বিরোধ নিপটনে বা নিষ্পত্তির জন্য স্পষ্ট আইন ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- **স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:** গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি।
- **ভূমি রেকর্ড ও শাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ:** নির্ভুল ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড এবং উন্নত শাসন ব্যবস্থা বিবাদ কমাতে এবং দ্রুত বাস্তবায়নে সাহায্য করবে।

উপসংহার

ভূমি একত্রীকরণ পদ্ধতিটি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের সংঘাতময় অবস্থান থেকে সরে এসে এমন একটি মডেল তৈরি করে যেখানে জমির মালিক, সম্প্রদায় এবং সরকার—সবাই নগর উন্নয়নের সুফল সমানভাবে ভোগ করে। শক্তিশালী আইনি কাঠামো, স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমি একত্রীকরণ ভারতের ভবিষ্যৎ শহর বিনির্মাণে একটি যুগান্তকারী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

Q. Land pooling represents a shift from compulsory acquisition to collaborative urban development. Critically examine the potential of land pooling in addressing India's urban infrastructure needs. 15 Marks

3.1.4. ভারতের গ্রস-নেট FDI বৈপরীত্য

প্রেক্ষাপট (Context)

ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী **$94.6 বিলিয়ন** গ্রস ইনফ্লো থাকা সত্ত্বেও 2025-26 সালে ভারতের **নেট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** তীব্রভাবে কমে **$7.6 বিলিয়নে** দাঁড়িয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান বৈপরীত্য আন্তর্জাতিক মূলধন চলাচলের ক্ষেত্রে একটি **কাঠামোগত পরিবর্তনকে (structural transition)** তুলে ধরে, যেখানে ত্বরান্বিত কর্পোরেট বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং **মূলধন প্রত্যাবাসন (capital repatriation)** নতুন মূলধন সঞ্চয়কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ভূমিকা (Introduction)

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ঐতিহ্যগতভাবে একটি স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী, ঋণ-বহির্ভূত মূলধন প্রবাহ হিসেবে বিবেচিত হয় যা প্রযুক্তি হস্তান্তর করে এবং উৎপাদনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যাইহোক, সমসাময়িক অ্যাকাউন্টিং বাস্তবতা ইঙ্গিত দেয় যে **মূলধনের প্রস্থান (capital exits)** ভারতের নেট মূলধন ধরে রাখাকে উল্লেখযোগ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করছে, যার জন্য অন্তর্নিহিত কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

FDI-এর নিয়ন্ত্রক কাঠামো (Regulatory Framework of FDI)

- **সংজ্ঞা এবং ইক্যুইটি থ্রেশহোল্ড:** FDI-এর সাথে অনাবাসী সত্তাগুলির দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-বহির্ভূত মূলধন বিনিয়োগ জড়িত, যা বিশেষভাবে তালিকাভুক্ত নয় এমন (unlisted) ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে লক্ষ্য করে বা তালিকাভুক্ত দেশীয় সংস্থাগুলিতে **10% ইক্যুইটি শেয়ারের** (equity stake) বেশি হয়।
- **নোডাল রেগুলেটরি গভর্নেন্স:** বিদেশি বিনিয়োগ কঠোরভাবে **বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন** (FEMA), 1999 এবং FDI **নীতি** 2020 দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনে DPIIT এবং **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক** (RBI) দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত হয়।
- **কার্যকরী ইনফ্লো রুট:** মূলধন হয় **স্বয়ংক্রিয় রুটের** (Automatic Route) মাধ্যমে প্রবেশ করে, যেখানে পরবর্তীতে RBI-কে অবহিত করার প্রয়োজন হয় (যেমন, গ্রিনফিল্ড বায়োটেকনোলজি), অথবা **সরকারি অনুমোদন রুটের** (Government Approval Route) মাধ্যমে, যেখানে পূর্ববর্তী মন্ত্রক পর্যায়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় (যেমন, ডিজিটাল মিডিয়া নিউজ স্ট্রিমিং)।
- **সংবিধিবদ্ধ খাতভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা:** কৌশলগত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, লটারি ব্যবসা, জুয়া, চিট ফান্ড এবং তামাক উৎপাদন সহ নির্দিষ্ট কিছু খাতে FDI **সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ**।
- **ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (BoP) অ্যাকাউন্টিং ম্যাট্রিক্স:** আর্থিক হিসাবের (Financial Account) মধ্যে গ্রস ইনফ্লো থেকে মূলধন বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং প্রত্যাবাসন বিয়োগ করে **নেট** FDI গণনা করা হয়; উল্লেখযোগ্যভাবে, লভ্যাংশ প্রদানগুলি **চলতি হিসাবে** (Current Account) লগ করা হয় এবং নেট আর্থিক মেট্রিক্সকে কমিয়ে দেয় না।

নেট FDI প্রবণতা বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Analyzing Net FDI Trends)

- **পরিমাণের চেয়ে মানের মূল্যায়নকে পরিমার্জিত করে:** শিরোনামের গ্রস সংখ্যা থেকে নেট প্রবাহের দিকে বিশ্লেষণাত্মক ফোকাস স্থানান্তরিত করা নীতিনির্ধারকদের অর্থনীতির মধ্যে প্রকৃত **দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ধরে রাখার** (capital retention) পরিমাপ করতে দেয়।
- **ব্যালেন্স অফ পেমেন্টসের দুর্বলতা প্রকাশ করে:** দীর্ঘমেয়াদী বহিরাগত খাতের স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন এবং **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের** উপর চাপের বিন্দুগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মূলধনের উড্ডয়নের (capital flight) হার পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **প্রকৃত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গভীরতা পরিমাপ করে:** ধারাবাহিক বাস্তব সম্পদ প্রতিশ্রুতিগুলির ট্র্যাক রাখা **কাঠামোগত প্রযুক্তি শোষণ** (technology absorption), স্থানীয়করণকৃত পেটেন্ট এবং শিল্প পরিপক্কতার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রক্সি হিসাবে কাজ করে।
- **জাতীয় উৎপাদন কৌশলকে অবহিত করে:** নেট বিনিয়োগ বন্টনের বিস্তারিত তথ্য দেশীয় উদ্যোগ যেমন **প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ** (PLI) স্কিমের সাথে বিদেশি মূলধনের লক্ষ্যমাত্রা মেলাতে সাহায্য করে।

অন্তর্মুখী মূলধন প্রবাহের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Inward Capital Flux)

- **প্রকৃত FDI (Real FDI - RFDI):** ঐতিহ্যবাহী বহুজাতিক উদ্যোগগুলি নিয়ে গঠিত যারা স্থানীয় উৎপাদন ভিত্তি স্থাপন করে, মালিকানাধীন প্রযুক্তি হস্তান্তর করে এবং আয়োজক দেশের প্রতি **দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি** প্রদর্শন করে।
- **আর্থিক বিনিয়োগকারী (Financial Investors):** এর মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট ইক্যুইটি (PE) তহবিল, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (VC) সংস্থা এবং সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, যারা প্রাথমিকভাবে মাঝারি-মেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি এবং পূর্বনির্ধারিত **প্রস্থান কৌশলের** (exit strategies) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
- **ডায়াস্পোরা এবং স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPVs):** এর মধ্যে বিদেশে সংগ্রহ করা এবং অফশোর আর্থিক কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত মূলধন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মাঝে মাঝে দেশীয় তহবিলের পুনর্ব্যবহার বা **রাউন্ড-ট্রিপিংয়ের** সাথে জড়িত থাকতে পারে।

- **কর্পোরেট পুনর্গঠন ইনফ্লো:** এটি অভ্যন্তরীণ একীভূতকরণ, শেয়ার সোয়াপ (share swaps) এবং আন্তঃগোষ্ঠী ঋণ-থেকে-ইক্যুইটি রূপান্তর থেকে উদ্ভূত অ-নতুন (non-fresh) মূলধন ইনজেকশনগুলিকে উপস্থাপন করে যা **নতুন বৈদেশিক মুদ্রা** নিয়ে আসে না।
- **বাহ্যিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (OFDI):** এটি ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির দ্বারা আন্তঃসীমান্ত মূলধন বিনিয়োগকে প্রতিফলিত করে, যা প্রায়শই সিঙ্গাপুর এবং ইউএই (UAE)-এর মতো বিচারব্যবস্থায় **হোল্ডিং কোম্পানিগুলির** দিকে পরিচালিত হয়।

কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ (Structural Challenges)

- **উৎপাদনশীল প্রকৃত FDI-তে ক্রমাগত পতন:** মূল উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদী শিল্প প্রতিশ্রুতি (RFDI) সংকুচিত হয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোট কার্যকরী ইনফ্লোগুলির মাত্র **10.6%**।
- **স্বল্পমেয়াদী আর্থিক প্রস্থানের আধিপত্য:** আর্থিক বিনিয়োগকারীরা (PE/VC তহবিল) কার্যকরী ইনফ্লোগুলির **40.5%** গঠন করে, যার ফলে কৌশলগত প্রস্থানের পর্যায়গুলিতে ব্যাপক **মূলধন বহিঃপ্রবাহ (capital outflows)** ঘটে, যেমনটি সাম্প্রতিক বহু-বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রত্যাহার দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।
- **অ-নতুন অ্যাকাউন্টিং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে স্ফীতি:** 2014-15 সাল থেকে মোট ইক্যুইটি ইনফ্লোর প্রায় **$40 বিলিয়ন** নতুন নগদ ইনজেকশনের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট পুনর্গঠন এবং কাগজের লেনদেন নিয়ে গঠিত।
- **শেল সত্ত্বা এবং মূলধন পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বিকৃতি:** ভারতের বাহ্যিক বিনিয়োগের (OFDI) প্রায় **45%** সরাসরি অপারেশনাল সত্ত্বার পরিবর্তে বিদেশে আর্থিক, বীমা এবং ব্যবসায়িক পরিষেবা হোল্ডিং কোম্পানিগুলিতে প্রবাহিত হয়।
- **মূলধন বহিঃপ্রবাহ-থেকে-অন্তর্মুখী প্রবাহের ঘাটতি বৈপরীত্য:** যখন বিনিয়োগ প্রত্যাহার, লভ্যাংশ রেমিট্যান্স ($118.9 বিলিয়ন) এবং IPR রয়্যালটি ($46.6 বিলিয়ন) হিসাব করা হয়, তখন দেশে প্রবেশকারী প্রতি **$1.00** নতুন ইক্যুইটির জন্য প্রায় **$1.50** বাইরে চলে যায়।

নেট FDI ধরে রাখা বাড়ানোর এগিয়ে যাওয়ার পথ (Way Forward for Enhancing Net FDI Retention)

- **প্রকৃত FDI-কে অগ্রাধিকার দিতে খাতভিত্তিক প্রণোদনাগুলি ক্যালিব্রেট করুন:** লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক এবং নিয়ন্ত্রক সুবিধাগুলি প্রবর্তন করুন যা স্বল্প-থেকে-মাঝারি-মেয়াদী পোর্টফোলিও-শৈলীর PE/VC প্রবাহের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী **গ্রিনফিল্ড শিল্প বিনিয়োগকে** বিশেষভাবে সমর্থন করে।
- **রিপোর্টিং ফর্ম্যাটগুলিকে আধুনিক ও পৃথকীকরণ করুন:** শেয়ার সোয়াপের মতো অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট ব্যালেন্স-শিট পুনর্গঠন থেকে নতুন বৈদেশিক মুদ্রার নগদ এন্ট্রিগুলিকে স্পষ্টভাবে আলাদা করার জন্য **DPIIT এবং RBI ডেটা স্ট্রাকচার** সংশোধন করুন।
- **দেশীয় শিল্প ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করুন:** বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবাসন বেছে নেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে লাভ পুনঃবিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করার জন্য কাঠামোগত **ইজ-অফ-ডুয়িং-বিজনেস (ease-of-doing-business)** সংস্কারগুলিকে গভীর করুন এবং পরিকাঠামোর প্রাপ্যতা উন্নত করুন।
- **গভীর এবং স্থিতিস্থাপক প্রস্থান শোষণ পথ বিকাশ করুন:** BoP-এর আর্থিক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ধাক্কা সৃষ্টি না করে বড় আকারের PE/VC প্রস্থানগুলিকে সুচারুভাবে শোষণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য দেশীয় **আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাজারগুলিকে** প্রসারিত করুন।
- **অ্যান্টি-রাউন্ড-ট্রিপিং এবং মূলধন পুনর্ব্যবহার তদারকি কঠোর করুন:** অফশোর হোল্ডিং হাব এবং শেল কোম্পানিগুলির দিকে পরিচালিত আউটবাউন্ড বিনিয়োগগুলি সুশৃঙ্খলভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য প্রয়োগকারী ক্রস-সমন্বয় উন্নত করুন।

- **মূলধারার ইনফ্লোগুলির সাথে গিফট সিটি (GIFT City) মেট্রিক্সের সামঞ্জস্য বিধান করুন:** উৎপাদনশীল সম্প্রসারণ এবং মূলধনের উড্ডয়নের (capital flight) মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার (IFSCs)-এর মাধ্যমে চলমান মূলধনের জন্য একটি ব্যাপক ট্র্যাকিং আর্কিটেকচার তৈরি করুন।

উপসংহার (Conclusion)

যদিও শক্তিশালী গ্রস FDI পরিসংখ্যান ভারতের বাজারে অব্যাহত আন্তর্জাতিক আগ্রহ নির্দেশ করে, ক্রমবর্ধমান মূলধন বহিঃপ্রবাহ এবং প্রকৃত উৎপাদনশীল প্রতিশ্রুতির একটি কম ভাগ **নীতি পুনর্নির্ধারণের (policy recalibration)** প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। দীর্ঘমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (macroeconomic stability) এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট পরিমাণ থেকে **উচ্চ-মানের, প্রযুক্তি-নিবিড় শিল্প মূলধন** ধরে রাখার দিকে কৌশলগত ফোকাস স্থানান্তর করা অপরিহার্য।

Q. India's foreign direct investment (FDI) ecosystem displays a stark divergence between robust gross inflows and a sharp decline in net capital retention. Evaluate the structural causes behind this gross-net paradox and discuss its long-term implications for India's balance of payments and industrial development. 15 Marks

3.1.5. ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th CPC): বেতন কমিশন সংস্কারের একটি সুযোগ

প্রেক্ষাপট

- ভারত যখন ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন জনমানুষের মনোযোগ মূলত বেতন সংশোধন, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর এবং বকেয়ার ওপর নিবদ্ধ রয়েছে। অথচ, সরকারি ক্ষেত্রের পারিশ্রমিক নির্ধারণের কাঠামোটি আদৌ ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ এবং রাজকোষীয়ভাবে টেকসই কি না—এই মৌলিক প্রশ্নটি তুলনামূলকভাবে অনেক কম গুরুত্ব পেয়েছে।
- রাষ্ট্র যেভাবে বেতন, ভাতা এবং পেনশনের রূপরেখা তৈরি করে, তা কেবল একটি প্রশাসনিক বিষয় নয়; বরং তা রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করে, সুশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা প্রভাবিত করে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদী রাজস্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

বিদ্যমান পারিশ্রমিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **একটি অভিন্ন মূল্যায়ন কাঠামোর অনুপস্থিতি**

- **সংকীর্ণ এবং সময়াবদ্ধ প্রক্রিয়া:** বেতন কমিশনগুলো মূলত স্বল্পস্থায়ী ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করা সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এরা বেসামরিক (civil), সামরিক এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবাগুলোর একটি বৈচিত্র্যময় ইকোসিস্টেমের মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়ন মূলত সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলোর নিজস্ব দাবির ওপর ভিত্তি করে করা হয়; কোনো স্বাধীন বা মানসম্মত (standardised) পর্যালোচনার সাহায্য নেওয়া হয় না।
- **তুলনার জন্য কোনো সার্বজনীন মানদণ্ড নেই:** বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার মধ্যে ঝুঁকি, দায়িত্ব, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কর্মজীবনের অগ্রগতি (career progression) মূল্যায়নের জন্য এই ব্যবস্থায় কোনো অভিন্ন কার্যপ্রণালী নেই। এর ফলে, উপযুক্ত ভিত্তি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না করেই কেবল সমতা আনার উদ্দেশ্যে বেতন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- **প্রাতিষ্ঠানিক অসঙ্গতি:** ভিন্ন ভিন্ন পরিষেবা সম্পূর্ণ আলাদা কর্মজীবন কাঠামো এবং কাজের পরিবেশের অধীনে পরিচালিত হয়। তা সত্ত্বেও, কোনো স্বচ্ছ ও সুসংগতভাবে প্রয়োগকৃত নীতি ছাড়াই প্রায়শই তাদের পারিশ্রমিক এক সারিতে আনা হয়। এটি পরিষেবার অভ্যন্তরে বৈষম্যের মনোভাব তৈরি করে এবং সমগ্র ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল করে।

২. **সিভিল সার্ভিস বনাম সশস্ত্র বাহিনী: কাঠামোগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করা**

- **সশস্ত্র বাহিনীর পিরামিডীয় কর্মজীবন কাঠামো:** সামরিক কর্মজীবন একটি সুনির্দিষ্ট পিরামিডীয় শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে পদোন্নতির সুযোগ সীমিত, কার্যগত ঝুঁকি ব্যাপক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক অবসর গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে, বেসামরিক পরিষেবাগুলোর সাথে সরাসরি পারিশ্রমিকের তুলনা করা কাঠামোগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ।
- **বেসামরিক পরিষেবাগুলোতে অগ্রগতির বৃহত্তর সুযোগ:** এর বিপরীতে, বেসামরিক পরিষেবাগুলো সাধারণত দীর্ঘতর কর্মকাল এবং পদোন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপক সুযোগ প্রদান করে। এই দুই অত্যন্ত ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে পারিশ্রমিকের সামঞ্জস্য বিধান করার সময় এই বিষয়গুলোকে স্বচ্ছতার সাথে বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক।
- **বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা:** এই ধরনের ভিন্ন কাঠামোর ব্যবস্থার মধ্যে পারিশ্রমিকের সমন্বয় সাধনের জন্য স্পষ্ট, প্রমাণ-ভিত্তিক এবং জনসমক্ষে ব্যাখ্যাযোগ্য মানদণ্ড প্রয়োজন, যা কর্মজীবনের গতিপথ, ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং চাকরির শর্তাবলীর পার্থক্যগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে।

৩. **কর্মজীবনের অগ্রগতি, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য**

- **দ্রুত পদোন্নতি সুশাসনের ক্ষেত্রে উদ্বেগ বাড়ায়:** উচ্চতর প্রশাসনিক পদের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সময়সীমা হ্রাস করা মূলত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির একটি প্রয়াস। তবে, কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (institutional memory), পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এবং পরিপক্ক বিচারবুদ্ধির ওপরও নির্ভর করে, যা কেবল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।
- **অগভীর নেতৃত্বের ঝুঁকি:** যখন অপর্যাপ্ত মাঠপর্যায়ের (field experience) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের হাতে জটিল নীতিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই গতিশীলতা (dynamism) এবং প্রশাসনিক গভীরতা—উভয়কে মূল্য দেয় এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত জরুরি।
- **ভাতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ কাঠামোর অভাব:** কঠিন পরিস্থিতি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পোস্টিং বা কার্যগত ঝুঁকি পূরণের জন্য ভাতা দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু একটি মানসম্মত ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে এমন অসঙ্গতি তৈরি হয় যা যুক্তি দিয়ে বোঝানো কঠিন এবং এটি বৈষম্যের ধারণাকে জন্ম দেয়।

৪. **নন-ফাংশনাল আপগ্রেডেশন (NFU): প্রশ্নের মুখে ন্যায়পরায়ণতা এবং জবাবদিহিতা**

- **দায়িত্ব ছাড়াই আর্থিক অগ্রগতি:** নন-ফাংশনাল আপগ্রেডেশন (NFU) কর্মকর্তাদের কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ছাড়াই উচ্চতর পে-গ্রেডের সমতুল্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এটি ভূমিকা, কর্মদক্ষতা এবং পারিশ্রমিকের মধ্যকার সংযোগকে মৌলিকভাবে দুর্বল করে।
- **পদোন্নতির স্থবিরতা দূর করতে প্রবর্তিত:** নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবাতে ধীরগতির পদোন্নতির সমস্যা সমাধানের জন্য মূলত NFU চালু করা হয়েছিল। তবে, আন্তঃ-পরিষেবা ন্যায়পরায়ণতা (inter-service equity) এবং প্রকৃত দায়িত্ব থেকে আর্থিক অগ্রগতিকে বিচ্ছিন্ন করার প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতা নিয়ে এটি এখনও বিতর্কের সৃষ্টি করে।

৫. **ক্রমবর্ধমান পেনশনের চ্যালেঞ্জ**

- **একাধিক সহাবস্থানকারী পেনশন ব্যবস্থা:** ভারতে বর্তমানে বেশ কয়েকটি সমান্তরাল পেনশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে—যেমন প্রবীণ কর্মচারীদের জন্য ঐতিহ্যগত নির্ধারিত-সুবিধা প্রকল্প (defined-benefit scheme), নতুন যোগদানকারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (NPS), এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। এটি অভিন্নতা এবং ন্যায্যতা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করে।

- **রাজস্ব স্থায়িত্বের ওপর চাপ:** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (RBI) স্টেট ফাইন্যান্স রিপোর্ট (২০২৩) অনুসারে—বেতন, পেনশন এবং সুদের অর্থপ্রদানের পেছনে ক্রমবর্ধমান ব্যয় সরকারি বাজেটের একটি সিংহভাগ গ্রাস করছে, যা উন্নয়নমূলক এবং সামাজিক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্বের সুযোগকে সীমিত করে দিচ্ছে।
- **প্রজন্মগত সমতার উদ্বেগ:** যে পারিশ্রমিক কাঠামো দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয় এমন পেনশনের দায়বদ্ধতা তৈরি করে, তা ভবিষ্যতের প্রজন্মের ওপর করের আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাই সিভিল সার্ভিস সংস্কারের যেকোনো উদ্যোগে প্রজন্মগত সমতার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা আবশ্যক।

৬. **সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে খণ্ডবিখণ্ডতা**

- **ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন প্রক্রিয়া:** কার্যনির্বাহী (executive), আইনসভা (legislature) এবং বিচারবিভাগের (judiciary) পারিশ্রমিক কাঠামো সম্পূর্ণ আলাদা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। যদিও এটি সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজনীয়, তবুও এটি সরকারি পদাধিকারীদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি তৈরি করে এবং সামগ্রিক স্বচ্ছতা হ্রাস করে।
- **জনগণের আস্থা ব্যাখ্যার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল:** একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পারিশ্রমিক কাঠামো কেবল আর্থিকভাবে টেকসই হলেই চলবে না, তা জনগণের কাছে ব্যাখ্যাযোগ্যও হতে হবে। খণ্ডবিখণ্ড এবং অস্বচ্ছভাবে পরিচালিত কাঠামো জনগণের আস্থা নষ্ট করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতাকে দুর্বল করে।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

- **যুক্তরাজ্য – সিনিয়র স্যালারিজ রিভিউ বডি (SSRB):** সেখানে বিদ্যমান স্বাধীন **পে রিভিউ বডিগুলো** সরকারি কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক এবং **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক সুপারিশ** প্রদান করে। এটি নিয়মিত বেতন সংশোধন নিশ্চিত করে এবং হঠাৎ বড় ধরনের **সাময়িক রাজকোষীয় ধাক্কা** এড়াতে সাহায্য করে।
- **অস্ট্রেলিয়া – রেমুনারেশন ট্রাইব্যুনাল:** একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা স্বচ্ছ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সরকারি খাতের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে। এই মানদণ্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্পিত দায়িত্ব, **বাজারের বেঞ্চমার্ক** এবং জনস্বার্থের বিষয়সমূহ।
- **সিঙ্গাপুর – পারফরম্যান্স-লিঙ্কড পে সিস্টেম:** এই ব্যবস্থায় সরকারি খাতের বেতনকে **বেসরকারি খাতের আয়ের** সাথে তুলনা করা হয় এবং তা সরাসরি **কর্মদক্ষতার** সাথে যুক্ত থাকে। এটি প্রশাসনে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে এবং যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- **নিউজিল্যান্ড – বেতনের স্বচ্ছতা:** সেখানে বিভিন্ন পদের বেতন কাঠামো বা পে ব্যান্ড জনসমক্ষে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। এই **বাধ্যতামূলক প্রকাশ নীতি** পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রশাসনের প্রতি **নাগরিকদের আস্থা** বৃদ্ধি করে।

উত্তরণের উপায়

- **জাতীয় পারিশ্রমিক কর্তৃপক্ষ গঠন:** প্রতি দশকে একবার গঠিত হওয়া প্রচলিত বেতন কমিশন মডেলের পরিবর্তে একটি স্থায়ী ও স্বাধীন **জাতীয় পারিশ্রমিক কর্তৃপক্ষ** প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড, নিয়মিত পর্যায়বৃত্তিক পর্যালোচনা এবং স্বচ্ছ নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে সরকারি খাতের বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য একটি ধারাবাহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
- **একটি অভিন্ন মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি:** সমস্ত সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে দায়িত্ব, ঝুঁকি, কারিগরি জটিলতা, প্রতিকূলতা এবং কর্মজীবনের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি সার্বজনীন কাঠামো তৈরি করতে হবে; যাতে বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্যাডারের তদ্বির বা চাপের (lobbying) মুখে না পড়ে **বস্তুনিষ্ঠ এবং সুসংগতভাবে প্রয়োগকৃত মানদণ্ডের** ওপর ভিত্তি করে নেওয়া সম্ভব হয়।
- **সিভিল ও মিলিটারি সমতার জন্য স্বচ্ছ মানদণ্ড:** সামরিক ও বেসামরিক কর্মজীবনের মধ্যকার **কাঠামোগত পার্থক্যগুলোকে** প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং গাণিতিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এই দুটি ভিন্ন পরিষেবা ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে বেতনের সামঞ্জস্য আনা হবে, তা স্পষ্ট এবং জনসমক্ষে ঘোষিত নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত।

- **NFU এবং ভাতাসমূহের যৌক্তিকীকরণ:** জবাবদিহিতা এবং আর্থিক অগ্রগতির মধ্যকার সম্পর্ককে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে **নন-ফাংশনাল আপগ্রেডেশন (NFU)** ব্যবস্থাটিকে নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। একই সাথে, সমস্ত পরিষেবায় অভিন্নভাবে প্রযোজ্য একটি স্বচ্ছ **প্রতিকূলতা মূল্যায়ন সূচক বা ম্যাট্রিক্সের** মাধ্যমে ভাতাসমূহকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধতে হবে।
- **পেনশনের টেকসই স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ:** সরকারকে একাধিক সমান্তরাল পেনশন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য কাজ করতে হবে। প্রতিটি বেতন সংশোধনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রাক্কলন বা অনুমান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে **রাজস্ব স্থায়িত্ব** এবং **প্রজন্মগত সমতাকে** অপরিবর্তনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
- **ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্মান প্রদর্শন:** যেকোনো জাতীয় বেতন কাঠামো সংস্কার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলোর নিজস্ব আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। একই সাথে রাজস্ব শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ওপর ভিত্তি করে একটি অভিন্ন গাইডলাইন প্রদান করতে হবে, যা সমগ্র ফেডারেশন বা রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতাকে শক্তিশালী করবে।

উপসংহার

- **৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনকে** (8th CPC) কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তরের বেতন সংশোধনের প্রক্রিয়া হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে সরকারি পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে **ন্যায়পরায়ণতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং রাজস্ব স্থায়িত্ব** নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- একটি ন্যায় এবং টেকসই পারিশ্রমিক ব্যবস্থা কেবল কর্মচারীদের কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং **প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতা** এবং সুশাসনের প্রতি **জনগণের আস্থা** মজবুত করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Q. The existing decadal Pay Commission model is increasingly viewed as inadequate for a modern and complex public administration system. Evaluate 15 Marks

3.1.6. বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ, কিন্তু শ্রমিকেরা এখনও অসুরক্ষিত

প্রেক্ষাপট

- ২০১৯-২০ সালের মধ্যে প্রণীত ভারতের চারটি **শ্রম বিধি (Labour Codes)** বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী বা বিধিমালা (Rules) সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ছয় বছরের দীর্ঘ বিলম্বের পর এই আইনের আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোটি সম্পূর্ণ হলো।
- ট্রেড ইউনিয়ন এবং গবেষকেরা আশা করেছিলেন যে, এই নতুন নিয়মাবলী—যা একটি আইন বাস্তবায়নের জন্য **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর্স বা আদর্শ কার্যপ্রণালী (SOPs)** নির্ধারণ করে—তা হয়তো এই শ্রম বিধির বিতর্কিত ধারাগুলোর তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করবে; কিন্তু তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

ভারতের শ্রম সংস্কারের তাৎপর্য

- **খণ্ডিত আইনের একীকরণ:** এই চারটি শ্রম বিধি — মজুরি বিষয়ক বিধি (The Code on Wages, 2019), শিল্প সম্পর্ক বিধি (The Industrial Relations Code, 2020), সামাজিক নিরাপত্তা বিধি (The Code on Social Security, 2020), এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিষয়ক বিধি (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) — পূর্ববর্তী ২৯টিরও বেশি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে একটি সহজ ও **একীকৃত কাঠামোয় (unified framework)** নিয়ে এসেছে।

- **নিয়োগকর্তাদের জন্য আইনি অনুপালনের সহজীকরণ:** এই একীকৃত কাঠামোটি বিভিন্ন রিটার্ন দাখিল, পরিদর্শন এবং জটিল কার্যপ্রণালীর সংখ্যা বহুলাংশে কমিয়ে এনেছে, যা পুরোনো আইনগুলোর অধীনে ব্যবসায়ীদের মেনে চলতে হতো। এটি ভারতের **'ইজ অব ডুইং বিজনেস' বা ব্যবসা সহজীকরণের (ease-of-doing-business)** র‍্যাংকিং উন্নত করার সদিচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে।
- **সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি সম্প্রসারণ:** ইতিহাসে এই প্রথমবার, গিগ কর্মী (gig workers), প্ল্যাটফর্ম কর্মী (platform workers) এবং **অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের** আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যদিও তাঁদের জন্য দেওয়া এই সুরক্ষাকবচ এখনও অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।
- **সংজ্ঞার মানদণ্ড নির্ধারণ:** এই বিধিগুলো চারটি প্রধান আইনের ক্ষেত্রেই 'শ্রমিক', 'মজুরি' এবং 'নিয়োগকর্তা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর একটি **অভিন্ন সংজ্ঞা (uniform definitions)** প্রবর্তন করেছে, যা পূর্ববর্তী শ্রম আইনগুলোতে থাকা ব্যাখ্যামূলক অস্পষ্টতা ও জটিলতা দূর করতে সাহায্য করবে।
- **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিধিমালার (Rules) ভূমিকা:** কোনো নিয়ম বা বিধিমালা কখনোই মূল আইনের (parent legislation) পরিপন্থী হতে পারে না, তবে যেখানে আইনটি অত্যন্ত ব্যাপক বা উন্মুক্ত প্রকৃতির হয়, সেখানে এই বিধিমালাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো আইনের ফাঁকফোকর পূরণ করে, কার্যপ্রণালী সুনির্দিষ্ট করে এবং আইনের অপব্যবহার রোধ করে; আর ঠিক এই কারণেই নতুন বিজ্ঞাপিত বিধিমালাগুলো তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।

শ্রম বিধিমালার ঝুঁকিপূর্ণ ফাঁকফোকরসমূহ

১. নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান: সুরক্ষাহীনতার এক উন্মুক্ত দুয়ার

- **সুরক্ষাকবচ ছাড়াই আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন:** শিল্প সম্পর্ক বিধি (Industrial Relations Code) ভারতের শ্রম আইনের কাঠামোয় আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান বা 'ফিক্সড-টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' (FTE)-এর প্রবর্তন করেছে; যদিও এই ধরনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কয়েক দশক ধরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।
- **ন্যূনতম মেয়াদের উল্লেখ নেই:** মূল আইন (Code) কিংবা এর অধীনস্থ বিধিমালা (Rules)—কোথাও FTE চুক্তির কোনো ন্যূনতম মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়নি। এখানে অন্তত এক বছরের একটি ন্যূনতম মেয়াদ নির্ধারণ করা থাকলে তা শ্রমিকদের শোষণমূলক স্বল্পমেয়াদী চুক্তি থেকে রক্ষা করতে পারত।
- **অসংখ্যাকবার চুক্তি নবায়নের অনুমতি:** এই চুক্তি কতবার নবায়ন বা রিনিউ করা যাবে, সে বিষয়ে বিধিমালা সম্পূর্ণ নীরব। এর ফলে স্থায়ী পদের চাকরিগুলোকেও সীমাহীন নবায়নযোগ্য FTE-তে রূপান্তরিত করার পথ সুগম হলো, যা চাকরির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পশ্চাদপসরণ।

২. ন্যূনতম মজুরি: অস্পষ্ট মানদণ্ড এবং প্রোথিত লিঙ্গবৈষম্য

- **মেঝে মজুরির অস্পষ্ট সংজ্ঞা:** মজুরি বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালায় 'মেঝে মজুরি' বা 'ফ্লোর ওয়েজ' (floor wage)-এর একটি অস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একে ন্যূনতম মজুরির থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা না করায় প্রকৃত মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক জটিলতার অবকাশ থেকে গেছে।
- **প্রতীকী আলোচনা:** বিধিমালায় মজুরি নির্ধারণের আগে রাজ্য সরকারগুলোর সাথে আলোচনার কথা বলা হলেও, এই আলোচনার কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়নি। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত কেবলই একটি 'প্রতীকী' আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।
- **মজুরি নির্ধারণে প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গবৈষম্য:** বর্তমান বিধিমালাটি প্রচলিত নিয়মের মধ্যে থাকা লিঙ্গবৈষম্যকেই দীর্ঘস্থায়ী করছে। এই নিয়মে চার সদস্যের একটি পরিবারকে তিনটি 'উপভোগ ইউনিট' (consumption units) হিসেবে গণ্য করা হয়; যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ১.০ ইউনিট ধরা হলেও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে ০.৮ ইউনিট হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুন বিধিমালা এই বৈষম্যমূলক আচরণ সংশোধনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

- **ত্রুটিপূর্ণ ঘণ্টাপ্রতি মজুরি সূত্র:** বিধিমালায় দৈনিক মজুরিকে কেবল আট দিয়ে ভাগ করে ঘণ্টাপ্রতি মজুরি নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি ধারণাগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ; কারণ একজন শ্রমিক দিনের বাকি ঘণ্টাগুলোতে অন্য কাজ নাও পেতে পারেন। আন্তর্জাতিকভাবে, ঘণ্টাপ্রতি ন্যূনতম মজুরি দৈনিক মজুরি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যা বিশেষ করে গৃহকর্মী এবং ক্রমবর্ধমান গিগ অর্থনীতির (gig economy) জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **গিগ কর্মী: আইনি ধোঁয়াশায় বন্দি**

- **কর্মসংস্থানের অমীমাংসিত মর্যাদা:** সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালা গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যকার সম্পর্কটি স্পষ্ট করার কোনো চেষ্টাই করেনি। তাঁদের এখনও স্ব-নিযুক্ত (self-employed) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং তাঁরা অসংগঠিত শ্রমশক্তির অংশ হিসেবেই রয়ে গেছেন, যা তাঁদের আনুষ্ঠানিক শ্রম আইনের সুরক্ষাবলয়ের বাইরে রাখছে।
- **বাধ্যতামূলক গ্র্যাচুইটি বিমা অনুচ্চারিত:** নিয়োগকর্তা গ্র্যাচুইটি দিতে ব্যর্থ হলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনে যে বাধ্যতামূলক গ্র্যাচুইটি বিমার কথা বলা হয়েছিল, তা বাস্তবায়নের উপায় বা পদ্ধতি সম্পর্কে বিধিমালা সম্পূর্ণ নীরব। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক সুরক্ষাকবচটি বাস্তবে অসংজ্ঞায়িতই থেকে গেল।

৪. **ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি: উচ্চ মানদণ্ড এবং হ্রাসপ্রাপ্ত দরকষাকষির ক্ষমতা**

- **বিধিমালা দ্বারা ৩০% সদস্যপদের শর্ত আরোপ:** শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালায় বলা হয়েছে যে, কোনো একটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে একক স্বীকৃতি পেতে হলে তার কমপক্ষে ৩০% শ্রমিকের সদস্যপদ থাকতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই ৩০% সদস্যপদের শর্তটি মূল আইনে (Code) ছিল না, বরং বিধিমালা (Rules) প্রণয়নের সময় এটি একতরফাভাবে যুক্ত করা হয়েছে।
- **যৌথ দরকষাকষির ক্ষমতা হ্রাস:** বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোট বা নতুন গঠিত ইউনিয়নগুলোর পক্ষে এই ৩০%-এর শর্ত পূরণ করা কঠিন হতে পারে। এর ফলে এমন এক সময়ে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির (collective bargaining) ক্ষমতা আরও খর্ব হবে, যখন গত কয়েক দশক ধরে এমনিতেই ইউনিয়নের সদস্যপদ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।
- **FTE নবায়নের শর্তে অস্পষ্টতা:** নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চুক্তি নবায়নের শর্তাবলীর বিষয়েও বিধিমালা স্পষ্টতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা এর অপব্যবহারের বিপুল সুযোগ তৈরি করে।

৫. **পেশাগত নিরাপত্তা এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমের ক্ষেত্রে সুরক্ষার অভাব**

- **বাগিচা শ্রমিকদের কল্যাণ উপেক্ষিত:** পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালায় কিছু নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বাদ দেওয়া হয়েছে; বিশেষ করে বাগিচা বা চা-বাগান শ্রমিকদের (plantation workers) আবাসন ও চিকিৎসা সুবিধা। এর ফলে ঐতিহাসিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এই শ্রমশক্তি পর্যাপ্ত সংবিধিবদ্ধ সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হলো।
- **মূল ও অনুষঙ্গী কাজের বিভাজন অনুপস্থিত:** চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের দ্বারা কোন কোন কাজ করানো যাবে তা বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি এবং প্রতিষ্ঠানের মূল (core) ও অনুষঙ্গী (non-core) কাজের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এর ফলে একটি প্রতিষ্ঠানের মূল বা প্রধান পরিচালন ক্ষেত্রেও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হলো, যা শ্রমবাজারের অনিয়মতান্ত্রিকীকরণকে (informalisation) ত্বরান্বিত করছে।

করণীয় পদক্ষেপ

- **FTE চুক্তি নবায়নের সীমা নির্ধারণে বিধিমালা সংশোধন:** নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তির অপব্যবহার রোধ করতে সরকারের উচিত শিল্প সম্পর্ক বিধির নিয়মে সংশোধন এনে চুক্তির ন্যূনতম মেয়াদ এক বছর করা এবং সর্বোচ্চ কতবার তা নবায়ন করা যাবে তার একটি সীমা (ceiling) নির্ধারণ করা।

- **মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতির সংস্কার:** মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক 'উপভোগ ইউনিট' পদ্ধতিটি অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সংগতি রেখে, দৈনিক মজুরির হার থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ঘণ্টাপ্রতি ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত।
- **গিগ কর্মীদের শ্রেণিবিভাগ স্পষ্ট করা:** অধীনস্থ আইন বা বিধিমালার মাধ্যমে গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের কর্মসংস্থানের আইনি মর্যাদা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা বিধির আওতায় গ্র্যাচুইটি বিমার পদ্ধতিগুলো বাধ্যতামূলকভাবে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা জরুরি।
- **ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির শর্তাবলী পুনর্বিবেচনা:** ইউনিয়ন স্বীকৃতির জন্য ৩০% সদস্যপদের শর্তটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত অথবা এর যৌক্তিকতা স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেখানে একাধিক ইউনিয়ন বিদ্যমান, সেখানে একটি আনুপাতিক বা পর্যায়ক্রমিক স্বীকৃতি কাঠামো (graduated recognition framework) শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকারকে আরও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারবে।
- **মূল ও অনুষঙ্গী কাজের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান:** পেশাগত নিরাপত্তা বিধির নিয়মে এমন কিছু মূল কাজের তালিকা সুনির্দিষ্ট করতে হবে যেখানে কোনোভাবেই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। এটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের অনিয়মতান্ত্রিকীকরণ রোধ করবে এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয় পক্ষকেই আইনি নিশ্চয়তা দেবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক ত্রিপাক্ষিক আলোচনা:** মজুরি নির্ধারণ এবং বিধিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় কেবল রাজ্য সরকারগুলোর সাথেই নয়, বরং ট্রেড ইউনিয়ন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর সাথেও অর্থপূর্ণ আলোচনা করা উচিত, যাতে শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত অর্থে আইনের নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার

- শ্রম সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যবসা সহজীকরণের (ease of doing business) পাশাপাশি শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু যখন কোটি কোটি শ্রমিকের সুরক্ষায় ব্যবহৃত হতে পারত এমন নিয়মগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রেখে দেওয়া হয়, তখন তা কেবল আইনের খসড়া তৈরির অসতর্কতা নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট নীতিগত অবস্থানকে নির্দেশ করে; যার খেসারত শ্রমজীবী শ্রেণিকে আগামী বহু বছর ধরে দিতে হবে।
- শ্রম বিধিমালার নিয়মাবলী বা রুলস জারির মাধ্যমে একটি আইনি প্রক্রিয়া হয়তো সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এটি দীর্ঘদিনের কাঠামোগত অসঙ্গতি ও বৈষম্যগুলো দূর করার একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছে। 'শ্রম সংস্কার'-এর প্রতিশ্রুতি যেন শ্রমিকের প্রকৃত সুরক্ষায় রূপান্তরিত হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট কিছু সংশোধনী আনা।

Q. Labour reforms should balance economic efficiency with social justice. In the light of the recently notified Labour Code Rules, discuss whether India's labour reforms adequately protect workers' rights. 15 Marks

3.1.7. ভারতে সবচেয়ে কম খরচের বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে

ভূমিকা

ভারতের পরিচ্ছন্ন শক্তিতে (Clean Energy) রূপান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে চ্যালেঞ্জ আর নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, বরং তা দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালন করা। নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি নিরাপত্তা, জলবায়ু লক্ষ্য এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের বর্তমান অবস্থা

১. নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি

- **ভারতে বর্তমানে প্রায় ২৫০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা (Installed Renewable Energy Capacity) রয়েছে এবং আরও প্রায় ১০০ গিগাওয়াট ক্ষমতা নির্মাণাধীন রয়েছে।**

২. নবায়নযোগ্য শক্তির প্রতিযোগিতামূলক খরচ

- সৌর ও বায়ুশক্তি বর্তমানে ভারতের বিদ্যুতের সবচেয়ে সস্তা উৎস হিসেবে উঠে এসেছে।
- ব্যাটারির দাম কমে যাওয়ার ফলে সাশ্রয়ী মূল্যে সারাদিন-সারারাত (Round-the-clock) পরিষ্কার শক্তি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে।

৩. ভবিষ্যতে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি

- **শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থার বিদ্যুতায়নকে সমর্থন করার জন্য ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় ২,০০০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজন হতে পারে।**

৪. গ্রিডের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ

- নবায়নযোগ্য শক্তি স্থাপনের গতি বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো (Transmission Infrastructure) উন্নয়নের গতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

কেন বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনের সময়সীমার মধ্যে অসামঞ্জস্য

সৌর ও বায়ুশক্তি প্রকল্পের মতো নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলি ১২–১৮ মাসের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব, কিন্তু বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন কার্যকর হতে প্রায় ৩–৫ বছর সময় লাগে। এর ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রস্তুত থাকে, কিন্তু উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে পৌঁছে দেওয়ার (Evacuation) অবকাঠামো প্রস্তুত থাকে না।

২. জমি অধিগ্রহণ এবং পথ ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা

নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিডোর তৈরি করতে বিস্তীর্ণ জমি এবং পথ ব্যবহারের অনুমতি (Right-of-Way Permission) প্রয়োজন হয়, যা প্রায়ই আইনি বিরোধ, পরিবেশগত উদ্বেগ এবং স্থানীয় মানুষের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলি প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব ঘটায়।

৩. নিয়ন্ত্রক ও প্রশাসনিক বিলম্ব

বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের একাধিক সরকারি সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হয়, যার ফলে বাস্তবায়নের সময় বৃদ্ধি পায়। এই বিলম্বের প্রতিফলন হিসেবে, পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে ১৫,২৫৩ সার্কিট কিলোমিটার (ckm) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র প্রায় ৮,৮৩০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন যুক্ত করা হয়েছে। একই সময়ে, ৫০ গিগাওয়াটেরও বেশি নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষমতা গ্রিড সংযোগের অপেক্ষায় আটকে রয়েছে।

৪. বিদ্যমান অবকাঠামোর অপর্যাপ্ত ব্যবহার

অনেক বিদ্যুৎ সঞ্চালন সম্পদ (Transmission Assets) কম ব্যবহার করা হয়, কারণ নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন নয় এবং শক্তি সঞ্চয়ের (Storage) ক্ষমতা সীমিত। পুরনো সঞ্চালন প্রযুক্তিও বিদ্যমান লাইনগুলির বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা সীমিত করে।

৫. নবায়নযোগ্য শক্তি সংযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন

বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সৌর ও বায়ুশক্তির অংশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদনে পরিবর্তনশীলতা (Variability) তৈরি হচ্ছে, যার জন্য আরও নমনীয় গ্রিড ব্যবস্থা (Grid Flexibility) এবং ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা (Balancing Mechanism) প্রয়োজন। পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা এবং স্মার্ট গ্রিড সমাধান ছাড়া বিপুল পরিমাণ নবায়নযোগ্য শক্তিকে গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো

বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। এর ফলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও গ্রিডে সংযোগের (Evacuation Infrastructure) অভাবে বেশ কিছু নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প আটকে রয়েছে।

২. বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিচ্ছন্ন শক্তি রূপান্তরের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামোতে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, যার পরিমাণ আগামী দশকে ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হতে পারে। এত বড় পরিমাণ অর্থায়ন সংগ্রহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৩. প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি

ভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের একটি বড় অংশ এখনও প্রচলিত কন্ডাক্টর এবং পুরনো প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। এর ফলে গ্রিডের অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ দক্ষতার সঙ্গে বহন করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।

৪. গ্রিড সংযুক্তিকরণের চ্যালেঞ্জ

সৌর ও বায়ুশক্তির অনিয়মিত উৎপাদন বিদ্যুৎ সরবরাহে ওঠানামা সৃষ্টি করে। তাই বৃহৎ পরিমাণ নবায়নযোগ্য শক্তিকে গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য উন্নত শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা (Storage Systems), স্মার্ট গ্রিড এবং ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা (Balancing Mechanisms) প্রয়োজন।

৫. জমি ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা

নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিডোর তৈরি করতে প্রায়ই জমি অধিগ্রহণ সমস্যা, পরিবেশগত অনুমোদন এবং স্থানীয় বিরোধিতার কারণে বিলম্ব ঘটে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি প্রকল্পের খরচ এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা বৃদ্ধি করে।

৬. পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি

নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প উন্নয়নকারী সংস্থা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে দুর্বল সমন্বয়ের কারণে অবকাঠামোগত অসামঞ্জস্য তৈরি হয়। সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব নতুন নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিকে গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে।

গুরুত্বপূর্ণ কমিটি, প্রতিবেদন এবং উদ্যোগসমূহ

১. জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা (CEA)

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (Central Electricity Authority - CEA) দ্বারা প্রস্তুত এই পরিকল্পনায় ভারতের দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ চাহিদা এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এটি নবায়নযোগ্য শক্তির সংযুক্তিকরণ সহজতর করা এবং গ্রিডের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য বৃহৎ পরিসরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দেয়।

২. গ্রিন এনার্জি করিডোর প্রোগ্রাম

এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো তৈরি করা। এটি নবায়নযোগ্য শক্তিতে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে বিদ্যুতের চাহিদা থাকা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে এবং সঞ্চালন সংক্রান্ত বাধা কমাতে সাহায্য করে।

৩. জাতীয় স্মার্ট গ্রিড মিশন (NSGM)

ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে চালু করা এই মিশন অটোমেশন, ডিজিটালাইজেশন এবং স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তির উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। এর লক্ষ্য হলো গ্রিডের দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির সংযুক্তিকরণ উন্নত করা।

৪. জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি

এই নীতি ভারতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক কাঠামো প্রদান করে। এটি দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং টেকসই বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করার পক্ষে সমর্থন করে।

৫. জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন

এই মিশনের লক্ষ্য হলো ভারতকে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এটি গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ পরিমাণ নবায়নযোগ্য শক্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়।

৬. নিয়ন্ত্রক অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত করা

জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিবেশগত অনুমোদন এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করলে প্রকল্পের বিলম্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। দ্রুত অনুমোদন বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

৭. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করা

বেসরকারি খাতের অধিক অংশগ্রহণ গ্রিড আধুনিকীকরণের জন্য অতিরিক্ত মূলধন এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে আসতে পারে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব অবকাঠামো উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নত করতে পারে।

৮. ভবিষ্যতের উপযোগী নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্প তৈরি

নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিডোরগুলি এমন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা উচিত যা বেশি পরিমাণ নবায়নযোগ্য শক্তি পরিচালনা করতে সক্ষম। এর ফলে ভারতের পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও গ্রিড স্থিতিশীল এবং কার্যকর থাকবে।

৯. পুলিং স্টেশনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) স্থাপন

আঞ্চলিক পুলিং স্টেশনগুলিতে স্বল্পমেয়াদি ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) স্থাপন করলে দিনের বেলায় অতিরিক্ত সৌর বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করা যায় এবং সর্বোচ্চ চাহিদার সময় তা সরবরাহ করা যায়। এটি অবিলম্বে বৃহৎ পরিসরের সঞ্চালন সম্প্রসারণের প্রয়োজন ছাড়াই গ্রিডের চাপ কমানোর একটি দ্রুত ও ব্যয়সাশ্রয়ী সমাধান প্রদান করে।

উপসংহার

ভারতের পরিচ্ছন্ন শক্তিতে রূপান্তর এখন যতটা নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের উপর নির্ভর করছে, ততটাই গ্রিডের প্রস্তুতির উপরও নির্ভর করছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো শক্তিশালী করা, গ্রিডের আধুনিকীকরণ এবং শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা শক্তি নিরাপত্তা এবং নেট-জিরো লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

Q. India's renewable energy transition is increasingly constrained by transmission infrastructure rather than generation capacity. Examine the challenges facing India's power transmission sector and suggest reforms needed to build a future-ready electricity grid. 15 Marks

3.1.8. ভারতের পরিসংখ্যানগত কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা

প্রেক্ষাপট

ভারত সম্প্রতি কাঠামোগত ভুলভ্রান্তি (Structural Inaccuracies) দূর করতে তার মূল পরিসংখ্যানগত ডেটাবেসগুলিতে (Statistical Databases) ব্যাপক আপগ্রেড কার্যকর করেছে। এই সংস্কারগুলি **গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP), শিল্প উৎপাদন (Industrial Production)** এবং **মুদ্রাস্ফীতি সূচকগুলির (Inflation Indices)** পরিমাপ কাঠামোকে পুনরায় পরিমাপ করে, যা দেশের অর্থনৈতিক ট্র্যাকিংকে সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

ভূমিকা (Introduction)

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক (MoSPI) এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ট্র্যাকিং কাঠামোকে (Macroeconomic Tracking Architecture) আধুনিকীকরণ করেছে। সেকেলে 2011–12 ভিত্তি বছরগুলির (Base Years) পরিবর্তে আপডেট হওয়া 2022–23 এবং 2024 সিরিজগুলি প্রতিস্থাপন করে এবং **প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI)**-এর মতো উন্নত কাঠামোগুলি গ্রহণ করে, সরকার ডেটার ক্ষয় (Data Decay) হ্রাস করেছে এবং দেশীয় হিসাবনিকাশকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সুসংগত করেছে।

মূল অর্থনৈতিক ধারণা (Key Economic Concepts)

- **ভিত্তি বছর (Base Year):** একটি নির্দিষ্ট বছর যা অর্থনৈতিক সূচকগুলি (যেমন GDP বা মুদ্রাস্ফীতি) পরিমাপ করার জন্য একটি মানদণ্ড (Benchmark) হিসাবে কাজ করে, যা আধুনিক ব্যবহারের ধরণগুলি (Consumption Patterns) ক্যাপচার করতে পর্যায়ক্রমে আপডেট করা হয়।
- **ডাবল-ডিফ্লেটর পদ্ধতি (Double-Deflator Method):** একটি উন্নত পরিসংখ্যানগত কৌশল যা ইনপুট খরচ (Input Costs) এবং আউটপুট দামে (Output Prices) পৃথক মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় (Inflation Adjustments) প্রয়োগ করে, যা দামের অস্থিরতার সময় মূল্য-সংযোজনের (Value-addition) ভুল হিসাব প্রতিরোধ করে।
- **জিডিপি ডিফ্লেটর (GDP Deflator):** দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সমস্ত পণ্য ও পরিষেবাদি জুড়ে বিস্তৃত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করার জন্য নামমাত্র জিডিপি (Nominal GDP)-র সাথে প্রকৃত জিডিপির (Real GDP) তুলনা করার একটি ব্যাপক মেট্রিক।
- **প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI):** একটি বিশ্বব্যাপী স্ট্যান্ডার্ড সূচক যা দেশীয় উৎপাদকদের দ্বারা প্রাপ্ত বিক্রয় মূল্যের গড় পরিবর্তন পরিমাপ করে, যা পণ্য এবং পরিষেবা উভয় জুড়ে ফ্যাক্টরি-গেটের লেনদেন ব্যয় (Factory-gate Transaction Costs) ক্যাপচার করে।
- **শিল্প উৎপাদন সূচক (IIP):** একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিমূল্যের বিপরীতে শিল্প খাতের উৎপাদনে স্বল্পমেয়াদী আয়তনের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করার একটি যৌগিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক (Composite Macroeconomic Indicator)।

পদ্ধতিগত এবং বেসলাইনের মূল পরিবর্তনগুলি (Key Methodological and Baseline Changes)

- **জিডিপি (GDP) এবং আইআইপি (IIP) পুনঃগণনা:** MoSPI জাতীয় হিসাব এবং শিল্প উৎপাদনের ভিত্তি বছরগুলি 2011–12 থেকে 2022–23-এ আপডেট করেছে, যা অত্যন্ত দানাদার ডেটা ফিড (Granular Data Feeds) নিশ্চিত করে।
- **খুচরো মুদ্রাস্ফীতি সংস্কার (Retail Inflation Overhaul):** কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) 2024-এর ভিত্তি বছরে স্থানান্তরিত হয়েছে, যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন (Adjusted Weightages) সহ একটি আধুনিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পণ্য ঝুড়ি (Commodity Basket) রয়েছে।
- **পাইকারি এবং উৎপাদক সূচক (Wholesale and Producer Indices):** বাণিজ্য মন্ত্রক হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স (WPI) আপডেট করেছে এবং উন্নত প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI) বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রতিষ্ঠা করেছে।

- **উন্নত অ্যাকাউন্টিং ইন্টিগ্রেশন (Advanced Accounting Integration):** পরিসংখ্যানগত সংস্কারটি ইনপুট মূল্যের বিকৃতি থেকে প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সঠিকভাবে আলাদা করতে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাবল-ডিফ্লেটর পদ্ধতিকে (Double-deflator Method) অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পরিসংখ্যানগত সংস্কারের তাৎপর্য (Significance of the Statistical Overhaul)

- **কাঠামোগত অপ্রচলিততা দূর করে (Eliminates Structural Obsolescence):** এক দশক পুরোনো ভিত্তি বছর আপডেট করার ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলি সঠিকভাবে বর্তমান বাজারের গতিশীলতা এবং ব্যবহারের আচরণকে প্রতিফলিত করে।
- **আর্থিক নীতির সিদ্ধান্তগুলিকে পরিমার্জন করে (Refines Monetary Policy Decisions):** একটি আধুনিকীকৃত CPI বাস্কেট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে (RBI) বাস্তবসম্মত খুচরো মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রদান করে, যা সুদের হার (Interest-rate) প্রণয়নকে শক্তিশালী করে।
- **জিডিপি ডিফ্লেটরের যথার্থতা বৃদ্ধি করে (Enhances GDP Deflator Accuracy):** ভোক্তা এবং পাইকারি মূল্য সূচক উভয়ের একযোগে সংশোধন প্রাপ্ত জিডিপি ডিফ্লেটরের নির্ভুলতাকে সরাসরি উন্নত করে।
- **গ্লোবাল ইনস্টিটিউশনাল রেটিং বৃদ্ধি করে (Elevates Global Institutional Ratings):** ডাবল-ডিফ্লেটর পদ্ধতির একীকরণ দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) চাহিদা পূরণ করে, যা ভারতের সার্বভৌম ডেটার বিশ্বাসযোগ্যতা (Sovereign Data Credibility) উন্নত করে।
- **শিল্প ট্র্যাকিং উন্নত করে (Improves Industrial Tracking):** IIP ভিত্তি বছরের পুনঃগণনা কর্পোরেট ডেটা পাইপলাইনগুলিকে শক্তিশালী করে, যা পরবর্তীতে অত্যন্ত নির্ভুল ত্রৈমাসিক জিডিপি গণনার কাজে সাহায্য করে।

রূপান্তরের সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি (Challenges Associated with the Transition)

- **জটিল পদ্ধতিগত বাস্তবায়ন (Complex Methodological Execution):** ডাবল-ডিফ্লেটর পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ পরিসংখ্যানগত দক্ষতা এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইনপুট-আউটপুট ডেটার অবিচ্ছিন্ন ট্র্যাকিং প্রয়োজন।
- **বর্ধিত WPI ফেজ-আউট সময়কাল (Extended WPI Phase-Out Period):** PPI দিয়ে WPI-কে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করার 5 বছরের রূপান্তর সময়রেখা মুদ্রাস্ফীতি ট্র্যাকিংয়ে অন্তর্বর্তী বিশ্লেষণাত্মক অসঙ্গতি তৈরি করার ঝুঁকি রাখে।
- **ঐতিহাসিক ডেটা স্প্লাইসিং ঘর্ষণ (Historical Data Splicing Friction):** নতুন 2022–23 বেসলাইনের সাথে পুরানো 2011–12 সিরিজের সমন্বয় করা দীর্ঘমেয়াদী ইকোনোমেট্রিক মডেলিংয়ের (Econometric Modeling) জন্য প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।
- **আন্তঃ-মন্ত্রণালয় সিঙ্ক্রোনাইজেশন (Inter-Ministerial Synchronization):** কম্পিউটেশনাল অমিল রোধ করার জন্য MoSPI এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের মধ্যে খণ্ডিত প্রশাসনের নির্দোষ সমন্বয় প্রয়োজন।
- **আদমশুমারি নির্ভরতা (Census Dependency):** এই পুনঃগণনাকৃত সূচকগুলির দীর্ঘমেয়াদী নির্ভুলতা মূলত একটি অমীমাংসিত জাতীয় আদমশুমারি (National Census) থেকে নেওয়া জনসংখ্যার নমুনার কাঠামোর উপর নির্ভর করে।

গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস (Global Best Practices)

- **প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI) স্ট্যান্ডার্ড:** উন্নত অর্থনীতিগুলি পণ্য এবং পরিষেবা উভয় জুড়ে ফ্যাক্টরি-গেট দামের পরিবর্তনগুলি সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পাইকারি সূচকগুলির পরিবর্তে একচেটিয়াভাবে PPI ব্যবহার করে।
- **IMF প্রসারণ নির্দেশিকা (IMF Dissemination Guidelines):** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কঠোর জাতীয় অ্যাকাউন্টিং মান বাধ্যতামূলক করে, বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য দ্বৈত-হ্রাস পদ্ধতি (Dual-deflation System) এবং ঘন ঘন বেসলাইন আপডেটকে অগ্রাধিকার দেয়।

ভবিষ্যতের পথ (Way Forward)

- **পর্যায়ক্রমিক বেসলাইন আপডেটগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিন (Institutionalize Periodic Baseline Updates):** প্রতি 5 বছর অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তির বছরগুলি সংশোধন করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করুন, যা ভবিষ্যতের কাঠামোগত ডেটা ক্ষয় রোধ করে।
- **PPI মোতায়েন ত্বরান্বিত করুন (Accelerate the PPI Deployment):** নির্ধারিত 5 বছরের উইন্ডোর মধ্যেই PPI-এর সাথে WPI-এর সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করতে কঠোর মধ্যবর্তী মাইলফলক স্থাপন করুন।
- **একটি সময়বদ্ধ জাতীয় আদমশুমারি সম্পাদন করুন (Execute a Time-Bound National Census):** সমস্ত ম্যাক্রো-স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্যাম্পলিং বাস্কেটগুলির (Macro-statistical Sampling Baskets) ওজন পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য একটি আপডেট হওয়া ডেমোগ্রাফিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বিলম্বিত জাতীয় আদমশুমারি ত্বরান্বিত করুন।
- **ডেটা পাইপলাইনগুলিকে একীভূত করুন (Consolidate Data Pipelines):** রিয়েল-টাইম পরিসংখ্যানগত সিঙ্ক্রোনাইজেশনের জন্য MoSPI এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের ডেটা সংগ্রহের নেটওয়ার্কগুলিকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে একত্রিত করুন।
- **ডাবল-ডিফ্লেশনের প্রয়োগযোগ্যতা প্রমিত করুন (Standardize Double-Deflation Applicability):** আঞ্চলিক পরিসংখ্যানগত ক্যাডারদের বিশেষ প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র জুড়ে সমানভাবে ডাবল-ডিফ্লেটর পদ্ধতি প্রসারিত করুন।
- **ডায়নামিক রিটেইল বাস্কেট অ্যাডজাস্টমেন্ট (Dynamic Retail Basket Adjustments):** ভারতীয় পরিবারগুলির দ্রুত সম্প্রসারিত ডিজিটাল এবং পরিষেবা-ভিত্তিক ভোগের অভ্যাসকে প্রতিফলিত করতে অবিচ্ছিন্নভাবে CPI পণ্যের ওজন পর্যবেক্ষণ এবং আপডেট করুন।

উপসংহার (Conclusion)

ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ডেটাবেসের পদ্ধতিগত সংস্কার পরীক্ষামূলক স্বচ্ছতা (Empirical Transparency) এবং শাসন দক্ষতায় (Governance Efficiency) একটি সমালোচনামূলক উত্তরণের সূচনা করে। আপডেট করা ভিত্তি বছর এবং PPI ও ডাবল-ডিফ্লেটর পদ্ধতির মতো উন্নত অ্যাকাউন্টিং কাঠামোর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ডেটার বিকৃতিগুলি (Legacy Data Distortions) সমাধান করে, ভারত তার সার্বভৌম পরিসংখ্যানগত বিশ্বাসযোগ্যতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করে, যা নীতিনির্ধারকদের একটি স্থিতিস্থাপক অর্থনীতির (Resilient Economy) জন্য উচ্চ লক্ষ্যযুক্ত হস্তক্ষেপগুলির পরিকল্পনা করতে ক্ষমতায়িত করে।

Q. "Evaluate the macroeconomic implications of updating the base years and methodologies of key economic indices in India. How do these reforms strengthen data reliability and align national accounting with global best practices?" 15 Marks

3.1.9. আরবিআই এবং এর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ভূমিকা

কেন এটি খবরে রয়েছে? (Why in News?)

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) **ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক** (ECF)-এর অধীনে অর্থবছর ২০২৫-২৬-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে **₹২.৮৭ lakh কোটি** টাকার একটি রেকর্ড **উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের** (Surplus Transfer) অনুমোদন দিয়েছে। যদিও এই হস্তান্তর সরকারি অর্থায়নকে শক্তিশালী করে, তবে এর অভূতপূর্ব মাত্রা আরবিআই-এর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ভূমিকা, **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা** (Central Bank Independence), আর্থিক-রাজস্ব সমন্বয় (Monetary-Fiscal Coordination) এবং **রাজস্ব ফেডারেলিজম** (Fiscal Federalism)-এর ওপর এর প্রভাব নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

ভূমিকা (Introduction)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে **আর্থিক ও মুদ্রাগত স্থিতিশীলতা** বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরবিআই-এর এই রেকর্ড উদ্বৃত্ত হস্তান্তর জনকল্যাণমূলক অর্থায়নে তার ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরে, যা বিকশিত আর্থিক-রাজস্ব সম্পর্ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

আরবিআই উদ্বৃত্ত বোঝা (Understanding RBI Surplus)

A. আরবিআই উদ্বৃত্ত কী?

আরবিআই তার আর্থিক ও মুদ্রাগত কার্যাবলী সম্পাদনের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে আয় তৈরি করে:

- **সরকারি সিকিউরিটিজের ওপর সুদ (Interest on Government Securities):** আরবিআই তার সম্পদ পোর্টফোলিওর অংশ হিসেবে রাখা সরকারি বন্ড থেকে নিয়মিত সুদ উপার্জন করে।
- **বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদের ওপর রিটার্ন (Returns on Foreign Currency Assets):** বিদেশী সরকারি সিকিউরিটিজ এবং বিভিন্ন আমানতে বিনিয়োগ থেকে নিয়মিত আয় তৈরি হয়।
- **বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন (Foreign Exchange Transactions):** বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচার মাধ্যমে আরবিআই ভালো মুনাফা অর্জন করে।
- **তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (Liquidity Management Operations):** রেপো (Repo) এবং রিভার্স রেপো (Reverse Repo) লেনদেনের মতো ব্যাংকিং কার্যক্রমগুলি আরবিআই-এর আয়ে অবদান রাখে।
- **স্বর্ণ এবং অন্যান্য সংরক্ষিত সম্পদে বিনিয়োগ (Investments in Gold and Other Reserve Assets):** সোনা এবং সংরক্ষিত সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি ও রিটার্ন আরবিআই-এর আয়ে যুক্ত হয়।

আকস্মিক রিজার্ভ (Contingency Reserves) এবং ঝুঁকির বাফারগুলির (Risk Buffers) জন্য নির্দিষ্ট তহবিল আলাদা করে রাখার পর, অবশিষ্ট নিট লাভ কেন্দ্রীয় সরকারকে আরবিআই উদ্বৃত্ত বা লভ্যাংশ (Dividend) হিসেবে হস্তান্তর করা হয়।

B. ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক (ECF)

বিমল জালান কমিটির (Bimal Jalan Committee) সুপারিশকৃত, ECF আরবিআই-এর মূলধন প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্বৃত্ত হস্তান্তর নির্ধারণের জন্য একটি নিয়ম-ভিত্তিক প্রক্রিয়া প্রদান করে।

- **ঝুঁকি প্রভিশনিং (Risk Provisioning):** আর্থিক, মুদ্রাগত এবং পরিচালনগত ঝুঁকি শোষণের জন্য আরবিআই-কে যে পরিমাণ মূলধন নিজস্ব তহবিলে ধরে রাখতে হবে তা এটি নির্দিষ্ট করে।
- **উদ্বৃত্ত বিতরণ (Surplus Distribution):** অতিরিক্ত মূলধন এবং লাভের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করে যা সরকারকে হস্তান্তর করা যেতে পারে।
- **আর্থিক স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্য (Financial Stability Objective):** নিশ্চিত করে যে উদ্বৃত্ত হস্তান্তর যেন কোনোভাবেই আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিটের শক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে আপস না করে।
- **স্বচ্ছতা এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা (Transparency and Predictability):** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের সাথে সরকারের রাজস্ব চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি কাঠামোগত রূপরেখা প্রদান করে।

আরবিআই-এর রাজস্ব ভূমিকায় কাঠামোগত পরিবর্তন এবং কেন উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে

A. আরবিআই-এর রাজস্ব ভূমিকায় কাঠামোগত পরিবর্তন

১. ঐতিহ্যগতভাবে, সরকারগুলি যেভাবে ব্যয় নির্বাহ করে:

- **করের মাধ্যমে (Taxation):** ব্যক্তি ও ব্যবসার কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজস্ব সরকারি অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস গঠন করে।

- **ঋণ গ্রহণ (Borrowing):** সরকারগুলি বাজার থেকে বন্ড বা ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে, যা ভবিষ্যতে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।
- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth):** উচ্চতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কর সংগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সময়ের সাথে সাথে সরকারের রাজস্ব ক্ষমতা প্রসারিত করে।

২. **রাজস্ব ক্ষেত্রের একটি উদীয়মান উৎস হিসেবে আরবিআই হস্তান্তর**

- **কোনো অতিরিক্ত করের বোঝা নেই (No Additional Tax Burden):** উদ্বৃত্ত হস্তান্তর নাগরিকদের ওপর নতুন কোনো কর আরোপ না করেই অতিরিক্ত সম্পদ প্রদান করে।
- **সরকারি ঋণ বৃদ্ধি পায় না (No Increase in Public Debt):** এগুলি অতিরিক্ত সরকারি ঋণের প্রয়োজন ছাড়াই বড় রাজস্ব তৈরি করে।
- **তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল নয় (Independent of Immediate Economic Growth):** তাৎক্ষণিক উৎপাদন বা অর্থনৈতিক আউটপুট বৃদ্ধি ছাড়াই নতুন রাজস্ব সম্পদ তৈরি হয়।
- **রাজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (Enhances Fiscal Capacity):** এই ধরনের বৃহৎ হস্তান্তরগুলি সরকারকে কল্যাণমূলক কাজ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং **রাজস্ব সুসংহতকরণের (Fiscal Consolidation)** জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ দেয়।

৩. **কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রমাণ**

- **আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিটের দ্রুত সম্প্রসারণ (Rapid Expansion of RBI's Balance Sheet):** আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিট ২০%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় **₹৯২ lakh কোটি** টাকায় পৌঁছেছে, যা এর আয় উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।
- **আর্থিক কার্যক্রম থেকে উচ্চতর আয় (Higher Earnings from Financial Operations):** বৈদেশিক সম্পদ ধারণ, রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং সুদের আয় বৃদ্ধি আরবিআই-এর মোট আয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।
- **উদ্বৃত্ত হস্তান্তরে তীব্র বৃদ্ধি (Sharp Rise in Surplus Transfers):** বার্ষিক হস্তান্তর যা সাধারণত আগে ₹৩০,০০০–৬৫,০০০ কোটির মধ্যে থাকত, তা অর্থবছর ২৬-এ রেকর্ড **₹২.৮৭ lakh কোটি** টাকায় পৌঁছেছে।
- **ক্রমবর্ধমান রাজস্ব তাৎপর্য (Growing Fiscal Significance):** এই হস্তান্তরের আকার এখন ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের সমতুল্য, যা সরকারি অর্থায়নে আরবিআই-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে নির্দেশ করে।
- **ঘনিষ্ঠ আর্থিক-রাজস্ব যোগসূত্র (Closer Monetary-Fiscal Linkages):** আরবিআই-এর রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক কার্যক্রমগুলি তাদের ঐতিহ্যগত আর্থিক উদ্দেশ্যগুলির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব ফলাফলের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছে।

B. **উদ্বৃত্ত কেন বৃদ্ধি পেয়েছে? (Why Has the Surplus Increased?)**

- **১. বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থেকে উচ্চতর আয়:** আরবিআই বিদেশী সরকারি বন্ড এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ থেকে বিপুল সুদ উপার্জন করে। এর পাশাপাশি রিজার্ভ সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি (Valuation Gains) উচ্চতর আয়ে অবদান রাখে এবং ভারতের বিশাল ফোরেক্স রিজার্ভ বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য আয় তৈরি করে।
- **২. সক্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা:** টাকার উদ্বায়ীতা (Rupee Volatility) নিয়ন্ত্রণ করতে আরবিআই-এর মুদ্রা বাজারে নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা ভালো লাভ তৈরি করতে পারে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দক্ষ ব্যবহার সামগ্রিক রিটার্ন বৃদ্ধি করে।
- **৩. রিজার্ভ পুনর্ভারসাম্যকরণ (Reserve Rebalancing):** স্বর্ণ রিজার্ভের একটি অংশের কৌশলগত বিক্রয় আরবিআই-এর জন্য বড় লাভ তৈরি করেছে। বৈদেশিক সম্পদে বর্ধিত বিনিয়োগ এবং তারল্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি রিটার্ন সর্বাধিক করতে রিজার্ভের পুনর্ভারসাম্যকরণ সম্পদ বরাদ্দে সাহায্য করেছে।

- **৪. ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী সুদের হার:** বিশ্বব্যাপী সুদের হার বৃদ্ধির ফলে আরবিআই-এর কাছে থাকা বিদেশী সরকারি বন্ড এবং সিকিউরিটিজ থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি সুদের আয় (Improved Yield) তৈরি করেছে।
- **৫. আরবিআই-এর ব্যালেন্স শিটের সম্প্রসারণ:** আরবিআই-এর সামগ্রিক ব্যালেন্স শিট এবং মোট সম্পদ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে, যা এর আয়-উৎপাদনকারী সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়েছে। একটি বৃহত্তর সম্পদ ভিত্তি স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ থেকে উচ্চতর আয়ের দিকে পরিচালিত করেছে।

রেকর্ড আরবিআই উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের তাৎপর্য (Significance)

1. **সরকারি অর্থায়নকে শক্তিশালী করে:** এই বিশাল উদ্বৃত্ত হস্তান্তর উল্লেখযোগ্য অ-কর রাজস্ব (Non-tax Revenue) প্রদান করে, যা সরকারের রাজস্ব ঘাটতির চাপ কমাতে, উন্নয়নমূলক ব্যয় অর্থায়ন করতে এবং অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ সীমিত করতে সহায়তা করে।
2. **রাজস্ব স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে:** অতিরিক্ত রাজস্ব সম্পদ নতুন কোনো কর আরোপ বা সরকারি ঋণ বৃদ্ধি না করেই সরকারের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে উন্নত করে।
3. **কার্যকর রিজার্ভ ব্যবস্থাপনাকে প্রতিফলিত করে:** এই রেকর্ড উদ্বৃত্ত ফোরেক্স রিজার্ভ, স্বর্ণ মজুদ এবং বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনায় আরবিআই-এর উচ্চমানের দক্ষ ব্যবস্থাপনাকে তুলে ধরেন।
4. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সমর্থন করে:** সরকারের কম ঋণের প্রয়োজনীয়তা বন্ড মার্কেটের ওপর চাপ কমাতে পারে, সুদের হার মডারেট করতে পারে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে (Private Investment) উৎসাহিত করতে পারে।
5. **প্রাতিষ্ঠানিক strength বা শক্তি প্রদর্শন করে:** এই হস্তান্তরটি সম্পূর্ণরূপে ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে করা হয়েছে, যা উদ্বৃত্ত বিতরণের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ এবং নিয়ম-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ (Challenges and Concerns)

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি:** আরবিআই-এর লাভের ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা ভবিষ্যতে আরও বড় হস্তান্তরের জন্য পরোক্ষ চাপ তৈরি করতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে আরবিআই-এর পরিচালনগত স্বায়ত্তশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দূরত্বকে হ্রাস করতে পারে।

২. **আরবিআই-এর ফিসকালাইজেশন (Fiscalisation):** আরবিআই-এর আয়ের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব গুরুত্ব তার নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি অর্থায়নের মধ্যকার ঐতিহ্যগত পার্থক্যকে অস্পষ্ট করার ঝুঁকি তৈরি করে।

৩. **অ-কর রাজস্বের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা:** আরবিআই উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে কর সংস্কার, রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের নিজস্ব উৎসাহকে দুর্বল করতে পারে।

৪. **রাজস্ব ফেডারেলিজম নিয়ে উদ্বেগ:** যেহেতু আরবিআই উদ্বৃত্তকে অ-কর রাজস্ব হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি বিভাজ্য পুল (Divisible Pool) থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই রাজ্যগুলি তাদের বিশাল ব্যয়ের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও এই অর্থের কোনো অংশ পায় না।

৫. **রাজস্ব কেন্দ্রীয়করণ (Fiscal Centralisation):** আরবিআই হস্তান্তরের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা, সেই সাথে রাজ্যগুলির ওপর সেস (cess), সারচার্জ (surcharge) এবং ঋণ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

৬. **শক শোষণের ক্ষমতা হ্রাস:** বড় উদ্বৃত্ত হস্তান্তর আরবিআই-এর নিজস্ব আর্থিক বাফারগুলিকে হ্রাস করতে পারে, যা ভবিষ্যতের কোনো বৈশ্বিক সংকট, বিনিময় হারের ধাক্কা এবং আকস্মিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা পরিচালনা করার ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে।

করণীয় বা এগিয়ে যাওয়ার পথ (Way Forward)

1. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা রক্ষা করা:** আরবিআই-এর স্বায়ত্তশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করার জন্য আর্থিক নীতি এবং রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা রাজস্ব বা রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে মুক্ত রাখা উচিত।
2. **ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্কের কঠোর আনুগত্য:** উদ্বৃত্ত হস্তান্তর স্বল্পমেয়াদী রাজস্ব চাহিদার পরিবর্তে সর্বদা স্বচ্ছ, নিয়ম-ভিত্তিক মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত হওয়া অব্যাহত রাখা উচিত।
3. **স্বচ্ছতা জোরদার করা:** রিজার্ভের পর্যাপ্ততা, মূলধন বাফার এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতির নিয়মিত প্রকাশ প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়াতে পারে।
4. **পর্যাপ্ত আকস্মিক বাফার বজায় রাখা:** ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং বাহ্যিক খাতের ধাক্কাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য আরবিআই-কে অবশ্যই পর্যাপ্ত আর্থিক রিজার্ভ (Contingency Buffers) ধরে রাখতে হবে।
5. **রাজস্ব ফেডারেল উদ্বেগগুলি পুনর্বিবেচনা করা:** নীতিনির্ধারকদের উচিত রাজ্যগুলির সাথে কেন্দ্রের আর্থিক সম্পর্কের ওপর এই বড় অ-অংশীদারিত্বমূলক আরবিআই হস্তান্তরের সুদূরপ্রসারী প্রভাবগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করা।
6. **টেকসই রাজস্ব সুসংহতকরণ প্রচার করা:** দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব স্বাস্থ্য আরবিআই লভ্যাংশের ওপর নির্ভর করার চেয়ে শক্তিশালী কর রাজস্ব, উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দক্ষ সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত।

উপসংহার (Conclusion)

একটি শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য রাজস্বের দিক থেকে দায়িত্বশীল সরকার এবং একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক উভয়ই প্রয়োজন; দীর্ঘমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের (Cooperative Federalism) জন্য এই দুটির মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

Q. The RBI's record surplus transfer reflects an evolving role of the central bank beyond monetary management. Examine the factors responsible for the rise in RBI's surplus and its implications for the Indian economy. 15 Marks

3.1.10. ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচারিত আখ্যানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাসমূহ

খবরের শিরোনামে কেন?

মোট দেশজ উৎপাদন বা **GDP-র শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস** থাকা সত্ত্বেও, ভারতের কাঠামোগত অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলো নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে বহির্বিশ্বের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার অভাব, আর্থিক চাপ এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে গ্রামীণ চাহিদার হ্রাস।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা নির্দেশকারী মূল সূচকসমূহ

সূচক	বর্তমান অবস্থা
অপরিশোধিত তেল আমদানির ওপর নির্ভরতা	প্রায় **৯০%**
প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ওপর নির্ভরতা	প্রায় **৫০%**
আরবিআই (RBI)-এর বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ (অর্থবছর ২০২৫-২৬)	**৫৩ বিলিয়ন ডলারের** বেশি
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	প্রায় **৬৮১ বিলিয়ন ডলার**

বার্ষিক প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স (অর্থবছর ২০২৪-২৫)	১৩৫ বিলিয়ন ডলার
বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারী (FPI) দ্বারা পুঁজি প্রত্যাহার	২.২ লাখ কোটি টাকা

ভারতের অর্থনীতির প্রধান কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **বহির্বিশ্বের ওপর উচ্চ নির্ভরতা**

- **ভারী আমদানি নির্ভরতা:** ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেল, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), সার, সেমিকন্ডাক্টর (চিপ) এবং উন্নত প্রযুক্তির জন্য আমদানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, যা অর্থনীতিকে বিদেশী সরবরাহের অধীন করে তোলে।
- **বাহ্যিক ধাক্কার প্রতি সংবেদনশীলতা:** ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিপর্যয় এবং বিশ্ববাজারে দামের ওঠানামা সহজেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারে, টাকার মান দুর্বল করতে পারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করতে পারে।

২. **জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ**

- **আমদানি-নির্ভর জ্বালানি খাত:** ভারতের প্রায় ৯০% অপরিশোধিত তেল এবং প্রায় ৫০% প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়, যা দেশকে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।
- **সামষ্টিক অর্থনীতিতে প্রভাব:** জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দাম উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, বাণিজ্য ঘাটতি আরও চওড়া করে, মুদ্রাস্ফীতিকে উসকে দেয় এবং টাকার মূল্যের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

৩. **কৃষিখাতের দুর্বলতা**

- **আমদানিকৃত উপকরণের ওপর নির্ভরতা:** দেশের সার উৎপাদন আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) এবং পটাশের ওপর নির্ভরশীল, যা কৃষিখাতকে বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্নের সামনে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
- **খাদ্য নিরাপত্তার ওপর প্রভাব:** দুর্বল বর্ষা এবং সারের ক্রমবর্ধমান দাম খামারের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়, খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তোলে এবং গ্রামীণ আয় ও ভোগ-ব্যয় হ্রাস করে।

৪. **দুর্বল গ্রামীণ সামাজিক নিরাপত্তা বলয়**

- **হ্রাসমান সামাজিক সুরক্ষা:** ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি বা মনরেগা (MGNREGA)-র মতো প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগ গ্রামীণ পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান নিরাপত্তাকে হ্রাস করেছে।
- **গ্রামীণ চাহিদা কমে যাওয়া:** গ্রামীণ আয় কমে যাওয়ার ফলে কেনাকাটা বা ভোগের পরিমাণ কমে যায়, যা দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ধীর করে দেয়।

৫. **বাহ্যিক খাতের ঝুঁকি**

- **প্রবাসী আয় এবং পরিষেবা খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা:** ভারতের চলতি হিসাব মূলত বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির বহুমুখীকরণের পরিবর্তে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) এবং আইটি/পরিষেবা খাতের রপ্তানির ওপর ভর করে টিকে রয়েছে।
- **উদীয়মান বৈশ্বিক ঝুঁকি:** বিভিন্ন দেশের অভিবাসন-বিরোধী নীতি, ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত স্বয়ংক্রিয়করণ ভবিষ্যতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ এবং পরিষেবা রপ্তানির আয় কমিয়ে দিতে পারে।

৬. **পুঁজি প্রবাহের অস্থিরতা**

- **অস্থির বিদেশী বিনিয়োগ:** বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (FPI) দ্বারা বড় আকারে পুঁজি প্রত্যাহার প্রমাণ করে যে ভারত কতটা অস্থির ও স্বল্পমেয়াদী বৈশ্বিক পুঁজির ওপর নির্ভরশীল।

- **আর্থিক বাজারের ঝুঁকি:** হঠাৎ বাজার থেকে পুঁজি তুলে নেওয়ার ফলে শেয়ার বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, টাকার মান কমে যায় এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস পায়।

৭. **প্রযুক্তির ব্যবধান**

- **সীমিত প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা:** শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেমিকন্ডাক্টর, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির জন্য ভারত এখনও আমদানির ওপর নির্ভরশীল।
- **ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে দুর্বল উপস্থিতি:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং উন্নত গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) পর্যাপ্ত সক্ষমতা না থাকায় ভারতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

৮. **উৎপাদন খাতের আশানুরূপ পারফরম্যান্স না থাকা**

- **ধীরগতির শিল্প রূপান্তর:** 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং পিএলআই (PLI) বা উৎপাদনভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্পের মতো উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও, উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাত দেশের GDP এবং কর্মসংস্থানে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারেনি।
- **সীমিত রপ্তানি প্রতিযোগিতা:** দুর্বল উৎপাদন ক্ষমতার কারণে ভারত বিশ্ববাজারের একটি প্রধান ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং রপ্তানি পণ্যের তালিকায় বৈচিত্র্য আনতে হিমশিম খাচ্ছে।

৯. **কর্মসংস্থান এবং জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ**

- **জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের অনুন্নত ব্যবহার:** দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হওয়ার কারণে বিশাল তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।
- **ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমবাজার:** উচ্চ মাত্রার অনানুষ্ঠানিক বা অসংগঠিত কর্মসংস্থান, স্থবির মজুরি এবং সীমিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগসমূহ

১. **দেশীয় উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করা**

- **প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা:** বিশ্ববাজারে ভারতের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার, শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং মূল্য সংযোজনকে (Value Addition) উৎসাহিত করা।
- **আমদানি নির্ভরতা কমানো:** স্বনির্ভরতা বাড়াতে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও সুরক্ষিত করতে অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২. **জ্বালানি রূপান্তর (সবুজ জ্বালানির দিকে অগ্রসর হওয়া)**

- **স্বচ্ছ জ্বালানি গ্রহণ ত্বরান্বিত করা:** সৌর, বায়ু এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎসের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি:** জীবাশ্ম জ্বালানি বা খনিজ তেল আমদানি কমাতে গ্রীন হাইড্রোজেন, জৈব জ্বালানি (Biofuels), ব্যাটারি স্টোরেজ এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৩. **প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব**

- **ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং উন্নত উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো।
- **উদ্ভাবনী পরিবেশ শক্তিশালী করা:** দেশীয় উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প খাত, স্টার্টআপ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৪. **মানব সম্পদ উন্নয়ন**

- **ভবিষ্যতের উপযোগী কর্মক্ষম গোষ্ঠী তৈরি:** নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা মেটাতে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।
- **গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রসার:** প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

৫. **গ্রামীণ চাহিদা পুনরুজ্জীবিত করা**

- **গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা:** আয়ের সুযোগ তৈরি করতে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচিগুলোর প্রসার ঘটানো এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা।
- **কৃষি আয় বৃদ্ধি:** গ্রামীণ কেনাকাটা বা ভোগ-ব্যয় এবং সামগ্রিক দেশীয় চাহিদা বাড়াতে খামারের উৎপাদনশীলতা এবং বাজার সংযোগের উন্নতি ঘটানো।

৬. **বাহ্যিক খাতের বহুমুখীকরণ**

- **উচ্চ-মূল্যের রপ্তানি বৃদ্ধি:** ঐতিহ্যবাহী আইটি এবং পরিষেবা খাতের বাইরে গিয়ে উৎপাদনমুখী এবং প্রযুক্তি-নিবিড় পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা।
- **বাহ্যিক ঝুঁকি কমানো:** বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে রপ্তানি পণ্য এবং রপ্তানির গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য আনা।

ভবিষ্যতের করণীয় (Way Forward)

১. **জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা**

- **অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি:** আমদানি নির্ভরতা কমাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা এবং দেশের ভেতরে খনিজ অনুসন্ধানের কাজ বাড়ানো।
- **জালানি খাতের দুর্বলতা কমানো:** দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জ্বালানির উৎসগুলোতে বৈচিত্র্য আনা এবং জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. **উচ্চ-প্রযুক্তিগত উৎপাদনকে উৎসাহিত করা**

- **কৌশলগত শিল্প গড়ে তোলা:** সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং উন্নত উৎপাদন শিল্পে দেশের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করা।
- **উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা:** গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সহায়ক নীতিমালার মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো।

৩. **মানব সম্পদে বিনিয়োগ**

- **দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা:** শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল দক্ষতার উন্নতি ঘটানো।
- **শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ শক্তিশালী করা:** উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প খাতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৪. **গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করা**

- **গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা:** কর্মসংস্থান তৈরির জন্য মনরেগা (MGNREGA) প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ানো।
- **কৃষির বহুমুখীকরণ:** কৃষকদের আয় এবং গ্রামীণ চাহিদা বাড়াতে কৃষি-ভিত্তিক শিল্প এবং গ্রামীণ উদ্যোগগুলোকে সহায়তা দেওয়া।

৫. **বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করা**

- **নীতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা:** বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে স্বচ্ছ নিয়মকানুন এবং অনুমানযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা প্রদান করা।
- **দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ আকর্ষণ:** ব্যবসা করার সহজীকরণ বা ইজ অব ডুইং বিজনেস উন্নত করা এবং দেশী ও বিদেশী উভয় ধরনের বিনিয়োগকে সহজতর করা।

৬. **বাহ্যিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি**

- **বাণিজ্য ও জ্বালানির উৎস বহুমুখীকরণ:** জ্বালানি সরবরাহকারী দেশ এবং রপ্তানি বাজারের পরিধি বাড়িয়ে মাত্র কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।
- **বাহ্যিক স্থিতিশীলতা জোরদার করা:** বৈশ্বিক ধাক্কার বিরুদ্ধে চলতি হিসাবের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ গড়ে তোলা।

উপসংহার

ভারতের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সাফল্য কেবল উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার ওপরই নির্ভর করবে না; বরং বহির্বিশ্বের ওপর নির্ভরতা কমানো, মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান তৈরি করা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা জোরদার করা, গ্রামীণ চাহিদা পুনরুজ্জীবিত করা এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপরও নির্ভর করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত সফলভাবে একটি উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারবে কি না, তা নির্ধারণ করবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবন-চালিত এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

Q. Despite being one of the fastest-growing major economies, India continues to face significant structural economic challenges. Examine the major vulnerabilities in India's growth model and suggest measures for building a resilient and inclusive economy. 15 Marks

3.2. পরিবেশ

3.2.1. ভারতের জলবায়ু রূপান্তরের অর্থায়ন: ঘাটতি ও আগামী দিনের পথ

প্রেক্ষাপট

- ভারতের **জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান** (NDCs) পূরণের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় **১৬২.৫ ট্রিলিয়ন টাকা ($২.৫ ট্রিলিয়ন)** এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **নেট জিরো** (Net Zero) **নির্গমনের** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রায় **$১০.১ ট্রিলিয়ন** বিপুল পুঁজির প্রয়োজন।
- যদিও বর্তমানে বিভিন্ন জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থা উপলব্ধ রয়েছে, তবে মূল challenge বা চ্যালেঞ্জটি হলো এই তহবিলগুলিকে জলবায়ু সুরক্ষামূলক পদক্ষেপে দক্ষতার সাথে চালিত করার জন্য একটি সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলা।

জলবায়ু অর্থায়নের ধারণা

ক. **জলবায়ু অর্থায়ন কী? : জলবায়ু অর্থায়ন** (Climate Finance) বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় গৃহীত নানা কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে সরকারি, বেসরকারি, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সংগৃহীত আর্থিক সংস্থানকে বোঝায়।

- এটি মূলত দুটি প্রধান ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে:

1. **জলবায়ু প্রশমন (Climate Mitigation):** গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।
2. **জলবায়ু অভিযোজন (Climate Adaptation):** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ।

- **জলবায়ু অর্থায়নের উদাহরণ:** নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable energy) প্রকল্প, গ্রিন হাইড্রোজেন (Green hydrogen) মিশন, বৈদ্যুতিক যানবাহন (E-mobility), জলবায়ু-সহনশীল টেকসই কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ।

খ. ভারতের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- **জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণ:** ভারতের উচ্চাভিলাষী NDC লক্ষ্যমাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদী নেট জিরো নির্গমনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বড় আকারের পুঁজি প্রয়োজন। এই সবুজ রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন অপরিহার্য।
- **ভারী শিল্পের সবুজ রূপান্তর (Green Industrial Transition):** ইস্পাত (Steel), সিমেন্ট (Cement), বিদ্যুৎ (Power) এবং সড়ক পরিবহনের মতো 'হ◌ার্ড-টু-অ্যাবেট' (Hard-to-abate) খাতগুলি ভারতের সামগ্রিক নির্গমনের সিংহভাগের জন্য দায়ী। এই খাতগুলিতে কার্বন তীব্রতা কমাতে এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি (Cleaner Tech) গ্রহণে বিপুল অর্থায়ন প্রয়োজন।
- **জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি (Climate Resilience):** খরা ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রতিরোধ, উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা এবং টেকসই কৃষির মতো অভিযোজনমূলক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। এটি চরম আবহাওয়া জনিত আর্থ-সামাজিক ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।
- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন:** সবুজ বিনিয়োগ কেবল পরিবেশ রক্ষা করে না, বরং এটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, শক্তি নিরাপত্তা (Energy Security) নিশ্চিত করে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখে।

ভারতের জলবায়ু অর্থায়ন চ্যালেঞ্জের পরিধি

ক. বিশাল পুঁজির প্রয়োজনীয়তা

- প্যারিস চুক্তির অধীনে ভারতের জলবায়ু প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে **১৬২.৫ ট্রিলিয়ন টাকা ($২.৫ ট্রিলিয়ন)** প্রয়োজন।
- ২০৭০ সালের মধ্যে দেশের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আনুমানিক **$১০.১ ট্রিলিয়ন** বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, যা ভারতের বর্তমান মোট জিডিপির (GDP) প্রায় তিন গুণ।

খ. খাত-ভিত্তিক অর্থায়নের চাহিদা

- ভারতের কার্বন নির্গমনের অর্ধেকেরও বেশি অংশের জন্য দায়ী চারটি মূল খাত—ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ এবং সড়ক পরিবহন। শুধুমাত্র এই খাতগুলির কার্বনমুক্তকরণের (Decarbonization) জন্য ২০২২ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত **$৪৬৭ বিলিয়ন** মূলধনের প্রয়োজন।

গ. বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের অপর্যাপ্ততা

- উন্নত দেশগুলি প্যারিস চুক্তির অধীনে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বার্ষিক **$১০০ বিলিয়ন** অর্থায়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি।
- সাম্প্রতিক বাকু (Baku) জলবায়ু সম্মেলনে (COP) সম্মত হওয়া **নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়েড গোল (NCQG)** ২০৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক **$৩০০ বিলিয়ন** সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ভারতসহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ এই পরিমাণকে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত মনে করে।
- ফলস্বরূপ, আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না থেকে ভারতকে তার জলবায়ু অর্থায়নের সিংহভাগ **অভ্যন্তরীণ উৎস (Domestic sources)** থেকেই সংস্থান করতে হবে।

জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি

- **সংজ্ঞা ও অর্থ:** জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি হলো একটি নির্দিষ্ট **শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো** (Classification framework) যা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণ করে কোন কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনিয়োগ প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ-বান্ধব, টেকসই বা জলবায়ু-অনুকূল। এটি সরকার, আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যাংক এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অভিন্ন মানদণ্ড (Standard) হিসেবে কাজ করে।
- **প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ** (Expected Benefits):

1. একটি সুনির্দিষ্ট ট্যাক্সোনমি আর্থিক বাজারে স্বচ্ছতা আনবে এবং **বিনিয়োগকারীদের আস্থা** (Investor confidence) বৃদ্ধি করবে।
2. এটি পরিবেশ-বান্ধব ক্ষেত্রগুলিতে অভ্যন্তরীণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে।
3. এটি **গ্রিনওয়াশিং** (Greenwashing) বা পরিবেশ-বান্ধবতার মিথ্যা দাবি প্রতিরোধ করার জন্য একটি কঠোর এবং মানসম্মত আইনি কাঠামো প্রদান করবে।

ভারতের বিদ্যমান জলবায়ু অর্থায়ন ইকোসিস্টেম

- **ক্রমবর্ধমান সবুজ ঋণ বাজার** (Green Debt Market): ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ, ভারত প্রায় **$৫৫.৯ বিলিয়ন** মূল্যের গ্রিন, সোশ্যাল, সাসটেইনেবিলিটি এবং সাসটেইনেবিলিটি-লিঙ্কড (GSS+) ঋণপত্র বা ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করেছে। এটি ২০২১ সালের পর থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং টেকসই অর্থায়নের প্রতি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।
- **সোভেরেন গ্রিন বন্ডের ভূমিকা** (Sovereign Green Bonds): ভারত **₹৪৭৭ বিলিয়ন** মূল্যের **সোভেরেন গ্রিন বন্ড** ইস্যু করেছে, যা সবুজ অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি বেঞ্চমার্ক বা মানদণ্ড স্থাপনে সহায়তা করেছে। এই বন্ডগুলি বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করেছে এবং ভারতের সবুজ অর্থায়ন বাজারের বিকাশে অবদান রেখেছে।
- **আর্থিক উপকরণের প্রাপ্যতা:** ভারতের ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জলবায়ু অর্থায়ন উপকরণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে **গ্রিন বন্ড** (Green Bonds), **সাসটেইনেবিলিটি-লিঙ্কড বন্ড** (Sustainability-Linked Bonds), **ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স মেকানিজম** (Blended Finance Mechanisms), **ট্রানজিশন ফাইন্যান্স ইনস্ট্রুমেন্ট** (Transition Finance Instruments) এবং **ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট** (InvITs)। তবে বর্তমান চ্যালেঞ্জটি হলো এই উপকরণগুলির পরিধি বাড়ানো (Scaling up) এবং এদের মধ্যে সমন্বয় উন্নত করা।

জলবায়ু অর্থায়ন শক্তিশালীকরণে আরবিআই-এর ভূমিকা

- **জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো:** ২০২৫ সালে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) **'ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্কস ডিরেকশনস'** চালু করেছে। এর ফলে ব্যাংকগুলির জন্য তাদের ঋণ প্রদান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে জলবায়ু-সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- **প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং (PSL)-এর অধীনে সবুজ কার্যক্রম:** আরবিআই যোগ্য সবুজ কার্যক্রমগুলিকে **প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং** (PSL) বা অগ্রাধিকারমূলক খাত ঋণ-এর আওতাভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে। যেহেতু PSL লক্ষ্যমাত্রা ব্যাংকগুলির ঋণ দেওয়ার আচরণকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে, তাই এই পদক্ষেপটি টেকসই এবং জলবায়ু-অনুকূল খাতগুলিতে আরও বেশি পরিমাণে ঋণ চালিত করতে পারে।
- **ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন সিস্টেম** (CRIS): ব্যাংকগুলি যাতে জলবায়ু-সম্পর্কিত আর্থিক ঝুঁকিগুলি আরও কার্যকরভাবে মূল্যায়ন এবং পরিচালনা করতে পারে, সেজন্য আরবিআই একটি **ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন সিস্টেম** (CRIS) তৈরি করছে। এটি ঝুঁকি মূল্যায়ন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে এবং ব্যাংকিং খাতের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করবে।

- **ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক সংস্কার (Regulatory Reforms):** আগামী দিনে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর জলবায়ু-সম্পর্কিত ধাক্কা বা সংকটের প্রভাব মূল্যায়ন করতে আরবিআই **ক্লাইমেট স্ট্রেস টেস্টিং (Climate Stress Testing)** চালু করতে পারে। এটি **ডিফারেনশিয়েটেড ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস (Differentiated Capital Requirements)** বা ভিন্নধর্মী মূলধন প্রয়োজনীয়তাও গ্রহণ করতে পারে, যা কার্বন-নিবিড় (Carbon-intensive) খাতে ঋণ প্রদানকে আরও ব্যয়বহুল করবে এবং সবুজ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

ভারতের জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামোর প্রধান ঘাটতিসমূহ

- **জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমির অনুপস্থিতি:** কোন কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড "সবুজ" বা পরিবেশ-অনুকূল হিসেবে গণ্য হবে তার স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায়, বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকল্পের যোগ্যতা এবং টেকসইতার মানদণ্ড নিয়ে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়।
- **দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়:** বিদ্যমান জলবায়ু অর্থায়ন উপকরণগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে, যার ফলে **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব** দেখা যায় এবং মূলধন সংগ্রহ ও মোতায়েনের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
- **সীমিত বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ:** ইস্পাত এবং সিমেন্টের মতো খাতগুলিতে সবুজ প্রযুক্তি এখনও অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বাণিজ্যিকভাবে চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় **বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ (Private sector participation)** সীমিত রয়ে গেছে।
- **অপর্যাপ্ত জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়ন (Inadequate Climate Adaptation Financing):** জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করলেও সাধারণত এগুলি থেকে সরাসরি আর্থিক রিটার্ন বা লাভ সীমিত আসে। ফলস্বরূপ, জলবায়ু প্রশমন (Mitigation) অর্থায়নের তুলনায় **অভিযোজন অর্থায়ন (Adaptation finance)** অনেক কম মনোযোগ পায়।
- **রাজ্য-স্তরের অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা:** বহু রাজ্যের জলবায়ু অর্থায়ন কার্যকরভাবে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় **ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা (Borrowing capacity)**, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

আগামী দিনের পথ

- **জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি চূড়ান্ত ও কার্যকর করা:** টেকসই বিনিয়োগের জন্য স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করতে ভারতের উচিত একটি ব্যাপক **ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ট্যাক্সোনমি** দ্রুত বাস্তবায়ন করা।
- **আরবিআই-এর জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামো শক্তিশালী করা:** আরবিআই-এর উচিত কেবল সবুজ অর্থায়নকে সহজতর করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাধ্যতামূলক ক্লাইমেট স্ট্রেস টেস্টিং এবং ভিন্নধর্মী মূলধন প্রয়োজনীয়তার মতো আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- **জলবায়ু পদক্ষেপের জন্য PSL-এর পরিধি সম্প্রসারণ:** অগ্রাধিকারমূলক খাত ঋণ (PSL) কাঠামোর অধীনে জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রকল্পগুলিকে আরও বেশি সহায়তা দেওয়া উচিত।
- **স্টেট ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ফেসিলিটি গঠন:** জলবায়ু অর্থায়নে রাজ্যগুলির প্রবেশাধিকার উন্নত করতে কেন্দ্র সরকার, **নাবার্ড (NABARD)** এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অংশগ্রহণে একটি ডেডিকেটেড বা নিবেদিত অর্থায়ন ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত।
- **সোভেরেন গ্রিন বন্ড ইস্যু বাড়ানো:** সোভেরেন গ্রিন বন্ডের ইস্যু বাড়ানোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সবুজ অর্থায়ন বাজারকে আরও গভীর করা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব।
- **ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্সের প্রসার ঘটানো:** জলবায়ু-সম্পর্কিত খাতগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে সরকারি পুঁজিকে কৌশলগতভাবে **ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স (Blended Finance)** হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

উপসংহার

ভারতের জলবায়ু অর্থায়নের চ্যালেঞ্জটি মূলত সম্পদের সহজলভ্যতার সমস্যা নয়, বরং এটি **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (Institutional capacity)** এবং একটি কার্যকর আর্থিক কাঠামোর অভাব। নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে শক্তিশালী করে, জলবায়ু অর্থায়ন ট্যাক্সোনমি চূড়ান্ত করে এবং জাতীয় ও রাজ্য উভয় স্তরে জলবায়ু অর্থায়নের সহজলভ্যতা উন্নত করার মাধ্যমে ভারত তার জলবায়ু প্রতিশ্রুতিগুলিকে সফলভাবে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তর করতে পারে।

Q. India requires massive investments to achieve its NDCs and Net Zero target. Discuss the role of climate finance in India's green transition and examine the challenges associated with mobilising and deploying climate finance. 15 Marks

3.2.2. কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়: দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েই ভারত তার বনভূমি রক্ষা করতে পারে

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি 'নেচার সাসটেইনেবিলিটি' (Nature Sustainability) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে—যেসব বনে জীবিকার ভালো সুযোগ রয়েছে এবং বনের সম্পদের ওপর মানুষের নির্ভরতা কম, সেখানে **জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)** অনেক বেশি থাকে। এই ফলাফলটি প্রচলিত বা পুরোনো এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে—বন সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দুটি পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য। বরং এটি দেখায় যে, টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় এই দুটি লক্ষ্য একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ভূমিকা

ঐতিহ্যগতভাবে বন সংরক্ষণকে সর্বদা **"ফোর্টেস কনজারভেশন" (Fortress Conservation - দুর্গ বা প্রাচীর ঘেরা সংরক্ষণ)** মডেলের মাধ্যমে দেখা হতো, যেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে বন রক্ষা করার চেষ্টা করা হতো। তবে নতুন বিভিন্ন প্রমাণ ইঙ্গিত করছে যে, **দারিদ্র্য দূরীকরণ** এবং **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ** আসলে একে অপরকে শক্তিশালী করার দুটি পরিপূরক লক্ষ্য।

গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ

১. **দারিদ্র্য এবং জীববৈচিত্র্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত**

- যেসব বনে দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি, সেখানে গাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য কম দেখা গেছে।
- জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং বনের সম্পদ অতিরিক্ত মাত্রায় আহরণের ফলে বনের ওপর **পরিবেশগত চাপ** অনেক বৃদ্ধি পায়।

২. **বিকল্প জীবিকা বনের স্বাস্থ্য উন্নত করে**

- যেসব সম্প্রদায়ের কৃষি এবং অরণ্য-বহির্ভূত আয়ের ভালো উৎস রয়েছে, তাদের আশেপাশের বনগুলি অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় এবং সহনশীল।
- বনের সম্পদের ওপর নির্ভরতা কমলে **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি** উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

৩. **মানব-অধ্যুষিত এলাকাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম**

- বন সংরক্ষণের সাফল্য কেবল সরকারি সুরক্ষিত এলাকার (Protected Areas) ওপর নির্ভর করে না, বরং সুরক্ষিত অঞ্চলের বাইরের বনের ওপরও নির্ভর করে।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় **কমিউনিটি-পরিচালিত বন বা স্থানীয় জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকা বনগুলি** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **বন্যপ্রাণী করিডোরের ওপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন**

- জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করিডোরগুলি সুরক্ষিত অঞ্চলগুলির মধ্যে **পরিবেশগত সংযোগ** উন্নত করে।
- এগুলি বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচলের সুবিধা দেয় এবং সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৫. **দারিদ্র্য মূল কারণ নয়, সুযোগের অভাবই আসল সমস্যা**

- জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি তখনই ঘটে যখন স্থানীয় মানুষের কাছে জীবিকার বিকল্প সুযোগ সীমিত থাকে এবং বেঁচে থাকার জন্য তারা বনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক বনাম কমিউনিটি-কেন্দ্রিক সংরক্ষণ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তুলনার ভিত্তি	কমিউনিটি-ভিত্তিক সংরক্ষণ (Community-Based Conservation)	কমিউনিটি-কেন্দ্রিক সংরক্ষণ (Community-Centred Conservation)
মূল ফোকাস	**বন সংরক্ষণই** মূল লক্ষ্য, এবং এটি অর্জনের জন্য স্থানীয় জনগণকে অংশীদার করা হয়।	**স্থানীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও জীবিকাই** শুরুর মূল বিন্দু, এবং এর সহ-সুবিধা (Co-benefit) হিসেবে বন সংরক্ষণ সফল হয়।
জনগণের ভূমিকা	সরকার বা এনজিও (NGO) দ্বারা তৈরি করা সংরক্ষণ কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষ **অংশীদার বা অংশীজন** হিসেবে কাজ করে।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনার মূল কেন্দ্রে **স্থানীয় জনগণকে** রাখা হয়।
পদ্ধতি	"স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ।"	"স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ।"
উদাহরণ	**যৌথ বন ব্যবস্থাপনা (JFM)**, হর্নবিল (ধনেশ পাখি) বাসা দত্তক নেওয়ার কর্মসূচি।	**স্নো লেপার্ড কনজারভেন্সি**, কমিউনিটি-পরিচালিত পরিবেশ-পর্যটন (Ecotourism), জীবিকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ মডেল।

কমিউনিটি বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বন সংরক্ষণের তাৎপর্য

১. **স্থানীয় জনগণ যখন সংরক্ষণের অংশীদার:** স্থানীয় মানুষ প্রতিদিন বনের সাথে জীবনযাপন করে এবং বনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের সাথে তাদের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত থাকে। তাদের বনের 'দখলদার' না ভেবে **সংরক্ষণের অংশীদার** হিসেবে বিবেচনা করলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং বনের নিরাপত্তা অনেক বৃদ্ধি পায়।

২. **জীবিকার নিরাপত্তা বনের ওপর চাপ কমায়:** কৃষি, পরিবেশ-পর্যটন এবং অকৃষি খাতে বিকল্প জীবিকার সুযোগ থাকলে জ্বালানি কাঠ ও বনের সম্পদ আহরণের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমে। এটি পরিবেশগত চাপ হ্রাস করে এবং বনকে স্বাভাবিক নিয়মে পুনরুজ্জীবিত হতে সাহায্য করে।

৩. **অংশগ্রহণমূলক বন প্রশাসন:** বনের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করলে জবাবদিহিতা বাড়ে এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এটি স্থানীয় চাহিদার সাথে বন সংরক্ষণের লক্ষ্যকে মিলিয়ে দিয়ে **টেকসই ব্যবহারের** প্রসার ঘটায়।

৪. **ঐতিহ্যগত পরিবেশগত জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার:** আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র এবং টেকসই সম্পদ ব্যবহারের কয়েক প্রজন্মের **ঐতিহ্যগত জ্ঞান** রয়েছে। এই জ্ঞানকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে যুক্ত করলে সংরক্ষণ কৌশল আরও শক্তিশালী হয়।

৫. **অন্তর্ভুক্তিমূলক সংরক্ষণ স্থায়িত্ব বাড়ায়:** সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যখন স্থানীয় মানুষ প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা পায়, তখন তারা বেশি উৎসাহিত হয়। এই অংশীদারিত্ব দীর্ঘমেয়াদে বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বড় অনুপ্রেরণা তৈরি করে।

কমিউনিটি বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বন সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **বন সম্পদের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা:** বহু গ্রামীণ ও আদিবাসী সম্প্রদায় জ্বালানি কাঠ, পশুখাদ্য, গৌণ বনজ সম্পদ (Minor Forest Produce) এবং উপার্জনের জন্য বনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই অনবরত নির্ভরতা অনেক সময় বনের সম্পদের অতিরিক্ত শোষণ ও পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়।

২. **ফোর্টেস কনজারভেশনের সীমাবদ্ধতা:** ঐতিহ্যগত 'বর্জন নীতি' বা মানুষকে দূরে রাখার পদ্ধতি সংরক্ষণের নামে বনের ওপর স্থানীয় মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। এ ধরনের পদক্ষেপ সংঘাত তৈরি করে, স্থানীয় মানুষের সমর্থন কমিয়ে দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।

৩. **পর্যাপ্ত বিকল্প জীবিকার অভাব:** কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর সীমিত সুযোগের কারণে মানুষ জীবনধারণের জন্য বনের সম্পদ সংগ্রহের ওপর বাধ্য হয়ে নির্ভর করে। এর ফলে বন ও জীববৈচিত্র্যের ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

৪. **বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা:** সংরক্ষণ কর্মসূচিগুলি প্রায়শই অপর্যাপ্ত তহবিল, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অসংগত নীতিগত সহায়তার সমস্যায় ভোগে। এছাড়া, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের স্তরের ভিন্নতাও এর কার্যকারিতাকে সীমিত করে দেয়।

৫. **সুবিধার অসম বণ্টন:** প্রধান অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও, পরিবেশ-পর্যটন বা অন্যান্য সংরক্ষণ উদ্যোগ থেকে অর্জিত আয়ের খুব সামান্য অংশই স্থানীয় মানুষের কাছে পৌঁছায়। এটি সংরক্ষণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উৎসাহ কমিয়ে দেয়।

৬. **খণ্ডিত নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি:** বন সংরক্ষণ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি প্রায়শই একে অপরের সাথে সমন্বয় ছাড়াই আলাদাভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই **খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি** নীতির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় এবং আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলিকে সামগ্রিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়।

সফল কমিউনিটি সংরক্ষণের কয়েকটি মডেল

১. **স্নো লেপার্ড কনজারভেন্সি (লাদাখ):** স্থানীয় জনগণের দ্বারা পরিচালিত হোমস্টে (Homestays) এবং গবাদি পশুর বিমা কর্মসূচি মানুষ ও বন্যপ্রাণের মধ্যকার সংঘাত অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এখানে সংরক্ষণকে সরাসরি স্থানীয় আয়ের উৎসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

২. **ম্যানগ্রোভ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (মহারাষ্ট্র):** স্থানীয় মানুষ সরাসরি ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষায় অংশ নেয়, যা মৎস্য চাষ, পরিবেশ-পর্যটন এবং টেকসই জলজ চাষে (Aquaculture) সহায়তা করছে।

৩. **হর্নবিল নেস্ট অ্যাডপশন প্রোগ্রাম (অরুণাচল প্রদেশ):** এখানকার প্রাক্তন শিকারিদেরই এখন পাখির বাসার রক্ষক এবং বনের টহলদার হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। এই কমিউনিটি মালিকানার ফলে হর্নবিল (ধনেশ পাখি) সংরক্ষণ ব্যাপক সফল হয়েছে।

৪. **সুরক্ষিত অঞ্চলের আশেপাশে এলপিজি (LPG) ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উদ্যোগ:** ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সংযোগ এবং উন্নত রান্নার চুল্লি দেওয়ার ফলে জ্বালানি কাঠের জন্য বনের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমেছে, যা বনের ওপর মানুষের চাপ হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

কমিউনিটি সংরক্ষণের আগামী দিনের পথ

১. **টেকসই জীবিকার প্রসার:** কৃষি-বনায়ন (Agroforestry), পরিবেশ-পর্যটন, অকাষ্ঠ বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং গ্রামীণ এন্টারপ্রাইজ বা ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে বনের ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব, যা একই সাথে স্থানীয় মানুষের আয় বৃদ্ধি করবে।

২. **কমিউনিটি বন প্রশাসনকে শক্তিশালী করা:** বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি বন সংরক্ষণের ফলাফল অনেক ভালো হবে।

৩. **পরিচ্ছন্ন জ্বালানির পরিধি বাড়ানো:** এলপিজি, পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি এবং নবায়নযোগ্য বা গ্রিন এনার্জির বিকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং বনের অবক্ষয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

৪. **সুবিধা বণ্টনের ব্যবস্থার উন্নয়ন:** পর্যটন এবং বন সংরক্ষণ থেকে অর্জিত আয়ের একটি ন্যায্য অংশ যাতে স্থানীয় মানুষ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আরও শক্তিশালী প্রেরণা তৈরি করবে।

৫. **বন্যপ্রাণী করিডোরকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডোরগুলি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করলে পরিবেশগত সংযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আশেপাশের এলাকার মানুষের জীবিকার সুযোগও উন্নত হবে।

৬. **অন্তর্ভুক্তিমূলক সংরক্ষণের দিকে এগিয়ে যাওয়া:** মানুষকে বাদ দিয়ে বন সংরক্ষণ করার পুরোনো পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে **মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মডেলের** দিকে যেতে হবে, যেখানে স্থানীয় মানুষের কল্যাণ এবং দীর্ঘমেয়াদি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একসাথে হাত ধরাধরি করে চলবে।

উপসংহার

এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে, **দারিদ্র্য দূরীকরণ** এবং **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ** আসলে একে অপরকে সাহায্য করার দুটি বড় মাধ্যম। ভারতের মতো দেশের জন্য টেকসই বন সংরক্ষণ পুরোপুরি নির্ভর করবে স্থানীয় মানুষের জীবিকার উন্নয়ন, তাদের ক্ষমতায়ন এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর—যার মূল কথা হলো: **মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, বরং মানুষকে সাথে নিয়েই বন রক্ষা করতে হবে।**

Q. Conservation and poverty alleviation are increasingly viewed as complementary rather than competing objectives. In this context, examine the role of community conservation in achieving sustainable forest management in India. 15 Marks

3.2.3. ভারতের খণ্ডবিখণ্ড শিল্প জলবায়ু কৌশল: শিল্পকারখানার কার্বনমুক্তকরণের অনুপস্থিত যোগসূত্র

সাম্প্রতিক খবরে কেন এটি আলোচনায় এসেছে?

ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC)-এর কাছে জমা দেওয়া ভারতের প্রথম **দ্বিবার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদন (BTR-1)** থেকে জানা গেছে যে, দেশের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের **২০%-এরও বেশি আসে শিল্পক্ষেত্র থেকে**। এর মধ্যে প্রায় **৪০% নির্গমন ঘটে "অনির্দিষ্ট শিল্পখাত" (Non-Specific Industries) থেকে**, যা বর্তমান কার্বনমুক্তকরণ নীতির আওতার বাইরেই রয়ে গেছে।

ভূমিকা

ভারতের **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**, **'বিকশিত ভারত@২০৪৭'** এবং **'২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো'** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত শিল্প বৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু ক্রমাগত বাড়তে থাকা শিল্প নির্গমন এবং **প্যাট (PAT)** ও **সিসিটিএস (CCTS)**-এর সীমিত পরিধি ভারতের কার্বনমুক্তকরণ কৌশলের বড় ফাঁকফোকরগুলিকে সামনে এনে দিয়েছে।

শিল্পক্ষেত্র এবং ভারতের নির্গমন চিত্র

প্রথম দ্বিবার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদনের (BTR-1) মূল ফলাফলসমূহ:

- দেশের মোট নির্গমনের **২০%-এরও বেশি অবদান রাখছে শিল্পক্ষেত্র**।
- উৎপাদন শিল্প এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত **জ্বালানি ব্যবহার থেকে প্রায় ১৩% নির্গমন** হয়।
- **শিল্প প্রক্রিয়া এবং পণ্য ব্যবহার (IPPU) থেকে আরও ৯% নির্গমন** ঘটে।
- অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং নগরায়নের সাথে সাথে শিল্পখাতের নির্গমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্র কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

- ভারতের **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল ভিত্তি** হলো এই শিল্পক্ষেত্র।
- এটি বাণিজ্যিক শক্তির একটি **প্রধান ভোক্তা**।
- **২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো** লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এটি নির্ধারণ করে যে ভারত কীভাবে নিজের **উন্নয়নের সাথে জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার ভারসাম্য** বজায় রাখবে।

নির্গমনের ধাঁধা:

- চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট শিল্প খাতগুলি উৎপাদন খাতের নির্গমনের প্রায় **৫৫% অবদান** রাখে।
- কিন্তু নির্গমনের প্রায় **৪০% "অনির্দিষ্ট শিল্পখাত"-এর অধীনে** শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

- ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের প্রতিবেদনেও একই ধারা দেখা গেছে, যা নির্দেশ করে যে এটি **নীতিগতভাবে একটি দীর্ঘস্থায়ী অন্ধবিন্দু বা অবহেলিত দিক**।

ভারতের বর্তমান শিল্প কার্বনমুক্তকরণ কাঠামো

১. **পারফর্ম, অ্যাচিভ অ্যান্ড ট্রেড (PAT) স্কিম (সম্পাদন, অর্জন ও বাণিজ্য প্রকল্প)**

- **উদ্দেশ্য:** শক্তি-নিবিড় খাতগুলিতে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি ইউনিটে শক্তির ব্যবহার হ্রাস করে **শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করা**, যার ফলে সামগ্রিক শিল্পের শক্তির চাহিদা এবং নির্গমন হ্রাস পায়।
- **আওতাভুক্ত ক্ষেত্র:** এর মধ্যে রয়েছে **তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা (DISCOMs), বাণিজ্যিক ভবন** এবং সিমেন্ট, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সার ও কাগজের মতো প্রধান প্রধান **শক্তি-নিবিড় শিল্পসমূহ**।
- **কার্যপদ্ধতি:** সরকার নির্দিষ্ট বড় ভোক্তাদের জন্য শক্তির ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়। যে সমস্ত সংস্থা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি শক্তি সাশ্রয় করে, তারা **এনার্জি সেভিং সার্টিফিকেট (ESCerts)** বা শক্তি সাশ্রয় শংসাপত্র পায়, যা লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়া সংস্থাগুলির সাথে কেনাবেচা করা যায়।

২. **কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম (CCTS) (কার্বন ক্রেডিট বাণিজ্য প্রকল্প)**

- **উদ্দেশ্য:** বাজার-ভিত্তিক কার্বন মূল্য নির্ধারণ এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রগুলিতে **গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের তীব্রতা হ্রাস করা**।
- **আওতাভুক্ত ক্ষেত্র:** এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার, লোহা ও ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যালস, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি, পাল্প ও পেপার, টেক্সটাইল এবং ক্লোর-অ্যালকালি শিল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ভারতের **প্রধান শিল্প নির্গমনকারী ক্ষেত্র**।
- **কার্যপদ্ধতি:** খাত-ভিত্তিক নির্গমনের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যে শিল্পগুলি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি নির্গমন কমাতে পারে তারা **কার্বন ক্রেডিট** অর্জন করে। এই ক্রেডিটগুলি এমন সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করা যায় যারা তাদের নির্গমন হ্রাসের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারেনি।

বর্তমান শিল্প কার্বনমুক্তকরণ মডেলের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সীমিত ক্ষেত্রের আওতা:** বর্তমান ব্যবস্থা যেমন— প্যাট (PAT) এবং সিসিটিএস (CCTS) মূলত ঐতিহ্যবাহী ভারী নির্গমনকারী শিল্পগুলিকে লক্ষ্য করে তৈরি। ফলে **"অনির্দিষ্ট শিল্পখাত" থেকে নির্গত একটি বিশাল অংশের নির্গমন** এই নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাইরেই থেকে যায়।

২. **নিখুঁত নির্গমন তথ্যের অভাব:** অনির্দিষ্ট শিল্পের ব্যাপক ও অস্পষ্ট শ্রেণিবিভাগের কারণে নির্গমনের আসল উৎসগুলি আড়ালে রয়ে যায়। এর ফলে **অধিক নির্গমনকারী উপ-ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা** এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **দুর্বল নজরদারি ও জবাবদিহিতা:** খাত-ভিত্তিক সঠিক বিভাজনের অভাবে নির্গমনের ধারা কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা, **নীতির ফলাফল মূল্যায়ন করা** এবং প্রধান দূষণকারীদের চিহ্নিত করা বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. **নীতি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ঘাটতি:** বিস্তারিত শিল্প মানচিত্র বা ম্যাপিং না থাকার কারণে নীতিগত অন্ধবিন্দু তৈরি হচ্ছে, যা নতুন এবং **পূর্বে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলিতে নির্গমন হ্রাসমূলক ব্যবস্থা** সম্প্রসারণে বাধা দিচ্ছে।

৫. **শিল্প বৃদ্ধি এবং জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অমিল:** 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'বিকশিত ভারত'-এর অধীনে দ্রুত শিল্প বহুমুখীকরণ ঘটলেও তা **জলবায়ু প্রশমন কৌশলের সাথে পর্যাপ্তভাবে একীভূত নয়**, যার ফলে নীতি প্রণয়ন খণ্ডবিখণ্ড রয়ে গেছে।

৬. **নেট-জিরো লক্ষ্য এবং ন্যায্য রূপান্তরের ঝুঁকি:** শিল্প নির্গমনের প্রায় ৪০% অংশকে এই কাঠামোর বাইরে রাখার ফলে তা ভারতের কার্বনমুক্তকরণের পথকে দুর্বল করে। একই সাথে এটি **নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ওপর অতিরিক্ত কমপ্লায়েন্স বা নিয়ম মেনে চলার বোঝা** চাপিয়ে দেয়।

আগামী দিনের পথ বা করণীয় পদক্ষেপ

১. **"অনির্দিষ্ট শিল্পখাত" বিভাজন করা:** সরকারের উচিত অনির্দিষ্ট শিল্পখাতের অধীনে থাকা শিল্পগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও শ্রেণিবদ্ধ করা, যাতে **নির্গমনের উৎসগুলি সঠিকভাবে খুঁজে বের করে** লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

২. **CCTS এবং PAT-এর পরিধি বাড়ানো:** ব্যাপক শিল্প কার্বনমুক্তকরণ এবং সমান আইনি কভারেজ নিশ্চিত করতে ভারতের কার্বন বাণিজ্য এবং শক্তি দক্ষতা কাঠামোতে **বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত না থাকা খাতগুলিকে পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা** উচিত।

৩. **খাত-ভিত্তিক কার্বনমুক্তকরণ রোডম্যাপ তৈরি করা:** বিভিন্ন শিল্পের প্রযুক্তিগত পরিপক্কতা, শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং নির্গমনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে **আলাদা রূপান্তর কৌশল** তৈরি করা উচিত, যা একটি বাস্তবসম্মত সবুজ রূপান্তরকে সহজতর করবে।

৪. **শিল্প নির্গমন ডেটাবেস শক্তিশালী করা:** তথ্যের নির্ভুলতা, নীতি মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি উন্নত করতে একটি **শক্তিশালী ও রিয়েল-টাইম (তাৎক্ষণিক) নির্গমন পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৫. **জলবায়ু প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা আনা:** তথ্য-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিচালন ব্যবস্থার জবাবদিহিতা জোরদার করতে **আরও বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্গমন তালিকা** প্রকাশ করা উচিত।

৬. **পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:** কার্বন ফুটপ্রিন্ট বা নির্গমন কমাতে শিল্পগুলিকে **গ্রিন হাইড্রোজেন**, নবায়নযোগ্য শক্তি, প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যুতায়ন, **কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি** এবং সার্কুলার ইকোনমি (চক্রাকার অর্থনীতি) গ্রহণে উৎসাহিত ও প্রণোদনা দেওয়া উচিত।

৭. **শিল্প নীতির সাথে জলবায়ু লক্ষ্যগুলির একীকরণ:** টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া', **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন**, নেট-জিরো কৌশল এবং অন্যান্য শিল্প উন্নয়ন নীতিগুলির মধ্যে জলবায়ু লক্ষ্যগুলিকে যুক্ত করা আবশ্যক।

৮. **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা:** সুসংগত নীতি প্রণয়ন এবং কার্বনমুক্তকরণ কৌশলের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, বিদ্যুৎ মন্ত্রক, ভারী শিল্প মন্ত্রক এবং নীতি (NITI) আয়োগের** মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় প্রয়োজন।

উপসংহার

ভারত প্যাট (PAT) এবং সিসিটিএস (CCTS)-এর মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রের কার্বনমুক্তকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করলেও, **২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো** লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে চিরাচরিত খাতের বাইরে পরিধি বাড়াতে হবে। একই সাথে নির্গমনের স্বচ্ছতা উন্নত করা এবং সমস্ত প্রধান শিল্প নির্গমনকারীকে একটি **বিস্তৃত জলবায়ু প্রশমন কাঠামোর অধীনে আনা** অত্যন্ত জরুরি।

Q. Industrial decarbonisation is critical for achieving India's net-zero target. Examine the limitations of India's current industrial climate strategy and suggest measures to improve emission mitigation across all industrial sectors. 15 Marks

3.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

3.3.1. মাওবাদ-উত্তর পর্ব: আদিবাসীদের আস্থা অর্জনই এখন প্রকৃত চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপট

- **৩১শে মার্চ, ২০২৬** তারিখে ভারতকে **মাওবাদী-মুক্ত** হিসেবে ঘোষণা করা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রচেষ্টায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর পাশাপাশি, **২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তারের (Bastar) প্রতিটি বাসিন্দাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার** সরকারি পরিকল্পনাটি সুরক্ষাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নয়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিকে একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
- তবে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের (infrastructure development) ওপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করবে **আদিবাসীদের অধিকার, শাসনব্যবস্থা,**

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থপূর্ণ জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে **সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের** মতো কাঠামোগত সমস্যা সমাধানের ওপর।

সুরক্ষা থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ স্থানান্তর

ক) মাওবাদ-পরবর্তী সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচী

- মাওবাদী সহিংসতার পতনের পর, সরকার প্রত্যন্ত উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে **কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান** (welfare delivery), **রাস্তাঘাট নির্মাণ**, **মোবাইল সংযোগ** (mobile connectivity) এবং **প্রশাসনিক পরিধি সম্প্রসারণকে** অগ্রাধিকার দিয়েছে।
- সরকার ডেডিকেটেড বা নির্দিষ্ট সেন্টারের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের পরিধি বাড়াতে এবং বাস্তারের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- এই পদক্ষেপগুলো উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য পরিষেবা লাভ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং **আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা** পাওয়ার পথকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

খ) দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

- কেবল উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোই ন্যায়বিচার, প্রতিনিধিত্ব এবং **সম্পদের ওপর সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ** সংক্রান্ত উদ্বেগগুলোর সমাধান করতে পারে না।
- সুরক্ষাজনিত চ্যালেঞ্জগুলো হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে, সরকারের কার্যকারিতা কেবল অবকাঠামো তৈরির ভিত্তিতে নয়, বরং **ন্যায়বিচার প্রদান**, **অধিকার রক্ষা** এবং **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার** (democratic accountability) নিরিখে ক্রমশ বিচার করা হবে।
- আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো তাদের **সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ** (constitutional safeguards) সম্পর্কে দিন দিন আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছে এবং তারা তাদের অধিকারের আকাঙ্ক্ষা থেকে পিছিয়ে আসবে না। ফলে, অর্থপূর্ণ **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার** (institutional reforms) এখন অত্যন্ত আবশ্যক।

PESA এবং সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন

ক) উপজাতীয় শাসনের সাংবিধানিক কাঠামো

- উপজাতীয় শাসনের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি দুটি সমান্তরাল ধারার ওপর ভিত্তি করে তৈরি: ১. **গ্রামসভার** নেতৃত্বে থাকা **পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান** (PRIs)। ২. সরকারিভাবে নিযুক্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যেমন— **তহশিলদার** এবং **জেলা শাসক** (District Collector)।
- যদিও এই দুটি ব্যবস্থার একে অপরের পরিপূরক হওয়ার কথা, তবে বাস্তবে প্রায়শই **আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো** নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

খ) ১৯৯৬ সালের PESA আইনের তাৎপর্য

- **পঞ্চায়েত (তফসিলি এলাকায় সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৯৬** (PESA)-এর লক্ষ্য হলো **পঞ্চম তফসিলিভুক্ত এলাকাগুলোতে** (Fifth Schedule Areas) গ্রামসভাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রে রেখে বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- শাসন ও উন্নয়নে উপজাতীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য PESA হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ **সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা**।

গ) গ্রামসভার ক্ষমতা

- আদিবাসী **পরিচয়, আচার-ব্যবহার এবং ঐতিহ্য** রক্ষা করা।
- **সাম্প্রদায়িক সম্পদ** (Community resources) ব্যবস্থাপনা।
- প্রথাগত রীতির মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

- জীবন, জীবিকা এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে **সম্মতি** (Consent) প্রদান।

ঘ) জল, জঙ্গল এবং জমিন: আস্থার ভিত্তি

- আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে জল, জঙ্গল এবং জমি কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ নয়; এগুলো তাদের **পরিচয়, সংস্কৃতি, জীবিকা এবং সামাজিক সংগঠনের** ভিত্তি।
- রাষ্ট্র যেভাবে ভূমির অধিকার, বনজ অধিকার এবং সম্পদের ওপর সম্প্রদায়ের মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করবে, তার ওপরই শেষ পর্যন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের **আস্থার স্তর** নির্ধারিত হবে।

ঙ) সম্মতি বনাম পরামর্শ

- PESA আইনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে **গ্রামসভার সম্মতি** (Consent) নেওয়া বাধ্যতামূলক।
- **'পরামর্শ'** (Consultation)-এর মতো নয়, বরং 'সম্মতি' অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয় এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে। সম্মতির এই বিধানকে লঘু করার যেকোনো প্রচেষ্টা উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন এবং তৃণমূল গণতন্ত্রের চেতনাকে দুর্বল করে।

আদিবাসীদের আস্থা অর্জনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **PESA-এর দুর্বল বাস্তবায়ন:** পঞ্চম তফসিলিভুক্ত রাজ্যগুলোতে PESA-এর বাস্তবায়ন অসম প্রকৃতির। রাজ্যগুলো প্রায়শই এই আইনটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করে যা এর মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করে।
- **গ্রামসভার ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টা:** ছত্তিশগড়ে ২০২২ সালের একটি প্রস্তাবে **'সম্মতি'** শব্দটিকে **'পরামর্শ'** দিয়ে প্রতিস্থাপন করার যে চেষ্টা করা হয়েছিল, তা গ্রামসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে দুর্বল করারই প্রতিফলন।
- **আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য:** প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও শাসন প্রক্রিয়ায় আধিপত্য বজায় রেখেছে, যা নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলোকে কোণঠাসা করে এবং সম্প্রদায়ের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ হ্রাস করে।
- **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার:** গ্রামসভার জাল রেজোলিউশন এবং **ভুয়া সম্মতির নথি** তৈরির অভিযোগগুলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
- **ঐতিহাসিক এবং কাঠামোগত ক্ষোভ:** ভূমি থেকে বিচ্যুতি, উচ্ছেদ, সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং শাসনে সীমিত অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলো রাষ্ট্রের প্রতি উপজাতীয়দের ধারণাকে প্রভাবিত করে চলেছে।
- **'নেতিবাচক শান্তি' থেকে 'ইতিবাচক শান্তি':** মাওবাদী সহিংসতার অবসান হলো একটি **নেতিবাচক শান্তি**, যা কেবল সশস্ত্র সংঘাতের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। টেকসই বা **ইতিবাচক শান্তি** অর্জনের জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি, মর্যাদা, অধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ।

সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে আস্থা শক্তিশালী করার ভবিষ্যতের পথ

- **PESA-এর কার্যকর বাস্তবায়ন:** মাওবাদ-পরবর্তী পর্যায়টি সমস্ত **পঞ্চম তফসিলি এলাকায়** (Fifth Schedule areas) ১৯৯৬ সালের 'পঞ্চায়েত (তফসিলি এলাকায় সম্প্রসারণ) আইন' বা PESA-কে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। এর অভিন্ন এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আরও জোরালো **তদারকি** (Oversight) প্রয়োজন।
- **গ্রামসভার ক্ষমতা রক্ষা করা:** নথিপত্রের কারচুপি বা জালিয়াতি রোধ করতে আইনি সুরক্ষা, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং **স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার** মাধ্যমে গ্রামসভার **'সম্মতি-ভিত্তিক' ক্ষমতাকে** (consent-based powers) সুরক্ষিত করতে হবে।
- **বনজ অধিকার শক্তিশালী করা:** বনভূমি, গৌণ বনজ সম্পদ এবং সম্প্রদায়ের সম্পদের ওপর উপজাতীয় অধিকার নিশ্চিত করতে PESA-এর পাশাপাশি ২০০৬ সালের **বনজ অধিকার আইন** (FRA)-এর কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

- **অংশগ্রহণমূলক একীকরণ উৎসাহিত করা:** আদিবাসী সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তির রূপরেখা তৈরির ক্ষমতা দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি যেন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত না হয়ে বরং একটি **অংশগ্রহণমূলক এবং অধিকার-ভিত্তিক প্রক্রিয়া** হয়।
- **প্রশাসনিক পরিধি এবং গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের মধ্যে ভারসাম্য:** জনকল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি শক্তিশালী **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান** এবং **সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ** থাকা প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করবে যে, শাসনব্যবস্থা যেন পরনির্ভরশীলতা নয়, বরং ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ এবং **স্বায়ত্তশাসনকে** উৎসাহিত করে।

উপসংহার

বাস্তারে মাওবাদের পরাজয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, কিন্তু এটি তার আদিবাসী নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের শেষ নয় বরং শুরু মাত্র। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কেবল **সাংবিধানিক অখণ্ডতা, সম্পদ বণ্টন ও অধিকারের ন্যায়বিচার** (resource justice) এবং প্রকৃত **অংশগ্রহণমূলক শাসনের** ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে। বাস্তারে ভারতের সাফল্যের প্রকৃত পরিমাপ কেবল সংঘাতের অনুপস্থিতি দিয়ে নয়, বরং **আস্থার উপস্থিতির** মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে।

Q. The elimination of Left-Wing Extremism marks only the first step towards peace. Discuss the challenges involved in transforming security gains into sustainable peace and development in tribal regions. 15 Marks

3.4. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.4.1. ড্রোনের বিপ্লব এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশল

প্রেক্ষাপট (Context)

ইউক্রেন, লেবানন, ইসরায়েল-ইরান সংঘাত এবং পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলি প্রমাণ করেছে যে ড্রোন আধুনিক যুদ্ধকৌশলের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সস্তা, গণ-উৎপাদিত চালকহীন ব্যবস্থাগুলি (unmanned systems) সামরিক মতবাদ, যুদ্ধক্ষেত্রের কৌশল, প্রতিরক্ষা অর্থনীতি এবং কৌশলগত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (strategic deterrence) নতুন আকার দিচ্ছে।

ভূমিকা (Introduction)

ঐতিহ্যগতভাবে, সামরিক শক্তি নির্ধারিত হতো ফাইটার এয়ারক্রাফট, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ এবং মিসাইলের মতো উন্নত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। তবে, ইউক্রেন এবং পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতগুলি দেখিয়েছে যে সস্তা, গণ-উৎপাদিত ড্রোনগুলি প্রচলিত খরচের একটি সামান্য ভগ্নাংশেই নজরদারি, নিখুঁত আক্রমণ (precision strikes) এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা সরবরাহ করতে পারে। ফলস্বরূপ, যুদ্ধকৌশল দ্রুত **প্ল্যাটফর্ম-কেন্দ্রিক যুদ্ধ** (platform-centric warfare) থেকে **ড্রোন-কেন্দ্রিক যুদ্ধে** (drone-centric warfare) রূপান্তরিত হচ্ছে।

কীভাবে ড্রোন আধুনিক যুদ্ধকৌশলকে বদলে দিয়েছে (How Drones Have Changed Modern Warfare)

১. **অবিরাম নজরদারি এবং দৃশ্যমানতা** (Persistent Surveillance and Visibility)

- **উন্নত পরিস্থিতিগত সচেতনতা** (Enhanced Situational Awareness): ড্রোনগুলি রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য, অবিরাম নজরদারি, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ এবং কামানের গোলাবর্ষণের নির্ভুলতা সংশোধনের সুবিধা প্রদান করে। এটি যুদ্ধক্ষেত্রে অভূতপূর্ব দৃশ্যমানতা এবং তথ্যের আধিপত্য (information dominance) নিশ্চিত করে।

- **যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা (Increased Battlefield Vulnerability):** ড্রোনের অবিরাম নজরদারি যুদ্ধক্ষেত্রের ঐতিহ্যগত গোপনীয়তা বা আড়াল হওয়ার সুযোগ শেষ করে দিয়েছে। এর ফলে সম্মুখভাগ (frontlines) এবং পিছনের এলাকাগুলি সমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে, এবং দ্রুত শনাক্তকরণের কারণে তাৎক্ষণিক আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা ঘটছে।

২. **সামরিক শক্তির গণতন্ত্রীকরণ (Democratisation of Military Power)**

- **সামরিক সক্ষমতার গণতন্ত্রীকরণ (Democratisation of Military Capability):** ড্রোন সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে বাধা বা প্রাচীরগুলিকে কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ছোট রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলি (non-state actors) বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেট বা উন্নত প্রচলিত অস্ত্রাগার ছাড়াই কার্যকর নজরদারি এবং স্ট্রাইক বা আক্রমণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।
- **যুদ্ধক্ষেত্রের অর্থনীতিতে পরিবর্তন (Shift in Battlefield Economics):** কম খরচের ড্রোনগুলি ট্যাঙ্ক এবং কামানের মতো উচ্চ-মূল্যের সামরিক সম্পদ ধ্বংস করতে পারে। এটি একটি অসম ব্যয়ের সুবিধা (asymmetric cost advantage) তৈরি করে এবং প্রযুক্তির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর ঐতিহ্যগত আধিপত্যকে হ্রাস করে।

৩. **নিখুঁত আক্রমণের ক্ষমতা (Precision Strike Capability)**

আধুনিক ড্রোনগুলি সক্ষম:

- নিখুঁতভাবে বিস্ফোরক সরবরাহ করতে।
- চলমান লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করতে।
- **কামিকাজে মিশন (kamikaze missions - আত্মঘাতী হামলা)** পরিচালনা করতে।
- গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ধ্বংস করতে।

এফপিভি (ফার্স্ট-পারসন ভিউ) ড্রোন বিপ্লব [FPV (First-Person View) Drone Revolution]

এফপিভি (FPV) ড্রোন কী?

এফপিভি (First-Person View) ড্রোন হলো এমন এক ধরনের চালকহীন আকাশযান (unmanned aerial systems), যা অনবোর্ড ক্যামেরার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই ক্যামেরা থেকে সরাসরি ভিডিও ফিড অপারেটরের পরিধান করা ভিআর-স্টাইল (VR-style) গগলসে স্থানান্তরিত হয়। মূলত বিনোদনমূলক রেসিং এবং এরিয়াল ফটোগ্রাফির জন্য তৈরি করা হলেও, বর্তমানে এগুলিকে অত্যন্ত কার্যকর সামরিক স্ট্রাইক এবং রিকনেসান্স (reconnaissance - অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণ) প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অভিযোজিত করা হয়েছে।

এফপিভি (FPV) ড্রোনের সুবিধাসমূহ

- **উচ্চ নির্ভুলতা (High Precision):** এফপিভি ড্রোনগুলি রিয়েল-টাইম ভিজ্যুয়াল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অপারেটরদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে নিখুঁতভাবে আঘাত করার অনুমতি দেয়।
- **স্বল্প খরচ (Low Cost):** এগুলি প্রচলিত মিসাইল এবং অস্ত্র ব্যবস্থার খরচের একটি সামান্য ভগ্নাংশেই নিখুঁত আক্রমণের ক্ষমতা প্রদান করে।
- **সহজ উৎপাদন (Easy Production):** বেশিরভাগ এফপিভি ড্রোন সহজে উপলব্ধ বাণিজ্যিক উপাদান ব্যবহার করে দ্রুত সংযোজন বা তৈরি করা যায়।
- **উচ্চ অভিযোজন ক্ষমতা (High Adaptability):** এগুলিকে নজরদারি, কামিকাজে আক্রমণ, বোমাবর্ষণ, ইন্টারসেপশন (আটকে দেওয়া) এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধের মিশনের জন্য সহজেই পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ফাইবার-অপটিক এফপিভি ড্রোন: পরবর্তী প্রজন্ম (Fibre-Optic FPV Drones: The Next Generation)

কী এদের অনন্য করে তোলে?

ফাইবার-অপটিক ড্রোনগুলি রেডিও সিগন্যালের পরিবর্তে **কেবল-ভিত্তিক যোগাযোগ** (cable-based communication) ব্যবহার করে, যা এগুলিকে জ্যামিং (jamming) এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রতিরোধী করে তোলে। এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশেও নির্ভরযোগ্য পরিচালনা নিশ্চিত করে।

ফাইবার-অপটিক ড্রোনের সুবিধাসমূহ

- **ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী (Resistant to Electronic Warfare):** ফাইবার-অপটিক যোগাযোগ শত্রুর জ্যামিং এবং ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপ থেকে বিঘ্ন ঘটা প্রতিরোধ করে।
- **জ্যাম করা কঠিন (Difficult to Jam):** যেহেতু সিগন্যালগুলি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তে ভৌত কেবলের মাধ্যমে যাতায়াত করে, তাই প্রচলিত জ্যামিং কৌশলগুলি এখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে।
- **নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ (Reliable Communication):** তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পরিবেশেও কমান্ড এবং ভিডিও ফিডের নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচার নিশ্চিত করে।
- **যুদ্ধক্ষেত্রে উন্নত টিকে থাকার ক্ষমতা (Enhanced Battlefield Survivability):** উচ্চতর যোগাযোগ নির্ভরযোগ্যতা উচ্চ-হুমকির জোনে মিশনের সাফল্য এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

সাম্প্রতিক ব্যবহারসমূহ (Recent Uses)

১. **হিজবুল্লাহর ড্রোন মডেল: কম খরচের অসম যুদ্ধ (Hezbollah's Drone Model: Low-Cost Asymmetric Warfare)**
   - হিজবুল্লাহ নজরদারি, রিকনেসান্স এবং নিখুঁত আক্রমণের মিশনের জন্য ইরানের তৈরি ড্রোন যেমন **আবাবিল (Ababil)**, **মোহাজের (Mohajer)**, এবং **শাহেদ (Shahed)** ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।
   - সম্প্রতি ফাইবার-অপটিক এফপিভি ড্রোনের ব্যবহার ইসরায়েলি ইলেকট্রনিক যুদ্ধ এবং কাউন্টার-ড্রোন ব্যবস্থা এড়ানোর ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

২. **ইসরায়েলের কাউন্টার-ড্রোন কৌশল: বহুমুখী বিমান প্রতিরক্ষা (Israel's Counter-Drone Strategy: Multi-Layered Air Defence)**
   - ইসরায়েল একটি বহুমুখী **কাউন্টার-ইউএএস (Counter-UAS) আর্কিটেকচার** তৈরি করেছে, যা শত্রু ড্রোন সনাক্ত এবং নিষ্ক্রিয় করতে ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং বিশেষ রাডারের সংমিশ্রণ ঘটায়।
   - **'আয়রন ড্রোন রাইডার' (Iron Drone Raider)**-এর মতো এআই-চালিত (AI-enabled) ব্যবস্থাগুলি নেট ক্যাপচার (জালে বন্দি করা) এবং সরাসরি সংঘর্ষের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে ড্রোন ইন্টারসেপ্ট বা ধ্বংস করার সুবিধা দেয়।

৩. **ইরানের ড্রোন কৌশল: কৌশলগত প্রতিরোধের হাতিয়ার (Iran's Drone Strategy: Tool of Strategic Deterrence)**
   - ইরান ড্রোনকে তার প্রচলিত সামরিক সক্ষমতার পরিপূরক হিসেবে কৌশলগত প্রতিরোধ, জবরদস্তি এবং শক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে দেখে।
   - শাহেদ-সিরিজের ড্রোন এবং প্রক্সি-চালিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইরান ইরাক, সিরিয়া, লেবানন এবং ইয়েমেনে তার কৌশলগত প্রভাব বিস্তার করে।

ড্রোন যুদ্ধের উদীয়মান প্রবণতা (Emerging Trends in Drone Warfare)

১. **সোয়ার্ম ওয়ারফেয়ার বা ঝাঁক বেঁধে যুদ্ধ (Swarm Warfare)**
   - **গণ স্যাচুরেশন অ্যাটাক (Mass Saturation Attacks):** শত্রুর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অভিভূত বা অচল করতে এবং তাদের ইন্টারসেপশন ক্ষমতাকে নিঃশেষ করতে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক ড্রোন একযোগে কাজ করে।

২. **এআই-চালিত ড্রোন** (AI-Enabled Drones)

- **স্বায়ত্তশাসিত কমব্যাট সিস্টেম** (Autonomous Combat Systems): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ড্রোনগুলিকে মানুষের ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পথ চলতে, লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

৩. **ইলেকট্রনিক যুদ্ধের সাথে একীকরণ** (Integration with Electronic Warfare)

- **মাল্টি-ডোমেন ড্রোন যুদ্ধ** (Multi-Domain Drone Battles): ভবিষ্যতের সংঘাতগুলি ড্রোন, কাউন্টার-ড্রোন এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমাগত প্রতিযোগিতার সাক্ষী হবে।

৪. **হাইব্রিড যুদ্ধ** (Hybrid Warfare)

- **বিভিন্ন ডোমেন জুড়ে একীকরণ** (Integration Across Domains): যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ড্রোনগুলিকে সাইবার অপারেশন, তথ্য যুদ্ধ (information warfare) এবং নিখুঁত আক্রমণের সাথে ক্রমবর্ধমানভাবে যুক্ত করা হচ্ছে।

ভারতের জন্য ড্রোন যুদ্ধের প্রভাব ও চ্যালেঞ্জসমূহ (Implications and Challenges of Drone Warfare for India)

১. **সীমান্ত নিরাপত্তার হুমকি** (Border Security Threats): ভারতের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত জুড়ে অস্ত্র চোরাচালান, মাদক পাচার এবং নজরদারি কার্যক্রমের জন্য ড্রোনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **উন্নত সামরিক আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা** (Need for Advanced Military Modernisation): যুদ্ধক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় রাখতে ভারতকে দেশীয় ড্রোন উৎপাদন, অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম, এআই-চালিত নজরদারি এবং সোয়ার্ম ড্রোন (ঝাঁক ড্রোন) সক্ষমতা জোরদার করতে হবে।

৩. **আত্মনির্ভর ভারতের কৌশলগত গুরুত্ব** (Strategic Importance of Atmanirbhar Bharat): ভবিষ্যতের সামরিক শক্তি শুধুমাত্র ব্যয়বহুল প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভর করবে না, বরং তা অভ্যন্তরীণ শিল্প সক্ষমতা, উৎপাদনের স্কেল এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন ইকোসিস্টেমের ওপর নির্ভর করবে।

৪. **অ-রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে বিস্তার** (Proliferation to Non-State Actors): ড্রোনের স্বল্প খরচ এবং সহজলভ্যতা সন্ত্রাসী, চরমপন্থী এবং অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলিকে উন্নত যুদ্ধ সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে।

৫. **নৈতিক ও মানবিক উদ্বেগ** (Ethical and Humanitarian Concerns): স্বায়ত্তশাসিত বা অটোনোমাস ড্রোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার জবাবদিহিতা, বেসামরিক নাগরিক হতাহত এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলার বিষয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে।

৬. **নিয়ন্ত্রক এবং শাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ** (Regulatory and Governance Challenges): ব্যাপক আন্তর্জাতিক নিয়ম, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং ড্রোন গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কের অনুপস্থিতি এর অপব্যবহার এবং অনিয়ন্ত্রিত বিস্তারের ঝুঁকি তৈরি করে।

করণীয় বা এগিয়ে যাওয়ার পথ (Way Forward)

১. **দেশীয় ড্রোন প্রযুক্তির শক্তিশালীকরণ** (Strengthen Indigenous Drone Technology): আমদানি নির্ভরতা কমাতে এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বাড়াতে উন্নত ড্রোনের অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।

২. **এআই এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার গতি বৃদ্ধি** (Accelerate AI and Autonomous Systems): স্বায়ত্তশাসিত নেভিগেশন, লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন এআই-চালিত ড্রোনগুলির প্রচার ও উন্নয়ন করতে হবে।

৩. **শক্তিশালী কাউন্টার-ড্রোন সক্ষমতা তৈরি** (Build Robust Counter-Drone Capabilities): উদীয়মান হুমকিগুলি নিষ্ক্রিয় করতে উন্নত অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম, ইলেকট্রনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং ডাইরেক্টেড-এনার্জি ওয়েপনস (directed-energy weapons - নির্দেশিত-শক্তি অস্ত্র) তৈরি করতে হবে।

৪. **সামরিক মতবাদে ড্রোনকে অন্তর্ভুক্ত করা** (Integrate Drones into Military Doctrine): নীতিগত সংস্কার, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং বৃহত্তর ত্রি-পরিষেবা সমন্বয়ের (tri-service coordination) মাধ্যমে ড্রোন যুদ্ধকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

৫. **একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা (Foster a Strong Defence Innovation Ecosystem):** 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর অধীনে ডিফেন্স স্টার্টআপগুলিকে সমর্থন করা, আরএন্ডডি (R&D) পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬. **বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং নিয়মাবলীর প্রচার (Promote Global Cooperation and Norms):** আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন, সামরিক ড্রোনের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং কাউন্টার-ড্রোন প্রযুক্তিতে সহযোগিতার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

যুদ্ধ যখন স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করছে, তখন বিজয় ক্রমশ সেই দেশগুলিরই হবে যারা উদ্ভাবন, শিল্প স্থিতিস্থাপকতা এবং ড্রোনের আধিপত্যকে একত্রিত করতে পারবে। ভারতের জন্য, এই বিপ্লবে দক্ষতা অর্জন করা একটি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা এবং একই সাথে একটি বড় সুযোগ।

Q. Assess the multidimensional security threats posed by the evolution of drone warfare, particularly focusing on non-state actors and border management. In this context, discuss the strategic necessity of 'Atmanirbhar Bharat' in building robust indigenous counter-drone capabilities. 15 Marks

3.5. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

3.5.1. ভারতের নগর অগ্নিকাণ্ড বিপর্যয়: শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতা

প্রেক্ষাপট

- সাম্প্রতিক দিল্লির একটি বি অ্যান্ড বি (B&B) এবং মুজাফফরপুরের হাসপাতালে ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ড—নগরে অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তা এবং **নিয়ন্ত্রণমূলক নজরদারির (Regulatory oversight)** গুরুতর ত্রুটিগুলিকে আবারও জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে।
- 'উপহার সিনেমা' (Uphaar Cinema) অগ্নিকাণ্ড থেকে শুরু করে 'আরপোরা নাইটক্লাব' (Arpora Nightclub) অগ্নিকাণ্ডের মতো অনুরূপ ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, অতীতের বিপর্যয় থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে (Institutional reforms)** রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি।

ভূমিকা

- ভারতের শহরগুলিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলি এখন আর কেবল সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, বরং তা ক্রমান্বয়ে **শাসনতান্ত্রিক সমস্যায় (Governance issues)** পরিণত হচ্ছে। এগুলি মূলত অনিয়ন্ত্রিত দ্রুত নগরায়ন, **দুর্বল নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োগ (Weak regulatory enforcement)** এবং বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রস্তুতির সামগ্রিক প্রতিফলন।
- এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নাগরিকদের নিরাপত্তা, **পাবলিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা (Accountability of public institutions)** এবং নগর শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

জড়িত মূল বিষয়সমূহ

1. **নিয়ম অমান্য করা (Regulatory Non-Compliance):** বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখনও যথাযথ **অগ্নিনির্বাপণ ছাড়পত্র (Fire clearances)** ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অথবা অনুমোদিত ধারণক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করছে। কোনো বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগে সাধারণত এই ধরনের আইন লঙ্ঘন রাডারের বাইরেই থেকে যায়।

2. **অননুমোদিত কাঠামোগত পরিবর্তন (Unauthorized Structural Modifications):** অবৈধ নির্মাণ, জরুরি **বহির্গমন পথ অবরুদ্ধ করা (Blocked exits)** এবং ভবনের নকশায় অননুমোদিত পরিবর্তন আনার ফলে জরুরি অবস্থায় মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনগুলি মানুষকে ভবনের ভেতরে আটকে ফেলে হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়।
3. **দুর্বল প্রয়োগ ব্যবস্থা (Weak Enforcement Mechanism):** অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তা পরিদর্শন বা ইন্সপেকশনগুলি প্রায়শই অনিয়মিত হয় এবং এর প্রয়োগ প্রতিরোধমূলক (Preventive) হওয়ার চেয়ে **প্রতিক্রিয়াশীল (Reactive)** বেশি হয়। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি সাধারণত দুর্ঘটনা ঘটার পরেই কেবল পদক্ষেপ নেয়।
4. **জবাবদিহিতার ঘাটতি (Accountability Deficit):** দুর্ঘটনার পর সাধারণত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অনেক সময়ই স্ক্রুটিনি বা জবাবদিহিতার আওতার বাইরে থেকে যায়। এটি **প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতাকে** দুর্বল করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ চর্চাগুলি বজায় রাখতে সাহায্য করে।
5. **নগর পরিকল্পনার ত্রুটি (Urban Planning Loopholes):** ঘিঞ্জি নগর এলাকা, সংকীর্ণ রাস্তা এবং ভূমির অপব্যবহার জরুরি পরিষেবা ও ফায়ার ব্রিগেডের প্রবেশযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়। **দুর্বল নগর পরিকল্পনার (Poor planning)** কারণে একটি সাধারণ বা নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঘটনাও বড় বিপর্যয়ে রূপ নেয়।
6. **ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর নিরাপত্তা (Safety of Vulnerable Groups):** হাসপাতালের রোগী, প্রবীণ নাগরিক, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জরুরি অবস্থায় ভবন থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁদের এই সংবেদনশীলতা বা **ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার (Vulnerability)** কারণে নিরাপত্তা নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
7. **অপর্যাপ্ত প্রতিবন্ধকতা বা শাস্তির অভাব (Inadequate Deterrence):** দীর্ঘমেয়াদী বিচার প্রক্রিয়া এবং ধারাবাহিক শাস্তির অভাবের কারণে বর্তমান আইনগুলির ভয় বা **প্রতিরোধক মূল্য (Deterrent value)** হ্রাস পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করাকে কোনো গুরুতর অপরাধ হিসেবে না দেখে একটি 'ম্যানেজযোগ্য ঝুঁকি' বা হালকাভাবে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

1. **দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন (Rapid and Unplanned Urbanisation):** নিয়ন্ত্রণকারী এবং নিরাপত্তা অবকাঠামোর সক্ষমতার তুলনায় শহরগুলি অনেক দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটি নগর বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরাপত্তার মানদণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতার মধ্যে একটি বড় **ঘাটতি বা ব্যবধান (Gaps)** তৈরি করছে।
2. **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনানুষ্ঠানিকতা (Informalisation of Economic Activities):** অনেক ব্যবসা অনুমোদিত নিয়মের বাইরে গিয়ে বা শিথিল আইনি কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়। এই **অনানুষ্ঠানিকতার (Informality)** কারণে তাদের ওপর নজরদারি চালানো এবং আইন প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
3. **নিরাপত্তা সংস্কৃতির অভাব (Lack of Safety Culture):** অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তাকে একটি মূল পরিচালনগত দায়িত্ব হিসেবে না দেখে প্রায়শই কেবল একটি **কাগজে-কলমে বা পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা (Procedural requirement)** হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এই নিয়মপালন কার্যকরী হওয়ার চেয়ে কেবল প্রতীকী (Symbolic) রূপ নেয়।
4. **প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজন (Institutional Fragmentation):** ভবনের অনুমোদন, পরিদর্শন এবং জরুরি ব্যবস্থার দায়িত্ব একাধিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিভক্ত থাকে। এই **বিভক্ত কাঠামোর (Fragmented framework)** কারণে প্রায়শই সমন্বয়ের অভাব ঘটে এবং দুর্ঘটনার পর একে অপরের ওপর দোষ চাপানোর প্রবণতা দেখা যায়।
5. **অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা (Infrastructure Constraints):** অপর্যাপ্ত ফায়ার স্টেশন, সরু রাস্তা এবং আধুনিক জরুরি সরঞ্জামের অভাব উদ্ধারকাজের কার্যকারিতাকে সীমিত করে দেয়। এই ঘাটতিগুলি ঘনবসতিপূর্ণ নগর অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়।

6. **শাসনব্যবস্থা ও সক্ষমতার ঘাটতি (Governance and Capacity Deficits):** স্থানীয় পৌর সংস্থা বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি (Local bodies) প্রায়শই কর্মী সংকট, **সীমিত কারিগরি দক্ষতা (Limited technical expertise)** এবং দুর্বল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সমস্যায় ভোগে। এই প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাগুলি আইন প্রয়োগের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।
7. **নিয়ম মানার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অনীহা (Economic Incentives Against Compliance):** খরচ কমাতে এবং লাভের পরিমাণ বাড়াতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলে। কোনো বড় বিপর্যয় ঘটার আগে পর্যন্ত **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার (Prevention)** আসল গুরুত্ব ও সুবিধাকে অবমূল্যায়ন করা হয়।

সরকারি উদ্যোগ এবং বিদ্যমান কাঠামো

1. **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC), ২০১৬:** এই কোডটি বা বিধিমালাটি অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি **বহির্গমন পথ (Emergency exits)**, মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এবং ভবনের নিরাপত্তা মানদণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করে। এটি অগ্নিনির্বাপণ-সুরক্ষিত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কারিগরি কাঠামো বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
2. **মডেল বিল্ডিং বাই-লজ (Model Building Bye-Laws):** এই উপ-আইনগুলির অধীনে ভবন অনুমোদন এবং তা পরিচালনার প্রতিটি স্তরে অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এর মূল লক্ষ্য হলো নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নিরাপত্তা বিষয়গুলিকে একীভূত করা।
3. **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ (Disaster Management Act, 2005):** এই আইনটি বিপর্যয় প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, **প্রশমন (Mitigation)** এবং দ্রুত সাড়াদানের (Response) ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক ও সামগ্রিক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে। এই বৃহত্তর কাঠামোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তা।
4. **স্মার্ট সিটিস মিশন (Smart Cities Mission):** এই মিশনটি নগর স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি এবং ডেটা-চালিত শাসনব্যবস্থার ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। বেশ কিছু শহর ইতিমধ্যে তাদের স্মার্ট অবকাঠামোর সাথে জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাকে (Emergency response systems) যুক্ত করছে।
5. **অমৃত (AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation):** নগর অবকাঠামো এবং পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, 'অমৃত' পরোক্ষভাবে আরও নিরাপদ এবং স্থিতিস্থাপক নগর পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছে। উন্নত নগর পরিকল্পনা বিপর্যয়জনিত **ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা (Vulnerabilities)** হ্রাস করে।

আগামী দিনের পথ

1. **প্রতিরোধমূলক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া (Shift Towards Preventive Governance):** নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মনীতি ও নজরদারির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বিপর্যয় ঘটার আগেই ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলির সমাধান করা। দুর্ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নেওয়ার (Reactive enforcement) পরিবর্তে নিয়মিত পরিদর্শন এবং **বিধিবিধানের ধারাবাহিক অনুপালন (Compliance monitoring)** নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
2. **আইন প্রয়োগ ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা:** জবাবদিহিতা কেবল নিয়ম লঙ্ঘনকারী বেসরকারি মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, এর আওতায় অবহেলাকারী সরকারি কর্মকর্তাদেরও আনা উচিত। শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ শৃঙ্খল জুড়ে **দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা (Fixing responsibility)** গেলে সামগ্রিক আইন মানার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।
3. **প্রযুক্তি-চালিত বিধি-অনুপালন:** ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম, **জিআইএস ম্যাপিং (GIS mapping)** এবং অনলাইন ছাড়পত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়ানো সম্ভব এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার ফাঁকফোকরগুলি বন্ধ করা যায়। প্রযুক্তি রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক ঝুঁকি মূল্যায়নেও সহায়তা করতে পারে।
4. **বাধ্যতামূলক থার্ড-পার্টি অডিট:** স্বাধীন ও নিরপেক্ষ **সুরক্ষা অডিট (Independent safety audits)** এমন সব নিয়ম লঙ্ঘন বা ত্রুটি খুঁজে পেতে সাহায্য করে যা সাধারণ বা রুটিন পরিদর্শনে চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।

5. **নগর পরিকল্পনার উন্নয়ন** (Improve Urban Planning): নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততা ও প্রবেশযোগ্যতা, ভবনের পারস্পরিক দূরত্ব এবং জরুরি অবকাঠামোর মতো অগ্নিনির্বাপণ সুরক্ষার দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নিরাপত্তাকে নগর পরিকল্পনার একটি অন্যতম **মূল লক্ষ্য** (Core planning objective) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
6. **একটি নিরাপত্তা সংস্কৃতি গড়ে তোলা** (Build a Safety Culture): নিয়মিত মক ড্রিল বা মহড়া, জনসচেতনতামূলক অভিযান এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নাগরিক আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমাতে **প্রস্তুতির সংস্কৃতি** (Culture of preparedness) অত্যন্ত অপরিহার্য।
7. **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা:** পৌর সংস্থা, অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ, পুলিশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে উন্নত সমন্বয় একদিকে যেমন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারবে, তেমনই জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়াদানে সাহায্য করবে। কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য এই **সমন্বিত শাসনব্যবস্থা** (Integrated governance) অত্যন্ত জরুরি।
8. **ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়া** (Protect Vulnerable Populations): হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বৃদ্ধাশ্রম এবং হোটেল-রেস্তোরাঁর মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষায়িত নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রয়োজন। মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার বা **উদ্ধারকার্যের পরিকল্পনায়** (Evacuation plans) এই ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির প্রয়োজনের দিকটি মাথায় রাখতে হবে।
9. **আইনি প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতা জোরদার করা:** নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া এবং **কঠোর শাস্তির বিধান** (Stricter penalties) আইন মানার প্রবণতা বাড়িয়ে দেবে। কার্যকর শাস্তি অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতার গুরুত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
10. **নগর স্থিতিস্থাপকতা প্রবর্ধন** (Promote Urban Resilience): অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তাকে আরও বৃহত্তর নগর স্থিতিস্থাপকতা এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের সামগ্রিক কৌশলের সাথে একীভূত করা উচিত। স্থিতিস্থাপক শহর বা **'রেজিলিয়েন্ট সিটি'** (Resilient cities) হলো সেগুলিই, যা কোনো সংকট তৈরি হওয়ার আগেই সুশৃঙ্খলভাবে নিজের দুর্বলতা ও ঝুঁকিগুলি কমিয়ে আনে।

উপসংহার

শহরগুলিতে বারবার ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডের বিপর্যয়গুলি প্রমাণ করে যে, সমস্যাটি কেবল আকস্মিক অগ্নুৎপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা **প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতার** (Governance failures) এক নিরবচ্ছিন্ন প্রতিফলন, যা ঝুঁকিগুলিকে ক্রমাগত ঘনীভূত হতে দেয়।

Q. Recurring fire tragedies in Indian cities are less a consequence of accidental ignition and more a reflection of governance and regulatory failures. Examine. Discuss the challenges in ensuring urban fire safety and suggest measures for building fire-resilient cities. 15 Marks

3.5.2. ভূমিকম্প

খবরের শিরোনামে কেন?

সম্প্রতি **ভেনেজুয়েলায়** ঘটে যাওয়া যমজ ভূমিকম্প (Magnitude 7.1 **এবং** 7.5) ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে ভূমিকম্পের প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই ঘটনাটি ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণ মানদণ্ড বা **বিল্ডিং কোড সংশোধনে বিলম্বের** কারণে ভারতের ঝুঁকির বিষয়টিকেও সামনে এনেছে।

ভূমিকম্প কী?

ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের একটি **হঠাৎ কেঁপে ওঠার প্রক্রিয়া**, যা ফল্ট বা চ্যুতি বরাবর **টেকটোনিক প্লেটের** নড়াচড়ার ফলে জমা হওয়া শক্তি হঠাৎ মুক্ত হওয়ার কারণে ঘটে থাকে।

ভূমিকম্প কীভাবে ঘটে?

প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব (Plate Tectonic Theory)

পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ার বা শিলামণ্ডল কতগুলো **টেকটোনিক প্লেট** নিয়ে গঠিত, যা অর্ধ-গলিত অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের ওপর অনবরত ভাসমান ও গতিশীল থাকে। ভূমিকম্প মূলত এই প্লেটগুলোর সীমানা বরাবর ঘটে থাকে:

১. **অভিসারী সীমানা** (Convergent Boundary):
   - এখানে প্লেটগুলো **একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়**।
   - এটি সবচেয়ে **বিধ্বংসী ভূমিকম্প** সৃষ্টি করে।
   - উদাহরণ: **হিমালয় অঞ্চল**।

২. **প্রতিসারী সীমানা** (Divergent Boundary):
   - এখানে প্লেটগুলো **একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়**।
   - এর ফলে **মাঝারি ধরনের** ভূমিকম্প হয়।
   - উদাহরণ: **মিড-আটলান্টিক রিজ**।

৩. **রূপান্তর সীমানা** (Transform Boundary):
   - এখানে প্লেটগুলো **একে অপরের পাশ ঘেঁষে পিছলে চলে যায়**।
   - জমে থাকা চাপের হঠাৎ মুক্তি ভূমিকম্পের কারণ হয়।
   - উদাহরণ: **সান অ্যান্ড্রেয়াস ফল্ট** এবং ভেনেজুয়েলার **ক্যারিবিয়ান প্লেট সীমানা**।

মূল পরিভাষা (Key Terminologies)

- **ফোকাস বা হাইপো সেন্টার (উৎসবিন্দু):** ভূগর্ভের ভেতরের সেই নির্দিষ্ট বিন্দু যেখান থেকে প্রথম **শক্তি মুক্ত হয়**।
- **এপিসেন্টার (উপকেন্দ্র):** উৎসবিন্দুর ঠিক উলম্ব দিকে ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত বিন্দু।
- **ফল্ট (চ্যুতি):** শিলার মধ্যকার ফাটল বা ফাটল রেখা যেখানে নড়াচড়া ঘটে থাকে।
- **ফোরশক (পূর্বাভাসমূলক কম্পন):** মূল ভূমিকম্পের আগে ঘটে যাওয়া অপেক্ষাকৃত **ছোট আকারের কম্পন**।
- **আফটারশক (অনুকম্পন):** মূল ভূমিকম্পের পর সেই একই এলাকায় ঘটে যাওয়া **ছোট ছোট ভূমিকম্প**।
- **ডাবলট আর্থকোয়েক (যমজ ভূমিকম্প):** পরস্পরের সাথে যুক্ত ফল্ট ফেটে যাওয়ার কারণে খুব কম সময়ের ব্যবধানে ঘটা **দুটি বড় ভূমিকম্প**।

ভূমিকম্পের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ

- **টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া**
- **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত**
- **আইসোস্ট্যাটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট (ভূ-ভারসাম্য সামঞ্জস্য)**
- **ধস বা ভূমিধস**

- **উল্কাপাত** (খুব বিরল)

মানুষের তৈরি কারণ

- **বড় জলাধার বা বাঁধ নির্মাণ** (Reservoir Impoundment)
- **গভীর খনি খনন**
- **তেল ও গ্যাস উত্তোলন**
- **হাইড্রোলিক ফ্র্যাকচারিং** (পাথর ভেঙে খনিজ তোলার প্রক্রিয়া)
- **পারমাণবিক পরীক্ষা**

ভারতে ভূমিকম্পের বিস্তৃতি

ভারত **ইন্ডিয়ান প্লেট** এবং **ইউরেশিয়ান প্লেটের** সংঘর্ষ অঞ্চলের ওপর অবস্থিত, যা একে ভূমিকম্পের প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল বা সিসমিক জোন (BIS দ্বারা নির্ধারিত)

- **জোন II** – কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল
- **জোন III** – মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল
- **জোন IV** – উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল
- **জোন V** – অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল

ভারতের প্রায় **৫৯% ভূখণ্ড** এবং প্রায় **৭৯% মানুষ** কম-বেশি ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

প্রধান ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকাসমূহ

- **হিমালয় অঞ্চল**
- **উত্তর-পূর্ব ভারত**
- **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**
- **কচ্ছ অঞ্চল (গুজরাট)**
- **দিল্লি-NCR**
- **সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি**

ভূমিকম্পের প্রভাবসমূহ

১. **মানবিক প্রভাব**

- **মৃত্যু এবং শারীরিক আঘাত:** ভবন ধসে পড়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে **ব্যাপক প্রাণহানি** এবং গুরুতর আঘাত (যেমন থেঁতলে যাওয়া বা শ্বাসরোধ হওয়া) ঘটে। এর পাশাপাশি অঙ্গচ্ছেদ ও মাথায় আঘাতের মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। *(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - WHO)*
- **জনস্বাস্থ্য সংকট:** জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ে, যার ফলে উপচে পড়া ত্রাণ শিবিরগুলোতে **সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব** দেখা দেয় এবং নিয়মিত চিকিৎসা ব্যাহত হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদী রোগীরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। *(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - WHO)*
- **মানব সম্পদের ক্ষতি:** শৈশবে বা মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তীব্র মানসিক চাপ এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে শিশুদের **দীর্ঘমেয়াদী বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষাগত বিকাশ** বাধাগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির ক্ষেত্রে।

২. **অর্থনৈতিক প্রভাব**

- **সরাসরি সম্পদের ধ্বংস:** মানুষের ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিকাঠামো (যেমন বাঁধ, সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে **বিপুল পুঁজির ক্ষতি** হয়।
- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ:** দেশের ভেতরের সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত করে এটি সাময়িকভাবে **GDP-র প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়** এবং বাজেট বহির্ভূত পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করতে গিয়ে **সরকারি ঋণ** অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তোলে।
- **জীবিকা ব্যাহত হওয়া:** আঞ্চলিক উৎপাদন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ফলে **রপ্তানি ব্যাপক কমে যায়**, অপরপক্ষে পুনর্নির্মাণের সামগ্রী আনার জন্য **আমদানি এক ধাক্কায় অনেক বেড়ে যায়**, যা পর্যটনের মতো স্থানীয় খাতগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

৩. **পরিবেশগত প্রভাব**

- **ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন:** ভূমিকম্পের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় **ভূমিধস, তুষারধস, মাটিতে ফাটল** এবং স্থায়ী ভূ-বিকৃতির মতো মারাত্মক গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপর্যয় ঘটে। *(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - WHO)*
- **বিষাক্ত দূষণ:** ভেঙে পড়া ভবনগুলো থেকে নির্গত ক্ষতিকারক ধূলিকণা এবং বিষাক্ত উপাদান (যেমন অ্যাসবেস্টস, সিসা ও ভারী ধাতু) স্থানীয় **বায়ু, মাটি এবং জলাশয়কে মারাত্মকভাবে দূষিত** করে। *(PMC-NIH)*
- **জলবিদ্যাবদীয় পরিবর্তন:** এটি ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে হঠাৎ ওলটপালট ঘটায়, নরম মাটির **তরলীকরণ (Liquefaction)** ঘটায় এবং নদী ও বাঁধের গতিপথ আটকে হঠাৎ বন্যা বা সমুদ্রের বুকে **বিধ্বংসী সুনামি** ডেকে আনে।

৪. **সামাজিক প্রভাব**

- **গণ-উদ্বাস্তুকরণ:** মানুষকে ব্যাপকভাবে **অভ্যন্তরীণ পরিযায়ী** হতে বাধ্য করে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং সাশ্রয়ী বাসস্থানের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সংকট তৈরি হয়।
- **সামাজিক নেটওয়ার্কের ভাঙন:** এটি সমাজের দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সুরক্ষাবলয়, স্থানীয় সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিবেশীদের মধ্যকার সম্পর্ককে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়, যার ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষেরা **অসহায় ও অরক্ষিত** হয়ে পড়ে।
- **কাঠামোগত বৈষম্য বৃদ্ধি:** অপরিকল্পিত ও দুর্বল ঘরবাড়িতে বাস করার কারণে **নিম্ন আয়ের মানুষরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত** হয়, যা তাদের গভীর মানসিক ট্রমার দিকে ঠেলে দেয় এবং প্রান্তিক পরিবারগুলোকে **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে** আটকে ফেলে।

ভারতের ভূমিকম্প প্রস্তুতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

- **ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যের প্রাতিষ্ঠানিক অবমূল্যায়ন:** ভূমিকম্পের ঝুঁকি মানচিত্রের বৈজ্ঞানিক আধুনিকীকরণ (যেমন আরও কঠোর 'জোন VI' বা ষষ্ঠ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব) বড় বড় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলোর খরচ বৃদ্ধি এবং নিয়মকানুন মেনে চলার জটিলতার কারণে প্রশাসনিক বাধা বা বিলম্বের মুখে পড়ছে।
- **নকশার মানদণ্ড মারাত্মকভাবে কম মূল্যায়ন করা:** ভারতের সর্বোচ্চ ভূমিকম্প প্রতিরোধী নকশার সীমা **(জোন V-এ ০.৩৬g)** আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং একই হিমালয় অঞ্চলের অংশীদার প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও পাকিস্তানের **(০.৭৫g)** তুলনায় অনেক কম।
- **"অনিয়ন্ত্রিত আবাসন"-এর ফাঁদ:** ভূমিকম্পে প্রাণহানির প্রায় **৯৫% ঘটনাই ঘটে অনানুষ্ঠানিক, এক থেকে তিন তলা আবাসিক ভবনগুলোতে**, যা সম্পূর্ণভাবে পুরসভার নির্মাণ বিধি এবং প্রকৌশলীদের তদারকি এড়িয়ে তৈরি করা হয়।
- **বিপুল জনসংখ্যার ঝুঁকি:** ভারতের প্রায় **৭৯% মানুষ মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বসবাস করেন**, যা একটি বড় ধরনের ভূত্বকীয় ফাটল বা কম্পনের ফলে মানুষের জীবন ও অর্থনীতির সম্ভাব্য ক্ষতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

- **কাঠামোগত সুদৃঢ়করণ বা রেট্রোফিটিংয়ের তীব্র ঘাটতি:** পুরোনো হাসপাতাল, স্কুল এবং সেতুর মতো বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ও অতিপ্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী পরিকাঠামো পরিমাপ ও সুদৃঢ় করার জন্য অগ্রণী ও বড় আকারের কোনো উদ্যোগের অভাব রয়েছে।
- **দুর্যোগ-পরবর্তী প্রতিকার ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা:** জাতীয় কৌশলটি এখনও দুর্যোগ-পূর্ববর্তী স্থিতিস্থাপক প্রকৌশল প্রয়োগ এবং সাধারণ মানুষের স্তরে মহড়া করার চেয়ে দুর্যোগ-পরবর্তী খোঁজ, উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যক্রমের দিকেই বেশি ঝুঁকে রয়েছে।

সরকারি পদক্ষেপসমূহ

- **NDMA নির্দেশিকা:** এটি দুর্যোগের পর কেবল ত্রাণ দেওয়ার মানসিকতা বদলে দুর্যোগের আগেই কাঠামো মজবুত করার একটি কৌশলগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।
- **ভূমিকম্প ঝুঁকি সূচক (ERI):** এটি স্থানীয় পরিকল্পনাকে সঠিক দিশা দেখাতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শহরগুলোর নির্দিষ্ট বিপদ এবং কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকে মানচিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করে।
- **প্রযুক্তিগত-আইনি বাধ্যবাধকতা:** এটি নতুন সমস্ত বাণিজ্যিক এবং অতিপ্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য **জাতীয় ভবন নির্মাণ বিধি (NBC)** এবং নির্দিষ্ট **বিআইএস (BIS) সিসমিক কোড (IS 1893)** মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে।
- **জাতীয় ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক:** রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রাথমিক সতর্কবার্তা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৬৫টিরও বেশি স্টেশন নিয়ে এটি পরিচালনা করছে **ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS)**।
- **সম্প্রদায় ও বিদ্যালয় নিরাপত্তা কাঠামো:** এটি স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয় এবং নাগরিক সমাজকে দ্রুত দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষ করে তুলতে **জাতীয় বিদ্যালয় নিরাপত্তা কর্মসূচি (NSSP)** এবং নিয়মিত বহু-রাজ্যভিত্তিক যৌথ মহড়া পরিচালনা করে।

আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন

- **জাপান (প্রযুক্তি ও প্রকৌশল):** তাৎক্ষণিক জনসচেতনতামূলক সতর্কবার্তার জন্য এটি দেশজুড়ে একটি **ভূমিকম্প প্রাথমিক সতর্কবার্তা (EEW)** সেন্সর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। এর সাথে ভবনগুলোতে ভূমিকম্পের শক্তি শোষণ করার জন্য **"বেস আইসোলেশন"** প্রকৌশল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে।
- **চিলি (নীতি ও প্রয়োগ):** এটি এমন একটি কঠোর ও **বাধ্যতামূলক ভূমিকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ বিধি** কার্যকর করেছে যা ভবনের নমনীয়তার ওপর জোর দেয়। এর ফলে তীব্র কম্পনেও আধুনিক ভবনগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। এই পুরো বিষয়টি তদারকি করে একটি কেন্দ্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (SENAPRED)।

ভবিষ্যতের করণীয়

- **বিজ্ঞানসম্মত মানদণ্ড কার্যকর করা:** পরিকাঠামো নির্মাণে খরচের অজুহাতে বিলম্ব না করে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS)-এর আধুনিকীকৃত ভূমিকম্প মানচিত্র গ্রহণ করা এবং জোন V-এর নকশার শক্তিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা।
- **তৃণমূল স্তরে নির্মাণ বিধি প্রয়োগ:** স্থানীয় পুরসভা এবং পঞ্চায়েত সংস্থাগুলোকে এক থেকে তিন তলার অনানুষ্ঠানিক আবাসিক ভবনগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া, যেখানে ৯৫% প্রাণহানি ঘটে।
- **বড় আকারে রেট্রোফিটিং বা সুদৃঢ়করণ বাধ্যতামূলক করা:** বিদ্যমান জীবনরক্ষাকারী পরিকাঠামো, বিশেষ করে পুরোনো স্কুল, হাসপাতাল এবং যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত অডিট ও সুদৃঢ়করণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো চালু করা।
- **প্রাথমিক সতর্কবার্তা পরিকাঠামো সম্প্রসারণ:** উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিমালয় অঞ্চলজুড়ে তাৎক্ষণিক ভূমিকম্প সতর্কবার্তা (EEW) সেন্সর নেটওয়ার্ক বাড়ানো এবং একে স্বয়ংক্রিয় গণপ্রচার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা।
- **সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** নিচুতলা থেকে প্রস্তুতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে নিয়মিত স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে মহড়া দেওয়া এবং স্কুল পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা।

কেস স্টাডি: ভুজ ভূমিকম্প (২০০১)

- **তীব্রতা:** ৭.৭

শিক্ষা:

- ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণের গুরুত্ব।
- সামাজিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকীকরণ।
- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫** গ্রহণ।
- NDMA এবং NDRF প্রতিষ্ঠা।

উপসংহার

ভারতের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে **দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ দেওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে ঝুঁকি-ভিত্তিক আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার** দিকে ঝুঁকতে হবে। স্বয়ংক্রিয় প্রাথমিক সতর্কবার্তা নেটওয়ার্কের সমন্বয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের উন্নত নির্মাণ বিধি কার্যকর করার মাধ্যমেই কেবল অনিবার্য ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ **ভূত্বকীয় স্থিতিস্থাপকতা** গড়ে তোলা সম্ভব।

Q. Discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazards. Give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last three decades. 10 Marks

3.5.3. অগ্নিনিরাপত্তা এবং নগর শাসন

ভূমিকা

সাম্প্রতিক **লক্ষ্ণৌ অগ্নিকাণ্ডের ট্র্যাজেডি**, যা ১৫ জনের (যার মধ্যে বেশিরভাগই শিক্ষার্থী) প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং আরও ৫ জনকে আহত করেছে, তা একাধারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের সম্ভাবনা এবং বিপদ দুই-ই প্রকাশ করে। এটি একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান সেবা খাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থার এক বিশাল অর্থনৈতিক বিকাশকে দেখায়, অন্যদিকে তেমনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যর্থতাকেও তুলে ধরবে। ভারতের তরুণ জনসংখ্যা, যারা নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে মরিয়া, তারা কোচিং সেন্টার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির একটি বিশাল বাজার তৈরি করেছে। এর মধ্যে অনেক কেন্দ্রই কোনো **আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে**, কম পুঁজিতে এবং বিপুল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

অগ্নিনিরাপত্তা এবং নগর শাসন সংকটের মূল কারণ

ক. সামাজিক-অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি

- **কোচিং সেন্টারের রমরমা বাজার:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল চাকরির বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করতে তরুণদের মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে, তা এই কম পুঁজির এবং উচ্চ মুনাফার কোচিং সেন্টার সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক অনগ্রসরতা:** প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক কর্মক্ষেত্রের দক্ষতার চাহিদা মেলাতে পারছে না, যা শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সমান্তরাল ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির দিকে যেতে বাধ্য করছে।

খ. কাঠামোগত এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যর্থতা

- **অননুমোদিত বাণিজ্যিকীকরণ:** এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি প্রায়শই এমন সব ভবনে পরিচালিত হয় যা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত বা উপযুক্ত নয়।
- **আইন প্রয়োগের ঘাটতি:** পৌর কর্তৃপক্ষের বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও অবৈধ ভবনগুলি ভাঙা হয় না, যা স্পষ্টতই প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এবং দুর্নীতিকে নির্দেশ করে।
- **নিরাপত্তাকে পণ্য বানিয়ে ফেলা:** ব্যবসার মালিকরা তাদের মুনাফা বাড়াতে গিয়ে সাধারণ অগ্নিনিরাপত্তা বিধি এবং আবাসন কোডগুলি অনায়াসে অমান্য করেন।

গ. ভারতের অগ্নিনিরাপত্তা শাসনে পদ্ধতিগত বাধা

- **তদন্তের সংস্কৃতির অভাব:** দুর্ঘটনার পর যে তদন্তগুলি করা হয় তা অত্যন্ত উপরিতলের। এর গভীরে গিয়ে পদ্ধতিগত ইঞ্জিনিয়ারিং বা বৈদ্যুতিক ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা খুব কমই হয়।
- **পরিকাঠামো এবং মানবসম্পদের ঘাটতি:** ভারতে আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের অভাব রয়েছে এবং দুর্ঘটনার মূল কারণ খুঁজে বের করার মতো পর্যাপ্ত **অগ্নি-ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের** অভাব রয়েছে।
- **মানসম্মত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি:** উন্নত দেশগুলির মতো ভারতের বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, যেমন—স্মার্ট স্প্রিঙ্কলার বা সমন্বিত স্মোক অ্যালার্মের মতো প্রযুক্তির বাধ্যতামূলক ব্যবহার নেই।

সরকারি পরিকল্পনা এবং আইন

1. **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৪ডব্লিউ এবং দ্বাদশ তফসিল:** এটি শহুরে স্থানীয় সংস্থা এবং পৌরসভাগুলিকে স্থানীয়ভাবে অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ক্ষমতা দেয়।
2. **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ (NDMA নির্দেশিকা):** এটি কেবল অগ্নিকাণ্ডের পর ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে আগে থেকেই নিয়মিত ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ভবনের নিরাপত্তা অডিটের মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলার ওপর জোর দেয়।
3. **অমৃত ২.০ (AMRUT 2.0):** এটি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানকে শহরের বিভিন্ন সংস্কারের সাথে যুক্ত করে। এটি পৌরসভাগুলিকে ভবনের নকশা অনুমোদন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল ও সহজ করতে উৎসাহিত করে।

অগ্নিনিরাপত্তা এবং নগর শাসন মডেলের বৈশ্বিক উদাহরণ

- **যুক্তরাজ্য (হ্যাকিট রিভিউ বাস্তবায়ন):** গ্রেনফেল টাওয়ার দুর্ঘটনার পর বহুতল ভবনগুলির জন্য কঠোর এবং অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা মূল্যায়ন নিয়ম চালু করেছে, যাতে আইনের কোনো ফাঁকফোকর না থাকে।
- **সিঙ্গাপুর (অগ্নিনিরাপত্তা আইন ও SCDF নিয়মাবলী):** বাণিজ্যিক ভবনগুলির সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য সরাসরি সিভিল ডিফেন্স ফোর্সের সাথে যুক্ত স্বয়ংক্রিয় ফায়ার-শাটার এবং স্প্রিঙ্কলার সংযোগ বাধ্যতামূলক করেছে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (NFPA কোড প্রয়োগ):** বৈদ্যুতিক ত্রুটিজনিত আগুন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের অত্যন্ত কঠোর, আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক কোড এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ফরেনসিক তদন্ত ব্যবস্থা ব্যবহার করে।
- **জাপান (বিপর্যয়-সহনশীল নগর জোনিং):** ঘনবসতিপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে আগুন প্রতিরোধী উপাদানের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে।

ভবিষ্যতের পথ

- **জাতীয় ঝুঁকি অডিট শুরু করা:** শহুরে ভবনগুলির নিরাপত্তা ও ঝুঁকি পরিমাপের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশব্যাপী নমুনা সমীক্ষা বা সার্ভে করা এবং একটি ডেটাবেস তৈরি করা।
- **স্মার্ট প্রযুক্তির প্রয়োগ:** বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে **আর্ক-ফাল্ট প্রোটেকশন ডিভাইস** এবং সেন্সর-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে ভবনের নিয়মাবলী সংশোধন করা।

- **প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা:** যে সকল সরকারি বা পৌর কর্মকর্তা নিয়ম লঙ্ঘনকারী ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বা নোটিশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হবেন, তাদের জন্য কঠোর আইনি শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- **অগ্নি-ফরেনসিকের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান:** দুর্ঘটনার পর শুধু কাউকে দোষারোপ না করে, তার আসল প্রযুক্তিগত কারণ খুঁজে বের করার জন্য একটি সুশিক্ষিত ও নিবেদিত অগ্নি-ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা।
- **পৌরসভা ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ক্ষমতায়ন:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৪ডব্লিউ-এর অধীনে স্থানীয় পৌরসভাগুলির আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম কিনতে পারে এবং দ্রুত সাড়া দিতে পারে।
- **সমান্তরাল শিক্ষা কেন্দ্রগুলির আনুষ্ঠানিকীকরণ:** অনানুষ্ঠানিক কোচিং সেন্টারগুলির জন্য একটি বাধ্যতামূলক নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং কাঠামো তৈরি করা, যাতে তাদের ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

ভারতকে একটি **উন্নত ভারত** হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সবার আগে ডেটা-ভিত্তিক নিরাপত্তা অডিট, প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং কঠোর প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে একটি **সুরক্ষিত ভারত** গঠন করতে হবে, যাতে আমাsদের দেশের তরুণদের ভবিষ্যৎ ও জনসংখ্যাগত সুবিধা নিরাপদ থাকে scraps।

Q. Fire safety is an integral component of disaster risk reduction in rapidly urbanising India. Discuss the causes of recurring urban fire accidents and evaluate the preparedness of India's fire safety ecosystem. 15 Marks

***

Scan to attempt more questions...

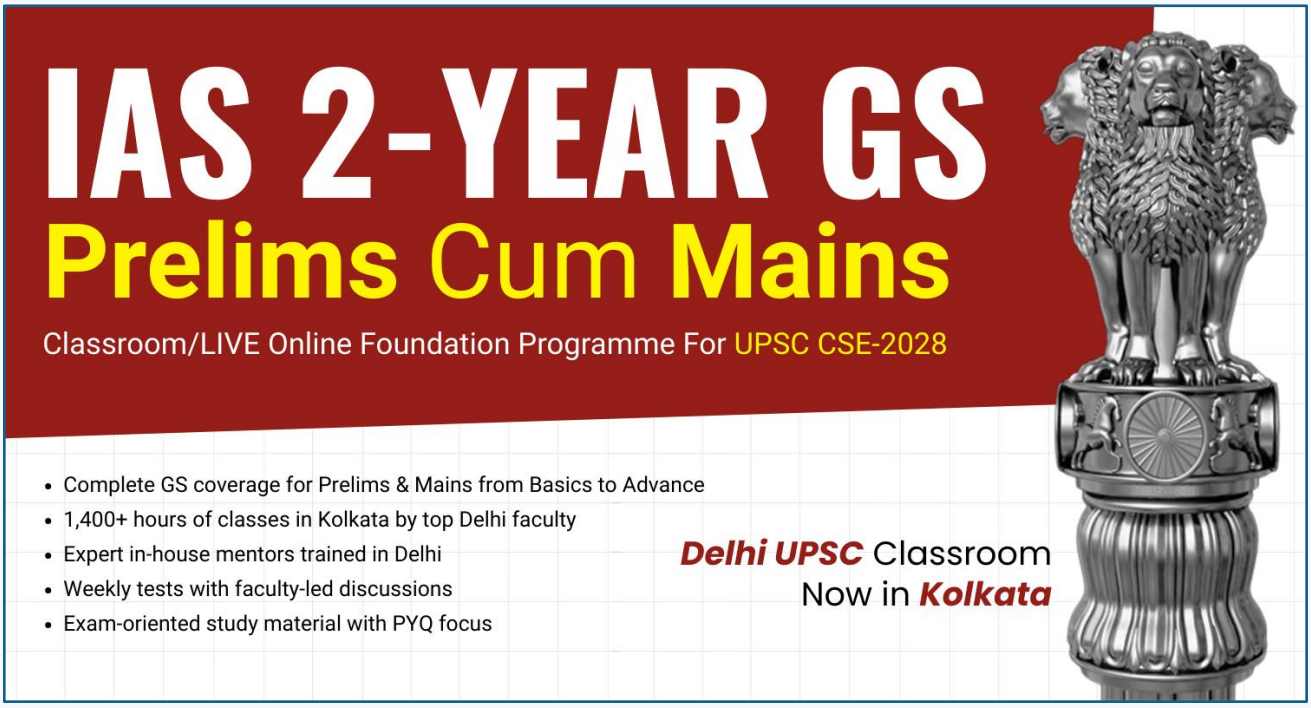

Through the Eyes of Aspirants

P.V Surendra

Monthly Current affairs magazine of RICE IAS is really helping me alot. It is comprehensively covering current events with segregation of topics in subject wise.

Aindrila saha

The monthly magazines for current affairs are exam-oriented and written in a very concise manner suitable for performing well in the examinations.

Sulagna Roy

Provides gainful insights about the current relevant news. Really beneficial.

Kashish Kapoor

By reading Monthly Current Affairs it has become easy to conclude the important news at the end of the month.

Shreya Mondal

By reading current affairs, it has become easy to conclude the important news at the end of monthly magazine.

Kishore Muddada

The topics are comprehensively covered in each magazine content was crisp, clear & to the point that are very much important for the preparation & the current is also covered with the static part. Keep up the good work.

OUR COURSES

IAS 2-Year General Studies

Prelims Cum Mains Foundation Course

Classroom & LIVE Online Programme

- Complete GS coverage for Prelims & Mains from Basics to Advance
- 1,400+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

For **UPSC CSE-2028**

IAS 10-Month General Studies

Prelims Cum Mains

Classroom & LIVE Online Programme

- Complete GS coverage for Prelims & Mains
- 700+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

For **UPSC CSE-2027**

RICE IAS

Prof. (Dr.) Samit Ray

CHAIRMAN OF RICE GROUP
& CHANCELLOR OF ADAMAS UNIVERSITY

"Bengal once led India in the Civil Services, producing pioneers like Satyendra Nath Tagore and Subhas Chandra Bose. Today, we must revive that legacy. With the right guidance and training, Bengal's youth can again shape governance and nation-building. When Bengal's students rise, the whole nation prospers".

S.A. Majid

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

"With 12 years at Vajiram & Ravi, I know what it takes to crack UPSC CSE (IAS/IPS/IFS/other All India Services). We started RICE IAS to bring Delhi-level coaching and expert faculty to Bengal, reviving our legacy of producing IAS and IPS officers. Here, you'll find not just guidance but a mentor who stays with you until success"

GET CLOSER TO YOUR

IAS & IPS DREAMS

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442